খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচার সমিতি গ্রন্থাবলী

রোমান সাম্রাজ্যে

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংগ্রাম

কলিকাতা
খ্রীষ্টতত্ত্ব-প্রচার সমিতি

এস্, পি, সি, কে হইতে রেভাঃ ফাঃ টি, ই, টি শোর
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য আট আনা

উপাসনা প্রেস

২, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ কর্তৃক মুদ্রিত

[১৯৩১]

সূচীপত্র

—ঃ)*(ঃ—

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

রোমান সাম্রাজ্যে

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংগ্রাম

সূচনা

খ্রীষ্টের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস প্রধানতঃ সংগ্রামের ইতিহাস। এই যুগব্যাপী সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় বিবৃত করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু সংগ্রামের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রকৃতি সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

(১)

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবজাতিকে তাঁহার প্রেমের অধিকারী করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার অবাধ্য হইয়া পাপে পতিত হইয়াছে; যে অমৃতের অধিকারী হইবার জন্য ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পাপাচারণ করিয়া মানুষ আপনাকে সেই অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু মানুষের পাপেও ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয় নাই! যে প্রেম ঈশ্বরের জীবন, মানুষকে তাহার অধিকারী করিবার জন্য ঈশ্বর এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন।

ঈশ্বর স্বয়ং মানবস্বভাব ধারণ করিলেন; আমরা যেরূপ জন্মদ্বারা মানব-স্বভাব প্রাপ্ত হই, তিনিও সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিলেন এবং মানবজাতির পাপ ও দুর্ব্বলতা বহন করিলেন, এবং তাহা সত্ত্বেও মানবস্বভাবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া সকল পাপ ও দুর্ব্বলতার উপর বিজয় লাভ করিলেন। পুনরুত্থানে সশরীরে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া তিনি মানব-স্বভাবে সর্ব্বজয়ী হইলেন; পাপ প্রলোভন মৃত্যু প্রভৃতি যাহা কিছু মানবকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করে, তিনি সে সকলের উপরই জয়লাভ করিলেন। এইরূপে ঈশ্বর-পুত্র যীশুখ্রীষ্টে মানব স্বভাব নূতন শক্তি ও জীবনে পূর্ণ হইল।

পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় মনোনীত শিষ্যগণকে দর্শন দিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ় করিলেন, এবং অল্পকাল পরে তিনি যে মণ্ডলী স্থাপন করিবেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন 'তোমরা যিরুশালেম হইতে প্রস্থান করিও না কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক ; যোহন জলে দীক্ষাস্নান প্রদান করিতেন, কিন্তু তোমরা অল্পদিনের মধ্যে পবিত্র আত্মার দীক্ষাস্নান প্রাপ্ত হইবে।' শিষ্যেরা ভাবিয়াছিল, তিনি একটি পার্থিব রাজ্য স্থাপন করিতে যাইতেছেন। তাহারা প্রশ্ন করিল, 'প্রভু, আপনি কি এ সময়ে ইস্রায়েলকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'যে সময় কি কাল পিতার কর্ত্তৃত্বাধীন, তাহা তোমাদের জানিবার অধিকার নাই। কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হইলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, এবং যিরুশালেমে, যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হইবে।'

তৎপরে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ ঈশ্বর ও মানবের পরিপূর্ণ মিলনেব নিদর্শন। স্বর্গারূঢ় খ্রীষ্ট নিখিল মানবকে অনন্ত জীবনে সঞ্জীবিত করিতে অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ তিনি মানুষের অন্তরে স্বীয় আত্মার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাদের পরিত্রাণ সাধন করেন। এই জন্যই খ্রীষ্ট কাথলিক মণ্ডলী স্থাপন করিলেন

(২)

যাহারা খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারা যিরুশালেমে প্রত্যাগমন করিল এবং খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে প্রার্থনায় কালযাপন করিতে লাগিল। খ্রীষ্টের এগার জন প্রেরিত, খ্রীষ্টজননী ধন্যা কুমারী মারীয় তাঁহার ভ্রাতাগণ এবং যে মহিলাগণ তাঁহার সেবা করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই খ্রীষ্ট কথিত স্বর্গীয় দানের প্রতীক্ষা রহিলেন। এই প্রতীক্ষাকালে একদিন তাঁহারা আত্মঘাতী যিহূদার স্থ

মত্তথিয় নামক এক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া প্রেরিত সংখ্যা পূরণ করিয়া লইলেন।

অতঃপর যিহূদীদের পঞ্চাশত্তমী উৎসব সমাগত হইল। নানা দিক্‌দেশ হইতে বহু যিহূদী ও যিহূদীধর্ম্মাবলম্বী পরজাতীয় এই পর্ব্বোপলক্ষে যিরুশালেমে সমবেত হইয়াছে। যেখানে খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁহার ক্রুশমৃত্যুর পূর্ব্ব রজনীতে শেষবার আহার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই প্রকোষ্ঠেই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী প্রায় ১২০ জন মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন। অকস্মাৎ প্রবল বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি শ্রুত হইল, গৃহের অভ্যন্তর বায়ুর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের প্রতিজনের মস্তকোপরি বহ্নিশিখা স্থিতি করিতেছে; আর অমনি এক অভিনব অনুভূতিতে তাঁহাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হইয়া উঠিল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে খ্রীষ্টের অঙ্গীকার অনুসারে পবিত্র আত্মা তাঁহাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনে প্রকাশিত হইল, আত্মার আবেশে তাঁহারা নানা ভাষায় ঈশ্বরের মহিমা গান করিতে লাগিলেন।

আনন্দে আত্মহারা হইয়া যখন তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন তখন বহুজন এই কলরব শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত নানাভাষাবাদী এই জনমণ্ডলী যখন এই যিহূদীদিগের মুখে আপনাদের মাতৃভাষায় ঈশ্বরের স্তবগান শ্রবণ করিল তখন তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল তাহারা বুঝিতে পারিল না। কেহ কেহ বলিল, এই ব্যক্তিরা অতিমাত্রায় দ্রাক্ষারস পান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছে।

তখন পিতর সমাগত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাহারা যে নানা ভাষায় উচ্চারিত স্তব গান শ্রবণ করিতেছে তাহা পানমত্তের প্রলাপ নহে, কিন্তু আজ তাহাদের সাক্ষাতে ভাববাদী যোয়েলের বাণী সফল হইয়াছে। নাসরতীয় যীশু বহু আশ্চর্য্য ক্রিয়া সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন

যে তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত ব্যক্তি ; কিন্তু তাঁহাকেই যিহূদী মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ক্রুশবিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছে ; তিনি মৃত্যুর বন্ধন ছেদন করিয়া পুনরুত্থান করিয়াছেন, এবং স্বর্গে আরোহণ পূর্ব্বক তিনিই তাঁহার ভক্তদের উপর তাঁহার পবিত্র আত্মা সেচন করিয়াছেন ; এইরূপে ক্রুশবিদ্ধ যীশু প্রভু ও খ্রীষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

পিতরের বাক্য জনতার হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহারা তখন প্রশ্ন করিল 'তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি ?' পিতর উত্তর করিলেন 'তোমরা অনুতাপ পুরঃসর যীশু খ্রীষ্টের নামে দীক্ষা গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমরাও পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হইবে'। সেই দিন প্রায় তিন সহস্র লোক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল।

পঞ্চাশত্তমী দিনে জগতের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা হইল। খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত হইল ; যে নবজীবন সম্বন্ধে খ্রীষ্ট কত উপদেশ দিয়াছেন, সেই নবজীবন তাহাদের লাভ হইল। শাখা যেরূপ বৃক্ষের প্রাণরসধারায় পুষ্ট ও বৃক্ষের সহিত সংযুক্ত, তাহারাও তেমনি খ্রীষ্টের সহিত পরম ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হইল। খ্রীষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন, এবং কতিপয় ব্যক্তিকে সেই রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে খ্রীষ্টের কাথলিক মণ্ডলীর জন্ম হইল। সাধু পৌল খ্রীষ্টমণ্ডলীকে খ্রীষ্টের দেহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; তিনি বলেন, খ্রীষ্ট স্বয়ং এই দেহের মস্তক এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বিশাল মহীরুহ উৎপন্ন হয়, তেমনি এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে এবং যুগে যুগে দেশে দেশে খ্রীষ্টের এই বাণী সার্থক করিবে, 'আমি উর্দ্ধে উত্তোলিত হইলে নিখিল মানবকে আমার দিকে আকর্ষণ করিব'।

কিন্তু খ্রীষ্ট মণ্ডলীর বিজয় যাত্রার ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে উহার প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বয়ং খ্রীষ্টের শিক্ষা আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথম অধ্যায়

কাথলিক মণ্ডলী সম্বন্ধে খ্রীষ্টের শিক্ষা

(১)

মণ্ডলী পৃথিবীতে স্থাপিত স্বর্গরাজ্য। খ্রীষ্ট তাঁহার মণ্ডলীকে সাধারণতঃ 'স্বর্গরাজ্য' বা 'ঈশ্বরের রাজ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পীলাতকে বলিয়াছিলেন, 'আমার রাজ্য এ জগতের নয়।' তিনি যে রাজ্যের অধীশ্বর সে রাজ্য আধ্যাত্মিক। (যোহন ১৮শ, ৩৬—৩৭)। অতএব সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাজা পৃথিবীতে আসিয়া বলিতে পারিলেন, 'দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই (লূক ১৭শ, ২১) এবং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের নিকটে উপস্থিত' (লূক ১১শ, ২০)। ঈশ্বরের কৃপাগুণে এ রাজ্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ। পশু যেরূপ পশুজগৎ হইতে উচ্চতর মানবজগতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, তেমনি মানুষ ও স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে কিম্বা সাধনা বলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মানুষ তবে কিরূপে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে ?

(২)

জল ও পবিত্র আত্মার দীক্ষাই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ লাভের নির্দ্দিষ্ট উপায়। স্বর্গারোহণের অনতিকাল পূর্ব্বে খ্রীষ্ট প্রেরিতবর্গকে আদেশ দিয়াছিলেন, 'তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।' তিনি আরও বলিয়াছিলেন, 'যে বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্মিত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে।' (মথি ২৮শ, ২৯। মার্ক ১৬শ, ১৬)।

পুরাতন নিয়মের ব্রহ্মবাদিগণ বহু পূর্ব্বেই এই দীক্ষাস্নানের কথা বলিয়াছিলেন। (যিহিস্কেল, ৩৬শ, ২৫—২৭। সখরিয় ১৩শ, ১। যোয়েল

২য়, ২৮—৩২)। যিহূদীধর্ম্মের প্রক্ষালন ক্রিয়া এবং সাধু যোহন বাপ্তাইজকের বাপ্তিস্ম খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নানের ভবিষ্যদ্বাণী। সাধু যোহন তাঁহার নিজের বাপ্তিস্ম এবং খ্রীষ্টিয়বাপ্তিস্মের প্রভেদ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন :— 'আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্ত্তনার্থে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু যিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা মহান্; আমি তাঁহার পাদুকা বহনেরও অযোগ্য; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তিস্মিত করিবেন'। (মথি ৩য় ১১)। আরোহণ দিনে খ্রীষ্ট নিজেই প্রেরিতদিগকে এই প্রভেদ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, 'যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে'। (প্রেরিত ১ম, ৫)।

একবার নিকদীম নামে একজন যিহূদী ধর্ম্মগুরুকে খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, 'নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না'··· 'জল ও আত্মা হইতে জন্ম প্রাপ্ত না হইলে কেহ ঈশ্বরের বাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; শরীর হইতে যাহা জন্মে তাহা শরীরই এবং আত্মা হইতে যাহা জন্ম লাভ করে তাহা আত্মাই' (যোহন ৩য়, ৩—৭)। অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে জন্মগ্রহণ শারীরিক জন্ম নহে, উহা আত্মিক জন্ম. শারীরিক জন্মদ্বারা আমরা মানব জগতে প্রবেশ করি, ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নূতন আত্মিক জন্ম আবশ্যক।

অতএব খ্রীষ্ট স্থাপিত দীক্ষাস্নান বাহ্যিক চিহ্ন মাত্র নহে; ইহা দ্বাবা আমরা অপূর্ব্ব নূতন জীবন লাভ করিয়া এক নূতন জগতে প্রবিষ্ট হই অর্থাৎ খ্রীষ্টের আত্মিক রাজ্য বা মণ্ডলীভুক্ত হইয়া থাকি। নিকদীম এ শিক্ষার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পাবিলেন না, প্রেরিতেরাও পেন্তিকষ্টের পূর্ব্বে পারেন নাই; কিন্তু পবিত্র আত্মা তাঁহাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইলে পর তাঁহারা ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। (প্রেরিত ২য়, ৩৮। ১ করিন্থ ১২শ, ১৩। গালাতীয় ৩য়, ২৭, ২৮। তীত ৩য়, ৪—৬। রোমীয় ৬ষ্ঠ, ৩—৪)।

(৩)

বাপ্তিস্ম দ্বারা যে নবজীবন লব্ধ হয় তাহার তুলনায় সংসারের সকল সুখসম্পদ অকিঞ্চিৎকর। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে এই স্বর্গীয় জীবন লাভের জন্য আবশ্যক হইলে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করাও শ্রেয়ঃ।

'স্বর্গরাজ্য ক্ষেত্র মধ্যে গুপ্ত এমন ধনের সদৃশ, কোন ব্যক্তি যাহার সন্ধান পাইয়া তাহা গোপন করে এবং সানন্দে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে'।

'স্বর্গরাজ্য বহুমূল্য মুক্তা অন্বেষণকারী বণিকের তুল্য যে একটী মহামূল্য মুক্তার সন্ধান পাইয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে।' (মথি ১৩শ, ৪৪—৪৬)।

ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিতে খ্রীষ্ট বহুজনকে আহ্বান করিয়া থাকেন।

(৪)

বাপ্তিস্মে যে নবজীবন দত্ত হয় তাহা খ্রীষ্টেরই জীবন। এ বিষয়ে খ্রীষ্টের শিক্ষা সাধু যোহনের সুসমাচারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

'পিতা আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন,...তিনি সত্যস্বরূপ আত্মা ;...তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন এবং তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি,...আমি জীবিত আছি, তজ্জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে।' (যোহন ১৪শ, ১৬—১৯)।

অর্থাৎ খ্রীষ্টের আত্মা তাঁহার শিষ্যদের অন্তরে বাস করিতে আসিবেন এবং খ্রীষ্ট স্বর্গে যে জীবন যাপন করেন শিষ্যেরাও সেই জীবনে সঞ্জীবিত হইবে।

এই নবজীবন দান সম্বন্ধে খ্রীষ্ট আবার বলিতেছেন, 'আমি দ্রাক্ষালতা,

তোমরা শাখা ; যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি সে ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয় ; কেননা আমাভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।' (যোহন ১৫শ, ৫)।

অর্থাৎ, শাখা যেরূপ বৃক্ষের সহিত যুক্ত থাকে, তেমনি শিষ্যগণকেও খ্রীষ্টের সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে। শাখা যেরূপ বৃক্ষ হইতে জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া সজীব থাকে তেমনি শিষ্যগণও খ্রীষ্ট হইতে স্বর্গীয় জীবন লাভ করে এবং তাহার বলে চরিত্রে ও কর্ম্মে খ্রীষ্টের তুল্য হইতে পারে।

এক শমরীয় রমণীকে খ্রীষ্ট অনন্তজীবনপ্রদ জলের কথা বলিয়াছিলেন, যে জলপান করিলে মানবের সকল তৃষ্ণা দূর হইয়া যায় ; আবার যিরূশালেমে তিনি একবার সেই একই কথা বলিয়াছিলেন,—'কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক ; যে আমাতে বিশ্বাস করে তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী প্রবাহিত হইবে।' (যোহন ৭ম, ৩৭, ৩৮,)। সাধু যোহন খ্রীষ্টের এই বাণীর অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন,—'তাঁহাতে বিশ্বাসকারা যে আত্মাকে প্রাপ্ত হইবে সেই আত্মার সম্বন্ধেই তিনি এই কথা কহিলেন ; কারণ তখনও পবিত্র আত্মা দত্ত হন নাই, কারণ তৎকালে যীশু মহিমান্বিত হন নাই।' (যোহন ৭ম, ৩৯)।

স্বর্গারোহণে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হইলেন। তৎপরে পেন্তিকষ্ট দিন হইতে তিনি স্বীয় আত্মা মানুষকে দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই আত্মা তৎপূর্ব্বে বাহির হইতে মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, এখন মানবের অন্তরে অবিস্থিতি করিয়া শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিলেন। এই জন্যই পবিত্র আত্মার অবতরণের ফলে বিশ্বাসীদিগের জীবনে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা গেল ; যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে শক্তিহীন ও ভয়বিহ্বল ছিলেন, তাঁহারাই এখন নির্ভয়ে খ্রীষ্টনাম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বাক্যের প্রভাবে শত শত লোক খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইল, তাঁহারা অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করিতে

লাগিলেন, এবং রাজরোষ লোকভয় এমন কি মৃত্যুর বিভীষিকাও তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইলেন।

(৫)

রাজপুত্রের বিবাহ (মথি ২২শ, ১—১৪) এবং মহাভোজের (লূক ১৪শ ১৫—২৪) রূপকদ্বারা খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন যে তাঁহার মণ্ডলী সর্ব্ব মানবের জন্য। খ্রীষ্ট জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে তাঁহার মণ্ডলীতে আসিয়া নবজীবন গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন; অজ্ঞতা কিম্বা সাংসারাসক্তি বশতঃ লোকে এ আহ্বানে কর্ণপাত করে না। যিহূদীরা মনে করিত যে তাহারাই ঈশ্বরের একমাত্র মনোনীত জাতি এবং জগতের অপরাপর জাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে চিরকাল বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু খ্রীষ্ট বলিলেন 'এই খোঁয়াড়ের মেষ ছাড়া আমার আরও মেষ আছে, সে সকল আমাকে সংগ্রহ করিতে হইবে; তাহারা আমার রবে কর্ণপাত করিবে; এইরূপে একমাত্র পালকের অধীন এক মেষপাল হইবে (যোহন ১০ম, ১৬)। অর্থাৎ খ্রীষ্টের মণ্ডলী কেবল যিহূদী জাতির পরিত্রাণের জন্য নহে; খ্রীষ্ট সর্ব্বজাতি হইতে বিশ্বাসী লোকদিগকে সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মণ্ডলীতে আনয়ন করিবেন এবং তাহাদিগকে পরিত্রাণ দান করিবেন। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা গিয়া সর্ব্বজাতিকে শিষ্য কর; পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে দীক্ষিত কর।' (মথি ২৮শ, ১৯)। 'তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকট সুসমাচার প্রচার কর'। (মার্ক ২৬শ ১৫—১৬)।

(৬)

খ্রীষ্টপ্রদত্ত নবজীবনের উপযুক্ত ব্যবহার না করিলে উহাদ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা যায় না। 'তালন্ত' এবং দশটি মুদ্রার রূপকে তিনি এ কথা সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। (মথি ২৫শ, ১৪—৩০। লূক ১৯শ, ১২—২৬)।

য়িহূদীরা ভাবিত ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বলিয়া তাহাদের পরিত্রাণ লাভ অনিবার্য্য। খ্রীষ্টশিষ্যগণ যেন এরূপ মারাত্মক ভ্রমে পতিত না হয়, এজন্য খ্রীষ্ট নানা উপদেশে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বাপ্তিস্মিত সকলকেই তিনি মণ্ডলীভুক্ত করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় জীবন দান করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু যাহারা এই জীবন লাভ করিয়া তাহার সদ্ব্যহার না করে, অর্থাৎ পাপ, স্বার্থপরতা ও অপ্রেম জয় কবিতে চেষ্টা না করে, তাহারা মণ্ডলী হইতে অবশেষে বিতাড়িত হইবে; এবং যেরূপ বিশ্বাসঘাতক য়িহূদার পদ মত্তথিয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তেমনি তাহাদের স্থানও অপরে অধিকার করিবে।

(৭)

আমাদের জীবন ধারণের জন্য যেরূপ প্রতিদিন নিয়মিতরূপে খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক, তেমনি খ্রীষ্টের মণ্ডলীভুক্ত ব্যক্তিদের নব আত্মিক জীবন পোষণের জন্যও আত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন আছে। খ্রীষ্ট বলেন তাঁহার আত্মিক শরীর ও রক্তই সেই খাদ্য। ‘আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে; কেহ যদি এই খাদ্য ভোজন করে তবে সে অনন্তজীবী হইবে; যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে সে আমাতে অবস্থিতি করে এবং আমি তাহাতে অধিষ্ঠান করি। যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং পিতার গুণে আমি জীবিত আছি, তদ্রূপ যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমার গুণে জীবিত থাকিবে।’ (যোহন ৬ষ্ঠ, ৫১—৫৭)।

মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রিতে খ্রীষ্ট যে সাক্রামেন্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন প্রধানতঃ সেই সাক্রামেন্ত দ্বারাই তিনি স্বীয় আত্মিক শরীর ও রক্ত বিশ্বাসীদিগকে দান করিয়া থাকেন। মণ্ডলীভুক্ত নরনারী যেন ক্রমশঃ কর্ম্মে ও চরিত্রে খ্রীষ্টের অনুরূপ হইতে পারে এই নিমিত্ত তিনি এই সাক্রামেন্তে

তাহাদিগকে নিত্য নূতনভাবে তাঁহার নিজের জীবন দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(৮)

এই রূপে নানাভাবে খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন যে তাঁহার মণ্ডলীর অভ্যন্তরে স্বর্গীয় জীবন আছে এবং আধোলোকের শক্তি মণ্ডলীর সত্য ও পবিত্রতা বিনাশ করিতে পারিবে না এবং মণ্ডলী অবশেষে সকল শত্রুর উপর জয় লাভ করিবে।

খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 'মণ্ডলীর পবিত্র জীবন এইরূপ, যেন কোন ব্যক্তি ভূমিতে গোপনে উত্তম বীজ রোপণ করিয়া চলিয়া গেল এবং ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।' (মার্ক ৪র্থ, ২৬—২৭)

অথবা মণ্ডলীর জীবন তাড়ীর সদৃশ যাহা কোন রমণী ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে সমুদয় ময়দা তাড়ীময় হইয়া উঠিল। (মথি ১৩শ, ৩৩)। পেন্তিকষ্ট দিনে এই তাড়ী অর্থাৎ এই জীবন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং সেই দিন হইতে উহা এই জগতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে, কুরীতি-নীতির ধ্বংস সাধন করিয়া এবং পবিত্রতা ও কর্ত্তব্যের নব-প্রেরণা সঞ্চার করিয়া মানব সমাজকে উন্নত করিতেছে।

(৯)

খ্রীষ্টের মণ্ডলী মানবসমষ্টি, ইহা একটি দৃশ্য সমাজ। সংসারের লোক এই মণ্ডলীকে দেখিয়া চিনিতে পারে; যেমন লোকে যীশুকে চিনিতে পারিয়াছিল এবং কেহবা তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিল কেহবা ঘৃণা করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার মণ্ডলীকেও লোকে দেখিতে ও চিনিতে পারিবে, কেহবা ইহাকে ভালবাসিবে, কেহবা ইহাব প্রতি অত্যাচার করিবে, ও ইহার বিনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইবে।

বীজবাপকের রূপক দ্বারা খ্রীষ্ট শিক্ষা দিলেন যে এই সংসারের ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করেন—সে বীজ তাঁহার নিজের জীবন; কিন্তু ভূমির

তারতম্য অনুসারে ফলেরও তারতম্য দেখা যায়; মানুষের হৃদয় সংসারের সুখ-সম্পদ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকিলে খ্রীষ্টের জীবনদান ব্যর্থ হয়, কিন্তু যাহারা সরল চিত্তে এই জীবন গ্রহণ করে ও ইহার প্রেরণা প্রতিরোধ না করে, তাহারা খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পদবান হইয়া উঠে। এই জন্যই খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে একদিকে যেমন অতি উন্নতচরিত্র সাধক দৃষ্ট হয়, তেমনি অপরদিকে ভয়ানক পাপীও দেখা গিয়া থাকে। (মথি ১৩শ, ১—৮)

শ্যামাঘাসের রূপকদ্বারা খ্রীষ্ট শিক্ষা দিলেন যে যদিও তিনি মানব হৃদয়ে তাঁহার স্বর্গীয় জীবন রোপণ করেন, তথাপি ঈশ্বর ও মানবের শত্রু মানুষের অন্তরে কুবীজ রোপণ করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। এই জন্যই খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে এবং প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে সু এবং কু এই দুয়ের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই জন্যই খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে বিচার দিন পর্য্যন্ত ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোক দেখা যাইবে। (মথি, ১৩শ ২৪ — ৩০)

সর্ষপবীজের রূপকদ্বারা খ্রীষ্ট শিক্ষা দিলেন যে প্রারম্ভে মণ্ডলী অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য হইলেও কালক্রমে বৃহদায়তন হইবে।

মণ্ডলীকে খ্রীষ্ট একটি সুবৃহৎ মেষপালের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, একই পালকের অধীনে বহু জন আসিয়া এই মণ্ডলীতে মিলিত হইবে। আবার খ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে তাঁহার মণ্ডলী পর্ব্বতোপরি স্থাপিত নগরীর মত; এই মণ্ডলী সকল মানবের প্রত্যক্ষীভূত হইবে, এবং ইহার জ্যোতিঃ চারিদিকের অন্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।

রাজা যেমন তাঁহার রাজ্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, খ্রীষ্টও সেইরূপ মণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ লোককে ক্ষমতা দিয়া থাকেন। 'কোন ব্যক্তি যেন আপন বাটী ছাড়িয়া দাসগণকে ক্ষমতা দিয়া ও প্রত্যেকের কার্য্য নিরূপণ করিয়া

এবং দ্বারীকে জাগ্রত থাকিতে আদেশ করিয়া বিদেশে প্রবাস করিতেছেন।' (মার্ক ১৩শ, ৩৪) অর্থাৎ খ্রীষ্টের মণ্ডলী একটী সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত গৃহের সদৃশ।

(১০)

খ্রীষ্টের ন্যায় তাঁহার মণ্ডলীকেও এই সংসারে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে। 'মনে করিও না আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি ; শান্তি দিতে নয় কিন্তু খড়্গ দিতেই আসিয়াছি। আমি পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার এবং শাশুড়ীর সহিত বধূর বিরোধ জন্মাইতে আসিয়াছি।' (মথি ১০ম, ৩৪—৩৯)। খ্রীষ্ট স্বয়ং পাপ ও দুর্নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতে গিয়া লোকের বিবাগভাজন হইয়াছিলেন এবং নানা দুঃখ যাতনা ভোগ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। তেমনি যাহারা খ্রীষ্টের জীবন লাভ করিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে, তাহাদিগকেও এ সংসারে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। এই জন্য খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, 'কেহ যদি আমার অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আত্মত্যাগ করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং আমার পশ্চাতে আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করে সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করে সেই তাহা রক্ষা করিবে' (মথি ১৬শ, ২৪—২৫)

(১১)

প্রেরিতগণই প্রধানতঃ খ্রীষ্টের মণ্ডলীর ভিত্তি। স্বর্গরাজ্যের শুভ সমাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াই খ্রীষ্ট কতিপয় শিষ্যকে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার জন্য এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন ; এইরূপ বারজন শিষ্যকে তিনি 'প্রেরিত' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। জনসাধারণকে তিনি অনেক সময় রূপক দ্বারা শিক্ষা দিতেন, কিন্তু এই প্রেরিতবর্গের নিকট তিনি সরল কথায় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিতেন। অবশেষে ইহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ শিমোন পিতর যখন তাঁহাকে খ্রীষ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেন তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি পিতর, আর এই প্রস্তরের উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব'। এ স্থলে 'প্রস্তর' অর্থে স্বয়ং সাধু পিতরকে বুঝাইতে পারে, অথবা 'আপনি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র' পিতরের এই বিশ্বাস স্বীকারকেও বুঝাইতে পারে। সে যাহা হউক পিতর সর্ব্বাগ্রে এই বিশ্বাস স্বীকার করিলেও তিনি একাই মণ্ডলীব ভিত্তি নহেন, অন্যান্য প্রেরিতগণও এই গৌরবের অধিকারী, কারণ তাঁহারাও পরে সাধু পিতরেরই ন্যায় খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্বীকার করিয়াছিলেন।

বহু বৎসর পরে সাধু যোহন তাঁহার 'প্রকাশিত বাক্যে' কাথলিক মণ্ডলী সম্বন্ধে এই দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—'নগরের প্রাচীর দ্বাদশ ভিত্তিমূল বিশিষ্ট, সে গুলিতে মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম আছে।' (প্রকাশ, ২১শ, ১৪)। সাধু পৌলও বলিয়াছেন, 'তোমরা প্রেরিত ও ভাববাদীগণের ভিত্তিমূলের উপর সংগ্রথিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট।' (ইফিষ, ২য়, ২০)।

খ্রীষ্ট সাধু পিতরকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি সকল প্রদান করিব, তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু আবদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গেও আবদ্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবে স্বর্গেও তাহা মুক্ত হইবে'। (মথি ১৬শ, ১৯) কিন্তু পরে এই একই ক্ষমতা অন্য প্রেরিতগণকেও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। (মথি, ১৮শ, ১৮)। পুনরুত্থানের পরে খ্রীষ্ট সমগ্র প্রেরিত সমাজকেই বলিয়াছিলেন, 'পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর; তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে তাহাদের পাপ মোচিত হইবে, যাহাদের পাপ রাখিবে তাহাদের পাপ রাখা যাইবে।' (যোহন ২০শ, ২২—২৩)

তাঁহার দুঃখভোগের অব্যবহিত পূর্ব্বে খ্রীষ্ট এই প্রেরিতগণের সঙ্গে পাস্কাভোজ ভোজন করিলেন এবং তাঁহার আত্মবলিদান স্মরণার্থ পবিত্র

সাক্রামেন্ত সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদেরই হস্তে ইহার ভার সমর্পণ করিলেন। ইহার পর তাঁহার মণ্ডলীর নিমিত্ত তাঁহার অপূর্ব্ব প্রার্থনা নিবেদন করিলেন; এইরূপে তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় তাঁহাদের কাছে প্রকাশ করিলেন।

যদিও তাঁহার দুঃখভোগের সময় তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তথাপি পুনরুত্থানের পর তিনি চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাছে স্বীয় পুনরুত্থিত জীবনের মহিমা প্রকাশ করিলেন, তাঁহাদের দুর্ব্বল বিশ্বাস সুদৃঢ় করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা মণ্ডলীতে যে কার্য্য করিবেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। পবিত্র আত্মার অবতরণের পর প্রেরিতগণ যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা হইতেই খ্রীষ্টের এই সকল শিক্ষার অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারি।

(১২)

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসসূত্রে মণ্ডলীকে 'এক, পবিত্র, কাথলিক ও প্রৈরিতিক', বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; এই কয়েকটি বিশেষণে মণ্ডলী সম্বন্ধে খ্রীষ্টের শিক্ষা ও অভিপ্রায়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

(১) মণ্ডলী এক: খ্রীষ্ট একটি মাত্র মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন; এই মণ্ডলীকে তিনি 'আমার মণ্ডলী' বলিয়াছেন। যেরূপ অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহযোগে এক মানবদেহ, তেমনি খ্রীষ্টের জীবনে সঞ্জীবিত বহু নরনারীকে লইয়া খ্রীষ্টের এক দেহ বা মণ্ডলী। সাধু পৌল বলিয়াছেন, 'যেমন দেহ এক, কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং সেই অনেক অঙ্গের সমষ্টিতে এক দেহ হয়, তেমনি খ্রীষ্ট। ফলতঃ আমরা যিহূদী হই কি গ্রীক হই, দাস হই কি স্বাধীন হই, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে একই আত্মা হইতে পান করিয়াছি।' (১ করিন্থ ১২শ, ১২—১৩)

মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্ট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতা যেমন তুমি আমাতে এবং আমি তোমাতে, তেমনি

তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।' (যোহন ১৭শ, ২১)

(২) মণ্ডলী পবিত্র: যদিও মণ্ডলীর মধ্যে বহু অসৎ লোক আছে তথাপি মণ্ডলী পবিত্র, কারণ মণ্ডলী খ্রীষ্টের পবিত্র জীবনে অনুপ্রাণিত। মণ্ডলী এই জগতে তাড়িব সদৃশ; ক্রমে ক্রমে সকল পাপ অনুষ্ঠান ও মিথ্যা ধর্ম্ম জয় করিয়া মণ্ডলী সমগ্র মানব জাতিকে প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

খ্রীষ্ট যেরূপ বহু পরীক্ষা ও যাতনা সহ্য করিয়া অবশেষে বিজয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহার মণ্ডলীকেও সেইরূপ এই জগতে বহু পরীক্ষা ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে; অবশেষে বহু যুগের পরীক্ষা ও অত্যাচার দ্বারা সংশোধিত হইয়া মণ্ডলী সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইবে।

(৩) মণ্ডলী কাথলিক: সমগ্র মানব জাতিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য শিক্ষা দিতে এবং পূর্ণ পরিত্রাণ প্রদান করিতে মণ্ডলী সমর্থ, এই জন্য মণ্ডলীকে কাথলিক বলা হয়। 'তাঁহার (আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের) অভিপ্রায় এই যেন নিখিল মানব পরিত্রাণ ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়' (১ তীম ২য়; ৪); অতএব তিনি এইরূপ একটী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিলেন যদ্দ্বারা সর্ব্বমানব সত্যজ্ঞান ও পবিত্রাণ লাভে সমর্থ হয়। মণ্ডলী আদি হইতেই কাথলিক, কারণ মণ্ডলীর মস্তক স্বয়ং খ্রীষ্ট, যিনি সর্ব্বমানবকে পরিপূর্ণ পরিত্রাণ প্রদান করিতে পারেন। 'তাঁহার সেই পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে প্রাপ্ত হইয়াছি' (যোহন ১ম; ১৬); সাধু পিতর বলিয়াছেন, "আর কাহারও নিকট পরিত্রাণ নাই, আকাশমণ্ডলের নিম্নে মানবকে অন্য কোন নাম প্রদত্ত হয় নাই যদ্দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি" (প্রেরিত ৪র্থ; ১২)। খ্রীষ্টের মণ্ডলী যে দেশেই উপস্থিত হয়, সে দেশের সর্ব্বজনকে পরিপূর্ণ পরিত্রাণ গ্রহণ করিতে মণ্ডলী আহ্বান করিয়া থাকে; সর্ব্বত্রই মণ্ডলী কাথলিক, অর্থাৎ সর্ব্বমানবের পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা।

(৪) মণ্ডলী প্রৈরিতিক :—খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ মণ্ডলীর ভিত্তি এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের নিখিল মানবের নিকট মণ্ডলী পরিত্রাণ বিতরণ করিবার জন্য প্রেরিত বলিয়াই মণ্ডলীকে প্রৈরিতিক আখ্যা প্রদান করা হয়। আদি হইতেই মণ্ডলী খ্রীষ্টের আদেশানুসারে দেশে দেশে তাঁহার পরিত্রাণ ঘোষণা ও রাজ্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে; যে পর্য্যন্ত নিখিল মানব এই পবিত্রাণের অধিকারী না হয় সে পর্য্যন্ত মণ্ডলীব এই ব্রত সিদ্ধ হইবে না। সত্য বটে বহু মানব ইহজগতে এই পরিত্রাণের তত্ত্ব অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু মৃত্যুর পরপারে এই কাথলিক মণ্ডলীই তাহাদের জন্য পরিত্রাণেব বার্ত্তা লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

(১৩)

ইহজগতে সংগ্রাম মণ্ডলীর নিত্যসহচর। পাপাত্মা সমূহ, পাপাসক্ত সংসার এবং আমাদের পুরাতন স্বভাব খ্রীষ্টের উন্নত আদর্শকে ঘৃণা ও ভয় করে বলিয়াই ইহজগতে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংগ্রামের বিরাম নাই। খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁহার পার্থিব জীবনকালে এই ভীষণ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; সুসমাচার খ্রীষ্টের সেই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস।

খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক দেহ বা মণ্ডলীকেও এ জগতে নিরন্তর সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যখনই মণ্ডলী স্বীয় প্রভুর আদেশ পালনে ও আদর্শ রক্ষণে ব্রতী হয়, তখনই সংসারের সর্ব্ববিধ পাপশক্তি উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। আমাদের অন্তরেও আমরা এই সংগ্রামের সাক্ষাৎকার লাভ করি; খ্রীষ্ট-জীবন যাপনের সঙ্কল্প করিলেই অন্তরের পাপকামনা সমূহ এবং সংসার ও পাপাত্মার বিদ্বেষ আমাদের গতিরোধ করিতে উদ্যত হয়।

কিন্তু নিজের জীবনের বহু পরীক্ষা ও মণ্ডলীর জীবনের ঘোরতর সংগ্রাম দর্শনে যেন আমরা বিস্মিত কিম্বা হতাশ না হই; কারণ এইরূপ সংগ্রাম দ্বারাই খ্রীষ্টের বিজয় সম্ভব হইয়া উঠে। খ্রীষ্টের শক্তি সংসার ও পাপের সমগ্র প্রতিকূল শক্তি অপেক্ষা অসীম গুণে শক্তিমান্ এবং সেই শক্তি সম্বল করিয়া মণ্ডলী ও মণ্ডলীভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি খ্রীষ্টের বিজয়কিরীট লাভ করিতে সমর্থ।

মণ্ডলীর ইতিহাস খ্রীষ্টের বিজয় যাত্রারই সাক্ষী; প্রতি যুগেই অনাচার ও পাপের উপর তাঁহার বিজয় লাভ স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছে। সাধু পৌল বলেন, "যে পর্যন্ত না সমস্ত শত্রু তাঁহার পদানত না হয় সে পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করিবেন, যেন অবশেষে ঈশ্বর সর্ব্বেসর্ব্বা হন"। (১ করিন্থ ১৫; ২৫, ২৮); খ্রীষ্টের এই যুগযুগব্যাপী সংগ্রামে তাঁহার সহিত ও তাঁহার নামে যুদ্ধ করিয়াই আমরা আমাদের মানবজন্ম সার্থক করিতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেরিতদিগের ক্রিয়া বিবরণে বিবৃত খ্রীস্টমণ্ডলীর ইতিহাস

(২৯—৬০ খ্রীষ্টাব্দ)

সংসার ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর যুগব্যাপী সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় প্রেরিতদের ক্রিয়া বিবরণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে পেন্তিকষ্ট দিনে মণ্ডলীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থল মহানগরী রোমে সাধু পৌল কর্ত্তৃক খ্রীষ্ট-নাম ঘোষণার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নে এই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

(১)

প্রথম অধ্যায়—সাধু লুক, গ্রন্থের প্রারম্ভে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বর্গারোহণকালে খ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যবর্গকে অঙ্গীকার করিলেন, 'পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হইলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, এবং যিরুশালেমে, যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হইবে।' প্রভুর এই অঙ্গীকার কিরূপে সফলতা লাভ করিল, তাহাই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

(২)

২য় অধ্যায়—৭ম ; ৬০ :—মণ্ডলীর জন্ম ও যিরুশালেমে মণ্ডলীর অপূর্ব্ব বিস্তার লাভ, এই খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

পেন্তিকষ্ট দিনে পরমাশ্চর্য্য অভিজ্ঞান সহযোগে খ্রীষ্টের আত্মা বা জীবন তাঁহার বিশ্বাসী শিষ্যবৃন্দকে প্রদত্ত হইল, এবং এইরূপে এক অভিনব দেহের সৃষ্টি হইল ; এবং খ্রীষ্ট স্বয়ং সেই দেহের মস্তক। বহুজন এই নবজীবনের বিস্ময়কর ফল প্রত্যক্ষ করিয়া এই জীবনলাভের আগ্রহ প্রকাশ করিল,

এবং খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে বাপ্তিস্ম দ্বারা তিন সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব্ব জীবনলাভ করিল। (প্রেরিত ১ ; ১—৪২)

প্রেরিতগণের বাক্যে ও কার্য্যে খ্রীষ্টের শক্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং মণ্ডলী দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। (প্রেরিত ২ ; ৪৩—৩ ; ২৬)

খ্রীষ্টমণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে যিহুদী মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রেরিতগণের কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। (প্রেরিত ৪ ; ১—৩১)

দুইজন সভ্যের পাপাচরণ সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর জীবনে যীশুর শক্তি ও প্রেম নানারূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। (প্রেরিত ৪ ; ৩২—৫ ; ১৬)

প্রধান যাজক ঈর্ষাপরবশ হইয়া প্রেরিতগণকে কারাবদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আশ্চর্য্যরূপে মুক্তিলাভ করিলেন ; যিহুদী মহাসভা বুঝিতে পারিল, যে যীশুর শুভসমাচার প্রচার নিবারণ করা তাহাদের অসাধ্য। (প্রেরিত, ৫ ; ১৭—৪২)। অল্পকাল মধ্যে মণ্ডলী এরূপ বহু সংখ্যক হইল যে প্রেরিতদের পক্ষে মণ্ডলীর সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার বহন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল ; সুতরাং খ্রীষ্ট তাঁহাদিগকে যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ তাঁহারা কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিলেন ; সাধু স্তিফান এই মনোনীত ব্যক্তিদের অন্যতম ; তাঁহার অপূর্ব্ব বিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক শক্তিদর্শনে যিহুদী মণ্ডলীর লোকেরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাকে ধরিয়া বিচারার্থ যিহুদী মহাসভার সমক্ষে উপস্থিত করিল। মহাসভা সাধু স্তিফানের আত্মপক্ষসমর্থন শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। স্বয়ং খ্রীষ্টের প্রতি তাহারা যেরূপ করিয়াছিল, এই খ্রীষ্ট-শিষ্যের প্রতিও তাহারা সেরূপ করিল, তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার কার্য্য ও প্রভাব বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। (প্রেরিত ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়)

(৩)

অষ্টম অধ্যায় ১—২৫ :—যিরুশালেমের বাহিরে সমগ্র যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে মণ্ডলীর বিস্তার।

সাধু স্তিফানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ উৎপীড়নে সমগ্র মণ্ডলী বিধ্বস্ত হইল, এবং মণ্ডলীর লোকেরা যিরুশালেম হইতে বিতাড়িত হইল ; কিন্তু উৎপীড়নের ফল এই হইল যে বিশ্বাসীগণ যিরুশালেমের বাহিরে নানাস্থানে সুসমাচার প্রচারে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়েই সাধু ফিলিপের চেষ্টায় যিহূদিয়ার উত্তরস্থ শমরিয়া অঞ্চলে মণ্ডলী বিস্তার লাভ করিল।

(৪)

অষ্টম অধ্যায় ; ২৬—২৮শ অধ্যায় ; ৩১ :—মণ্ডলীর কাথলিকপ্রকৃতি প্রকাশিত হইল ; এ মণ্ডলী কেবল যিহূদীদের জন্য নহে কিন্তু সর্ব্ব মানবের জন্য ; মণ্ডলী পাশ্চাত্য সভ্যজগতের রাজধানী মহানগরী রোম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

অন্য জাতীয়দের নিকট ফিলিপ প্রেরিত হইলেন (প্রেরিত ৮; ২৬—৩০) মণ্ডলীর উচ্ছেদকারী শৌলের মনঃপরিবর্ত্তন ; ইনই পরে পরজাতীয়গণের প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। (প্রেরিত ৯ ; ১—৩০)

সাধু পিতরের কার্য্যবিবরণ : পরজাতীয়গণ সর্ব্বাগ্রে তাঁহা দ্বারাই পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইল। (প্রেরিত ৯ ; ৩১—১০ ; ১৮)

যিরুশালেমের মণ্ডলী এই বার্ত্তাশ্রবণে আনন্দিত হইলেন ; (প্রেরিত ১১; ১—১৮) আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত মণ্ডলীর বিস্তার লাভ (প্রেরিত ১১; ১৯—৩০) মণ্ডলীর প্রতি হেরোদের অত্যাচার ; সাধু যাকোবের মৃত্যু ও সাধু পিতরের আশ্চর্য্য কারামুক্তি। (প্রেরিত ১২ ; ১—১৯) হেরোদের প্রাণ বিয়োগ এবং মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি। (প্রেরিত ১২ ; ১৯—২৫)

সাধু পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রা : কুপ্রদ্বীপে সুসমাচার ঘোষণা,

গালাতিয়ায় মণ্ডলী স্থাপন; শেষোক্ত মণ্ডলীসমূহের কাছেই তিনি পরে 'গালাতীয় লিপি' প্রেরণ করিয়াছিলেন। (প্রেরিত ১২—১৪ অধ্যায়)

যিরুশালেমে মণ্ডলীর প্রথম মন্ত্রণাসভার অধিবেশন; এই সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে খ্রীষ্টমণ্ডলীভুক্ত হইবার জন্য পরজাতীয়গণের যিহূদীধর্ম্ম ব্যবস্থা পালন আবশ্যক নহে। খ্রীষ্টের আগমনের জন্য যিহূদী জাতিকে প্রস্তুত করাই ঐ ধর্ম্মব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা; সুতরাং তাঁহার আগমনের পরে যিহূদীধর্ম্মব্যবস্থা পালনের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না; সর্ব্বজাতীয় মানব খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে স্বয়ং খ্রীষ্টের নিকট হইতেই পরিত্রাণ গ্রহণ করিতে পারে। (প্রেরিত ১৫; ১—৩৫)

সাধু পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা: গালাতিয়ার মণ্ডলীসমূহ পরিদর্শন এবং তাহাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিবার পর তিনি ঈশ্বর কর্তৃক ইয়োরোপ খণ্ডে প্রেরিত হইলেন। ফিলিপি ও থিষলনিকি নগরে মণ্ডলী স্থাপন করিলেন, আথিনিতে সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং করিন্থে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিলেন; এই সকল স্থানে যিহূদিগণ তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিল, তাহারা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইল, এবং তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিল। (প্রেরিত ১৫; ৩৬—১৮; ২২)

সাধু পৌলের তৃতীয় প্রচার যাত্রা: ইফিষে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি ও তথায় মণ্ডলী স্থাপন; এই মণ্ডলী পরবর্ত্তীকালে সুসমাচার প্রচারের একটী সুদৃঢ় কেন্দ্র গণ্য হইয়াছিল; এখানে সাধু পৌলকে বিলক্ষণ তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। (প্রেরিত ১৮; ২৩—২১; ১৬)

পৌল যিরুশালেমে কারাবদ্ধ হইলেন, পরে কৈসরিয়ায় নীত হইয়া তাঁহার বিচারকদের সমক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন, অবশেষে সুবিচার লাভের আশায় নিরাশ হইয়া রোমে সম্রাট সমক্ষে পুনর্বিচার প্রার্থনা করিলেন। (প্রেরিত ২১; ১৭—২৬ অধ্যায়)

সাধু পৌলের জলপথে রোমযাত্রা, এবং পথিমধ্যে তরণীভঙ্গ (প্রেরিত ২৭ অধ্যায়—২৮; ১৫)

রোমে বন্দী পৌল নির্জ গৃহে থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন; এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত তাহাদের কাছে খ্রীষ্টের পরিত্রাণ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন—এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। (প্রেরিত ২৮; ১৬—৩০)

এ স্থলে মণ্ডলীর ইতিহাসের লূকবর্ণিত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। যিরুশালেমে মণ্ডলীর জন্ম এবং সমস্ত যিহূদিয়া ও শমরিয়ার এবং উত্তরে আন্তিয়খিয়া হইতে এশিয়া মাইনরে, এবং তথা হইতে গ্রীসে এবং অবশেষে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমে মণ্ডলী কিরূপে স্থাপিত হইল, লূকের ইতিহাস পাঠে তাহা আমরা অবগত হই। এই বিজয় যাত্রায় খ্রীষ্ট-মণ্ডলী কিরূপ পদে পদে প্রতিহত হইয়াছিল এবং কিরূপে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল চিত্র সাধু লূক অঙ্কিত করিয়াছেন।

অতঃপর, জগতের সর্ব্বপ্রধান শক্তির সহিত সংগ্রামে আহূত হইয়া মণ্ডলী কিরূপে বিজয়কিরীট লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অপূর্ব্ব কাহিনী আমরা বর্ণনা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

রোমান সাম্রাজ্য

যে সময়ে খ্রীষ্টের কাথলিক মণ্ডলীর জন্ম হয়, তৎকালে যিহূদী জাতির মাতৃভূমি পালেস্তাইন, এবং সমগ্র সভ্য পাশ্চাত্য জগৎ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত। বর্ত্তমানে যে ভূখণ্ড জর্ম্মনী ও রুশিয়া নামে পরিচিত তদ্ব্যতীত ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত দেশই রোমের সম্রাট খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জর্ম্মনি এবং রুশিয়া তখনও বর্ব্বর জাতির বাসভূমি। এশিয়ামাইনর, আর্ম্মানিয়া, মিশর এবং সমগ্র উত্তর

আফ্রিকাও রোমান সম্রাটের পদানত হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাষাবাদী নানা জাতির আবাসভূমি এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রোমান সম্রাট শান্তি ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতালীর অন্তর্গত মহানগরী রোম এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী। যিনি এই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর তাঁহার ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ও পরাক্রম অপ্রতিহত ছিল; প্রজারা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা কবিত, এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই তাঁহার পূজার জন্য মন্দির ও বেদী প্রতিষ্ঠিত হইত।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যিহূদার শাসনকর্ত্তা পন্তিয় পীলাত ইহাদেরই একজন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও নিম্নতন রাজকর্ম্মচারীদের বিচার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রজারা ইচ্ছা করিলে সম্রাটের কাছে পুনর্বিচার দাবী করিতে পারিত। এই প্রকার পুনর্বিচাব প্রার্থনা করিয়াই সাধু পৌল রোমে প্রেরিত হইয়াছিলেন। (প্রেরিত ২৫; ১১)। ভূসম্পত্তির রাজস্ব সম্রাট ধার্য্য কবিতেন; রাজস্বলব্ধ অর্থদ্বারা রাজপুরুষদের প্রাসাদ, বিচারালয়, রাজপথ, সেতু ইত্যাদি নির্ম্মিত হইত, পতিত ভূমির আবাদ হইত, এবং জনসাধারণের আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা করা হইত।

বিপুল সেনা ও নৌবাহিনী বিভিন্ন প্রদেশে সম্রাটের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিত। কোথাও বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে অবিলম্বে সৈন্য বাহিনী তথায় প্রেরিত হইত, এবং ভীষণ নিষ্ঠুরতা সহকারে বিদ্রোহীর দর্প চূর্ণ করিত। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ সাধারণতঃ প্রজাপীড়ক ছিলেন; কিন্তু সম্রাট জানিতে পারিলে তাহাদের সকল অন্যায় অবিচারের প্রতীকার করিবেন এই ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও নিরপেক্ষ সুবিচারে প্রজাবর্গের বিশ্বাস সুদৃঢ় করিবার জন্য সম্রাটও বিলক্ষণ যত্নবান ছিলেন। এই জন্যও প্রজামণ্ডলী সম্রাটকে দেবতার তুল্য জ্ঞান করিত।

(২)

রোমান সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর জন্মকালে রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম অনেকটা বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মেরই অনুরূপ ছিল। পল্লীগ্রামে ও নগরে বহু দেবমন্দির দৃষ্ট হইতে। নানাস্থানে পবিত্র শৈল, প্রস্তর ও বৃক্ষের নিকট প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্টকালে তীর্থযাত্রী নরনারী ইষ্টসিদ্ধির আশায় সমবেত হইত। সেই যুগের একজন বলিয়াছিলেন, 'আমাদের দেশে মানব অপেক্ষা দেবতার সংখ্যাই অধিক।'

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ধর্ম্ম রোমান সম্রাটদিগের একটী বিশেষ অবলম্বন ছিল; বিজিত জাতির ধর্ম্মে তাহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না, বরং তাহাদের চির-আচরিত ধর্ম্ম পালন করিতেই উৎসাহ দিতেন। পালেষ্টাইন অধিকার করিবার পরে সম্রাট আগষ্টাস্ যিহূদী ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক বরং যিহূদী মন্দিরে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং নিজের জন্য বলি উৎসর্গ করাইয়াছিলেন।

শুধু যে বিজিত জাতির ধর্ম্মে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইত না, তাহা নহে; বরং বিজিত প্রদেশ বা নগরীর আরাধ্য দেবগণকে পরম সমাদরে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এইরূপ প্রার্থনা সহকারে আহ্বান করা হইত; 'এই জাতির বা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী যদি কোন দেবতা থাকে, তবে হে দেব, আমরা তোমাকে রোমে আগমন করিতে অনুনয় করি; আমাদের এই মহানগরী, আমাদের মন্দির ও বলিদান পদ্ধতি যেন তোমার প্রীতি সম্পাদন করে; যদি আগমন কর, তবে হে দেব, তোমার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও উৎসব নিরূপিত হইবে আমরা এই অঙ্গীকার করিতেছি।' বিজিত জাতিকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে যে এরূপ করা

হইত তাহা নহে; এই সকল দেবতাকে প্রীত না করিলে সাম্রাজ্যের অকল্যাণ ঘটিতে পারে এইরূপ সংস্কার বশতঃই উহাদিগকে রোমের দেব-সমাজে আসন প্রদান করা হইত। অপর পক্ষে বিজিত প্রদেশ ও নগরীতে রোমানেরা আপনাদের দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিত, কারণ বিদেশে বিজাতীয় লোকের মধ্যে নিরাপদে বসতি করিতে হইলে স্বজাতীয় দেবতার প্রসন্নতা এবং সহায়তা একান্ত আবশ্যক, তাহাদের এইরূপ সংস্কার ছিল।

একটি বিশেষ পূজা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; এই পূজার আরাধ্য দেবতা স্বয়ং সম্রাট। রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সকল প্রজাকেই এই পূজায় যোগ দিতে হইত। সম্রাটপূজাই সাম্রাজ্যকে বিশিষ্ট ঐক্য প্রদান করিত। এই পূজায় যোগদানে অসম্মতি রাজদ্রোহের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে এই সম্রাট-পূজার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই খ্রীষ্টিয়ানদিগকে রাজরোষে পতিত হইয়া অকথ্য যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে এবং ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহুল্য দৃষ্ট হইত; দেবতার সমীপে প্রার্থনা নিবেদন পূর্ব্বক রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশন হইত; এবং সাম্রাজ্যের মহাসভায় আসন গ্রহণের পূর্ব্বে প্রত্যেক সদস্যকে সভা-দেবতার নিকট ধূপ উৎসর্গ করিতে হইত। পারিবারিক জীবনের সকল ব্যাপারের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট ছিল; জন্ম, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ ইত্যাদি জীবনের প্রতি অধ্যায়ের জন্যই বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করা হইত। সেই যুগের জনৈক ইতিবৃত্ত লেখক বলিয়াছেন, 'পান্থশালা, কারাগার, এমন কি গণিকাগৃহেরও বিশেষ দেবতা আছে।'

কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের এইরূপ বাহুল্যসত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মে প্রকৃত অনুরাগ ও আন্তরিকতা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই ধর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল; দেবতারা মানবের মনোভাব সম্বন্ধে উদাসীন, ধর্ম্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম্মেই তাহারা সন্তুষ্ট, উহার ব্যতিক্রমে

তাহারা অপ্রসন্ন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা ইহার ঊর্দ্ধে উঠিত না। সম্ভবতঃ সম্রাট-পূজায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা দৃষ্ট হইত; যেহেতু সম্রাট শান্তি ও সুশৃঙ্খলার বিধানকর্ত্তা, এবং তাঁহার পূজা অবহেলার পরিণাম-ভয়াবহ।

সাম্রাজ্যব্যাপী এই বহুদেব-পূজা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল। কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না যে মাত্র তিন শত বৎসরের মধ্যেই খ্রীষ্ট-মণ্ডলী এই চিরাগত পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু যাহা মানবের কল্পনাতীত তাহাই সত্য হইল। আজ রোম ও গ্রীসের ধর্ম্ম পুরাতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় মাত্র; কতকগুলি প্রাচীন মূর্ত্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজ সেই ধর্ম্মের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমান ভারতের মন্দির, তীর্থ, পীঠস্থান ও পূজা অনুষ্ঠানগুলিও চিরস্থায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর প্রভাবে এক দিন এই সকলও বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

(৩)

সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

পূর্ব্বে যাহারা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে আপনাদের শক্তির অপচয় করিত সে সকল জাতি রোমের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া শান্তি ও সুশৃঙ্খলার অধিকারী হইল বটে, কিন্তু তাহাদের ধন সম্পদ সমস্তই রোম শোষণ করিয়া লইতে লাগিল। সকল প্রদেশের রাজস্বই সম্রাটের ধনভাণ্ডারে প্রেরিত হইত। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশ সম্রাট ও অভিজাতবর্গই উপভোগ করিত, প্রজাসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য মোচনের জন্য উহা নিয়োজিত হইত না। ভূম্যধিকারীগণ যখন দেখিল যে ক্রীতদাসদ্বারা ভূমিকর্ষণ অধিক লাভজনক, তখন স্বাধীন শ্রমিকের পরিবর্ত্তে তাহারা সর্ব্বত্রই ক্রীতদাস নিযুক্ত করিতে লাগিল। ফলে, স্বাধীন শ্রমিকগণ পল্লীগ্রাম ও কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া

জীবিকার অন্বেষণে নগরের দিকে ধাবিত হইল। কালক্রমে সমস্ত প্রধান নগর বিশেষতঃ রোম এই শ্রেণীর লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত কঠোর শ্রমসাধ্য কর্ম্ম ক্রীতদাসদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত বলিয়া অবশেষে কায়িক শ্রমমাত্রই অপমানজনক গণ্য হইতে লাগিল; এবং আলস্যে কালকর্ত্তনই জনসাধারণের প্রধান লক্ষ্য হইল। এইরূপে সাম্রাজ্যের সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল: (১) ধনশালী অভিজাত সম্প্রদায়, (২) মধ্যমশ্রেণী, (৩) ক্রীতদাস।

(১) অভিজাত শ্রেণী।—স্বল্পসংখ্যক হইলেও এই সম্প্রদায় অপরিমিত ধন সম্পত্তির অধিকারী ছিল; ইহাদের বিলাসিতাব অন্ত ছিল না। সম্রাট স্বয়ং এই সম্প্রদায়েব নেতা ও অগ্রণী। সম্রাটের প্রাসাদ আয়তনে, শিল্পচাতুর্য্যে এবং বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির বিবিধ উপকরণে অতুলনীয় ছিল; সাধু পৌলের সমকালীন সম্রাট নিরোর স্বর্ণপ্রাসাদ আয়তনে একটি নগরীর মতই বৃহৎ ছিল, উহার স্তম্ভশ্রেণী অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিযা প্রসারিত ছিল; সম্রাটের অশীতি হস্ত উচ্চ এক প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি সেই প্রাসাদের প্রবেশদ্বার রক্ষা কবিত; প্রাসাদের কক্ষগুলি স্বর্ণমণ্ডিত, এবং কোন কোন প্রকোষ্ঠ বহুমূল্য মণিমাণিক্যে খচিত ছিল। প্রাসাদসংলগ্ন ভূমিতে মনোহর উদ্যান, সুবৃহৎ দীর্ঘিকা এবং সুবিস্তীর্ণ মুক্ত-প্রান্তর বিরাজ করিত।

অভিজাতবর্গ সর্ব্ববিষয়ে সম্রাটের অনুকরণ করিত। সহরের সুবৃহৎ প্রাসাদ ব্যতিরেকে নগরের বহির্দ্দেশে ইহাদের উদ্যানবাটি থাকিত, এবং শত শত ক্রীতদাসদাসী ইহাদের সুখলালসা পরিতৃপ্তিব জন্য জীবনপাত করিত। নিত্য নব উত্তেজনার সন্ধানে ইহাদের জীবন অতিবাহিত হইত, এবং কামনা পরিতৃপ্তির জন্য ইহারা জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হইত। ইহাদের ভোজন-উৎসবের বিরাম ছিল না; এক দিনের সান্ধ্য-ভোজে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করা ইহারা পরম গৌরবের বিষয় জ্ঞান করিত। এই শ্রেণীর রমণীগণও পাপাচারে ও বিলাসিতায় পুরুষদেরই সমকক্ষ ছিল; বিবাহিত জীবনের

মর্য্যাদা ইহারা বিস্মৃত হইয়া ছিল। বিবাহবন্ধন সমাজের এই শ্রেণীর মধ্যে এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে বন্ধুদের মধ্যে পত্নীবিনিময় পর্য্যন্ত সংঘটিত হইত। এই শ্রেণীর রমণীগণ কামাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না। রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রে সাধু পৌল যে বীভৎস পাপাচারের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা রোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র। মানবের ইতিহাসে কোন-সমাজের এরূপ নৈতিক অধোগতি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

(২) মধ্যম শ্রেণী।—ভূমিকর্ষণ-সংক্রান্ত সর্ব্ববিধ কার্য্য যখন ক্রীত-দাস-শ্রেণী দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে লাগিল, তখন এই শ্রেণীর লোকেরা পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের প্রধান নগরীসমূহে, বিশেষতঃ মহা-নগরী রোমে আসিয়া আশ্রয় লইল। ইহারা শারীরিকশ্রমসাধ্য কার্য্যকে নিতান্ত হেয় এবং ক্রীতদাসশ্রেণীর যোগ্য বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। রাজসরকার ইহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য নানাবিধ উৎসব ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিত; কারণ এই শ্রেণীর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলে সাম্রাজ্যে মহা বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারিত। ইহাদের অবসর-বিনোদনের জন্য নাট্যশালায় বীভৎস নাটক, অশ্লীল প্রহসন ও নৃত্যাদির অভিনয় হইত, এবং প্রধান নগরীসমূহে বিরাট রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকের আয়োজন করা হইত। এই প্রকার রঙ্গভূমির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রঙ্গভূমিতে অশ্ব ও রথ চালনার প্রতিযোগীতা হইত এবং তৎসম্পর্কে জুয়া খেলার বিরাম ছিল না। রঙ্গভূমির ক্রীড়া দর্শনের জন্য বিপুল জন সমাগম হইত; রোমের রঙ্গভূমিতে তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার দর্শকের আসন ছিল। রাজ সরকারের ব্যয়ে দর্শকবৃন্দের পানাহারের ব্যবস্থা হইত, এবং ক্রীতদাসগণ এই বিরাট জনমণ্ডলীর মধ্যে খাদ্য ও পানীয় বিতরণে ব্যাপৃত থাকিত।

রঙ্গভূমির সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে হিংস্র পশুর সহিত মানুষের মল্লযুদ্ধ হইত, এবং এই প্রকার মল্লযুদ্ধের জন্য বহুজনকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। মল্লগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রঙ্গভূমির প্রাঙ্গনে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে সম্রাটের আসনের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত: 'সম্রাট, আপনার জয় হউক, আমরা যাহারা মৃত্যু পথের যাত্রী, আমরা আপনাকে প্রণাম করি'। তৎপরে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কিংবা হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারা দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিত; সহস্র সহস্র নরনারী এই নিষ্ঠুর ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিয়া হর্ষধ্বনি করিত, করতালি দিত এবং ভোজন পান করিত। উন্মত্ত জনমণ্ডলী সময় সময় রঙ্গভূমিতে সকল যোদ্ধার প্রাণ বিনাশের পূর্ব্বে যাহাতে ক্রীড়া স্থগিত না হয় তজ্জন্য চীৎকার করিতে থাকিত। আমরা পরে দেখিতে পাইব, এইরূপ ক্রীড়াক্ষেত্রেই হিংস্র পশুর নখদন্তাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বহু খ্রীষ্টিয়ানকে আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইয়াছিল।

কখনও বা সুবিস্তীর্ণ রঙ্গ-ভূমিকে দীর্ঘিকায় পরিণত করিয়া তন্মধ্যে জলযুদ্ধের অভিনয় করা হইত, এবং এইরূপ কৃত্রিম নৌসংগ্রামে সহস্র সহস্র লোক নিহত ও জলমগ্ন হইত।

সাম্রাজ্যের জনসাধারণ কিরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও পশু প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিল এই নিষ্ঠুর ক্রীড়া কৌতুক তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

(৩) ক্রীতদাস শ্রেণী।—সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই দাসত্বপ্রথা সমাজের অঙ্গীভূত ছিল; এই দাসশ্রেণীর নিজস্ব কোনরূপ অধিকার ছিল না; গৃহপালিত পশুর ন্যায় ইহাদিগকে ক্রয় বিক্রয় করা হইত; প্রকৃত পক্ষে দাসগণকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হইত না; প্রভু দাসকে যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিত। অবশ্য মূল্যবান সম্পত্তিজ্ঞানে সাধারণতঃ দাসদিগের প্রতি বিশেষ অসদ্ব্যবহার করা হইত না; পীড়িত ক্রীতদাসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত, কিন্তু আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে কিম্বা বৃদ্ধ ও

অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে প্রভু দাসকে বধ করিতে পারিত। কুপিত প্রভুর বেত্রাঘাতে ক্রীতদাসের প্রাণবিয়োগ ঘটিলেও তাহার কোন প্রতীকার ছিল না; অপরাধী ক্রীতদাসকে ক্রুশবিদ্ধ করিবার অধিকার প্রভুর ছিল। ভূমিকর্ষণ কালে দাসগণ পশুর মত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শ্রম করিত এবং পশুর মতই নির্ম্মমভাবে প্রহারিত হইত।

ধনীদিগের কাহারও কাহারও তিন চারি সহস্র ক্রীতদাস থাকিত; রোম এবং অন্যান্য প্রধান নগরে গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত দাসগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, ইহাদের কেহ কেহ বিলক্ষণ ধন ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিত। কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতি মনিবের হস্তে ক্রীতদাসের দুঃখের সীমা থাকিত না, সামান্য ক্রটীর জন্য অশেষ লাঞ্ছনা এমন কি মৃত্যুভোগ করিতে হইত।

দাসরমণীদের অবস্থাও দাসদের মতই ছিল; প্রভুর খামখেয়ালের উপরেই তাহাদের সকল সুখ দুঃখ নির্ভর করিত; এবং ইহাদের অনেককেই মনিবের লালসাতৃপ্তির জন্য সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইত।

অতএব ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে ক্রীতদাস শ্রেণী সাধারণতঃ নিতান্ত হীন প্রকৃতি, প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী ছিল, এবং পশুর তুল্য নিতান্ত হেয় জীবন যাপন করিত।

(৪)

সমাজের বিভিন্ন স্তরের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইল, উহা অণুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। এই চিত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাম্রাজ্য নৈতিক অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তথাপি এ কথা সত্য যে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীতে এরূপ বহু জন দৃষ্ট হইত যাহারা এই দুর্নীতির স্রোত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, এবং ইহার প্রতীকার ও সংশোধনের জন্য প্রকৃতই লালায়িত ছিলেন।

কিন্তু ঘোরতর মানসিক অশান্তি ও অবসাদ সমাজের সর্ব্ব শ্রেণীর লোককেই নিপীড়ন করিতেছিল। ধনশালী বিলাসপরায়ণ অভিজাত-বর্গের হৃদয়ে শান্তি ছিল না, কারণ লালসা পরিতৃপ্তি দ্বারা মানব হৃদয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি অসম্ভব। মধ্যম শ্রেণীর জীবন কর্ম্মবিহীন সুদীর্ঘ অবসরকে পূর্ণ করিবার জন্য নিত্য নব উত্তেজনার অনুধাবনেই অতিবাহিত হইত; তাহাদের অশান্তি ও অবসাদ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সাম্রাজ্যের প্রচলিত ধর্ম্ম এই লক্ষ্যবিহীন ও লালসাবিক্ষুব্ধ জনমণ্ডলীকে শান্তি ও পরিত্রাণের পথ নির্দ্দেশ করিতে একান্ত অসমর্থ ছিল; যাহা শুধু বাহ্যানুষ্ঠান মাত্র, শত সহস্র দেবদেবীর প্রসন্নতা লাভ বা অসন্তোষ দূরীকরণই যাহার একমাত্র লক্ষ্য এরূপ শূন্যগর্ভ ধর্ম্মাচরণ পরমেশ্বরের সহিত মিলন লাভের জন্য সৃষ্ট মানব হৃদয়কে কিরূপে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি প্রদান করিবে?

সমাজের এই ঘোর দুর্গতির দিনে, সত্য ধর্ম্মের জন্য অস্পষ্ট ও অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা বহুজনের হৃদয়কে পীড়ন করিতেছিল; ইহারা শান্তি লাভের আশায় নব নব ধর্ম্মসাধনপ্রণালী অবলম্বন করিতেছিল। সাম্রাজ্যের বহির্দ্দেশ হইতে যে সকল ধর্ম্ম এ সময়ে মানব হৃদয়ের কাতর আহ্বানে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতেছিল তন্মধ্যে পারস্য হইতে আগত মিথ্রাধর্ম্মই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত কোন কোন বিষয়ে এ ধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। মিথ্রা আলোকের দেবতা, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যস্থলে তাহার বসতি, সুতরাং তিনি দেবতা ও মানবের উপযুক্ত মধ্যস্থ। ধর্ম্মসাধনায় নৈতিক শুদ্ধতার প্রয়োজন এ ধর্ম্ম শিক্ষা দিত এবং মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতে মানবকে আহ্বান করিত। কিন্তু স্ত্রীলোক, দুর্ব্বল পীড়িত ও দুঃখার্ত্তজনের এধর্ম্মে কোন অধিকার ছিল না। ইহার কোন কোন অনুষ্ঠান সাক্রামেন্ত্ নামে অভিহিত হইত। রক্তস্নান এই ধর্ম্মের প্রধান সাক্রামেন্ত্। দীক্ষার্থী একটি গহ্বরে প্রবেশ করিলে পর গহ্বরের

কাষ্ঠাবরণের উপরে একটি বৃষ নিহনন করা হইত, এবং নিহত বৃষের রক্ত-ধারা সেই আবরণের ছিদ্র দিয়া দীক্ষার্থীর উপর পতিত হইত; এই রক্তস্নান দ্বারা দীক্ষার্থীর পাপকালিমা বিধৌত হইত এবং সে এক ভ্রাতৃমণ্ডলীতে প্রবেশলাভ করিত। পরলোক, শরীরের পুনরুত্থান, শেষবিচার এবং স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস, এই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল; এ ধর্ম্মে শাস্ত্রগ্রন্থ, মন্দির, উৎসব ইত্যাদিও নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রচলিত দেবদেবীর প্রতি মিথ্রাধর্ম্মের কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না। সাম্রাজ্যের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষতঃ সৈনিকদিগের মধ্যে এই ধর্ম্ম বিলক্ষণ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উন্নতনৈতিক জীবনের জন্য মানবের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা মিথ্রাধর্ম্ম কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত স্বর্গীয় জীবনের প্রেরণা ছিল না বলিয়াই ইহা কালক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হইল।

(৫)

এই সুবিশাল, প্রবলপ্রতাপ ও পাপাচারে জর্জ্জরিত রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধেই সাধু যোহন বলিয়াছিলেন, 'শয়তানের কবলে ইহার বসতি' (১ যোহন ৫; ১৯)। এই মহাপ্রান্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম বীজরূপে উপ্ত হইল, এবং যখন ইহার প্রকৃতি সাম্রাজ্যের জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হইল, তখন এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে বিনষ্ট করিবার জন্য সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি উদ্যত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই নগণ্য সমাজের অভ্যন্তরে খ্রীষ্টের অবিনাশী জীবন বিরাজ করিতেছিল, তাই প্রবলপরাক্রান্ত রোমের রাজশক্তিকেও কতিপয় শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পর ইহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

(৬)

সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রামকালে মণ্ডলীর অবস্থা

কিরূপে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে খ্রীষ্ট-মণ্ডলী পালেস্তাইন হইতে ক্রমান্বয়ে এসিয়ামাইনর, গ্রীস ও সুদূরবর্ত্তী রোম পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা প্রেরিতদের ক্রিয়াগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মণ্ডলী তখন একটি নিতান্ত নগণ্য ও অজ্ঞাত সমাজ মাত্র; ঐ সকল অঞ্চলের অধিকাংশ লোক তখনও মণ্ডলীর কিংবা খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

প্রেরিতগণ বিভিন্ন স্থানের এই সকল ক্ষুদ্র সমাজের পরিদর্শন করিতেন, বিশ্বাসীদিগকে বিশ্বাসে সুদৃঢ় করিতেন, আবশ্যকমত পত্রাদি দ্বারা তাহাদের নানা সমস্যার মীমাংসা করিতেন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। ধর্ম্মশিক্ষাদান, পুণ্য বাপ্তিস্ম ও পুণ্যসহভাগ সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতেই প্রেরিতগণ, প্রাচীন বা পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন; প্রেরিতদের জীবদ্দশায়ই পুরোহিত শ্রেণীর অধ্যক্ষরূপে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল; ইহারা অনেকটা পরবর্ত্তীকালের বিশপদিগের মত। যিরুশালেমের মণ্ডলীতে সাধু যাকোবের পদ ও ক্ষমতা এই প্রকার ছিল; তীমথিয় ও তীতকে সাধু পৌল এই প্রকার কর্ত্তৃত্বই প্রদান করিয়াছিলেন; ইহারা প্রেরিতদিগের মত, উপযুক্ত লোককে মণ্ডলীর প্রাচীন বা পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিতেন (তীত ১; ৫। ১ তীমথিয় ৪ - ১৪; ৫; ২২। ২ তীমথিয় ১; ৬)। এতদ্ভিন্ন ভাববাদী, সুসমাচার প্রচারক, পালক, শিক্ষক ইত্যাদি পদও মণ্ডলীতে বিদ্যমান ছিল। এই পরিচারকশ্রেণী সম্বন্ধে পরে সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

প্রেরিতদের শিক্ষাগুণে এবং তাঁহাদের নিয়োজিত পরিচারকবর্গের পরিশ্রমের ফলে মণ্ডলী সেই প্রথম যুগে এক অভিনব জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রেরিতগণ মণ্ডলীর সমক্ষে খ্রীষ্টিয় জীবনের অত্যুচ্চ

আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যদিও মণ্ডলীতে পদস্খলন ও পতনের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত, তথাপি বলা যাইতে পারে যে ন-খ্রীষ্টিয়ান সমাজের তুলনায় খ্রীষ্ট-সমাজ অসাধারণ নৈতিক শুদ্ধতা ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই নবীন সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ স্বর্গারূঢ় খ্রীষ্টের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া সত্যই স্বর্গীয় জীবন যাপন করিতেছিল; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর সাহায্য করিত, ন-খ্রীষ্টিয়ান সমাজের অপবিত্র রীতিনীতি ও পৌত্তলিকতার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব বর্জ্জন করিত; ইহারা মিথ্যাকথন, ক্রোধ, ধনলালসা, ঈর্ষ্যা, প্রবঞ্চনা, ও অশুচিতা পরিহার পূর্ব্বক পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের চরিত্রগুণে পৌত্তলিক সমাজকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিল, এবং উন্নতজীবনকামী বহুজন স্বতঃই এই নবীন ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপীড়নের আরম্ভ

খ্রীষ্টিয় ৬১ অব্দের বসন্তকালে প্রেরিত সাধু পৌল রোমে উপনীত হইয়া তথায় বন্দীভাবে দুই বৎসর কাল যাপন করেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহার শিক্ষাগুণে খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্বীকার করে, ফিলিমন তাহাদের অন্যতম। রোমে প্রবাসকালেই সাধু পৌল ইফিষীয়, কলসীয় ও ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত লিপিত্রয় রচনা করেন; ফিলিমন সমীপে লিখিত লিপিখণ্ডও এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। যথা সময়ে মুক্তিলাভ করিয়া সাধু পৌল রোম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুক্তিলাভের পনের মাস পরে খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর প্রতি পরজাতীয় পৌত্তলিকগণের তাড়নার সূত্রপাত হয়।

৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই রোমে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে; নয় দিবস কাল আগুন জ্বলতে থাকে, এবং মহানগরীর অধিকাংশ ভস্মীভূত হইয়া যায়। সম্রাট্ নিরোই মহানগরী পুনঃনির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইবার অভিপ্রায়ে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন; কিন্তু স্থানীয় খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর পক্ষে ইহার ফল অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। জনসাধারণের সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নিরো খ্রীষ্টিয়ানদিগকে এই অগ্নিসংযোগের জন্য অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যদিও প্রাচীন খ্রীষ্টিয়সমাধিগাত্রে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে সেসময় স্বয়ং সম্রাটের পরিবারভুক্ত কেহ কেহ এই নবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি তৎকালে রোমের খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যই নিতান্ত দরিদ্র ছিল, এবং নগরের দরিদ্র পল্লীতেই তাহারা বাস করিত। সম্ভ্রান্ত ও দরিদ্র সকল খ্রীষ্টিয়ানই রাজরোষে পতিত হইল। 'আমার নামের জন্য তোমরা সকলের বিদ্বেষভাজন হইবে'—প্রভুর এই বাণী রোমে সফল হইতে চলিল।

সম্রাটের সনন্দ ব্যতিরেকে কোন ধর্ম্মসমাজ কিংবা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা রোমের আইন বিরুদ্ধ ছিল। যিহূদীরা একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিগণিত ছিল বলিয়া এই আইন অনুসারে তাহাদের ধর্ম্ম নিষিদ্ধ গণ্য হইত না। কিন্তু ভাবাজাতি ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলেই খ্রীষ্ট-সমাজভুক্ত হইতে পারিত, এই জন্য এই ক্ষুদ্র মণ্ডলী জনসাধারণের সন্দেহ উদ্রেক করিতেছিল; যখন দেখা গেল এই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজার ঘোরতর বিরোধী, এবং এক অভিনব রাজা ও রাজ্যের কথা প্রচার করিয়া থাকে, তখন লোকের সন্দেহ বিদ্বেষে পরিণত হইল, ও খ্রীষ্টিয়ানদের গুপ্ত সম্মেলন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানাবিধ কুৎসাও লোকে সহজে বিশ্বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যখন সম্রাট্ নিরো প্রচার করিলেন যে খ্রীষ্টিয়ানেরাই মহানগরী অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছে, তখন লোকে এই অপবাদও অনায়াসে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল।

সম্রাট ঘোষণা করিলেন যে খ্রীষ্টিয়ানদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড। অবিলম্বে মণ্ডলীর প্রতি ভীষণ তাড়না আরম্ভ হইল; সম্রাটের উদ্যান খ্রীষ্টিয়ানদের বধ্য ভূমিতে পরিণত হইল; কেহ বা পশু চর্ম্মে আবৃত হইয়া কুক্কুর দংশনে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ বা ক্রুশবিদ্ধ হইল, কাহারও দেহে আল্‌কাৎরা ও মোম ঢালিয়া দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। সম্রাট স্বয়ং রথারোহণে এই হৃদয় বিদারক অমানুষিক নিষ্ঠুরতার অভিনয় পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনেকে অনুমান করেন যে এই নিষ্ঠুর উৎপীড়নের সময়ে সাধু পৌল স্পেন দেশে ছিলেন; এবং পরে তথা হইতে এশিয়া মাইনর ও গ্রীস দেশস্থ মণ্ডলী সমূহ পরিদর্শন মানসে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে রোমীয় মণ্ডলীর দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া তিনি রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ধৃত ও কারাবদ্ধ হইলেন। এই বন্দিত্ব কালেই তিনি প্রিয় শিষ্য তীমথিয়ের সমীপে তাঁহার শেষ পত্র প্রেরণ করেন। চিকিৎসক লূক তাঁহার কাছে ছিলেন। রোমীয় পৌরাধিকারবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ বা অন্য প্রকারে নির্য্যাতন করা আইন বিরুদ্ধ ছিল; তাই 'অষ্টিয়ান' রাজবর্ত্মে তরবারির আঘাতে সাধু পৌলের শিরশ্ছেদ করা হইল।

রোমীয় মণ্ডলীর ভীষণ দুঃখদুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া প্রেরিত সাধু পিতর ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনিও অবিলম্বে কারাবদ্ধ হইলেন। কথিত আছে যে খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্যে কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি রোম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন; তিনি নগর-তোরণ অতিক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে প্রভু স্বয়ং নগরে প্রবেশ করিতেছেন। পিতর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন?' অমনি উত্তর হইল, 'আমি পুনর্ব্বার তোমার পরিবর্ত্তে ক্রুশবিদ্ধ হইবার জন্য রোমে যাইতেছি।' প্রভুর কথা শুনিয়া পিতরের চেতনা হইল; তিনি

তৎক্ষণাৎ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আদেশ হইল যে তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে; যে প্রভুকে তিনি তিন বার ভয়ে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার তিনি নিতান্ত অযোগ্য, এইরূপ মনে করিয়া পিতর অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহাকে ঊর্দ্ধ পদ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ করা হয়; এ আবেদন গ্রাহ্য হইল; পিতরের পদদ্বয় ক্রুশের শিরোভাগে বিদ্ধ হইল, মস্তক ক্রুশের নিম্নভাগে রহিল; এইরূপে প্রেরিতচূড়ামণি পিতর খ্রীষ্ট-সাক্ষীর বিজয় কিরীট প্রাপ্ত হইলেন।

সম্ভবতঃ ৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সাধু যোহন ব্যতীত অন্যান্য প্রেরিতগণ ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। সাধু আন্দ্রিয় এশিয়া মাইনরে, এবং সাধু ফিলিপ ফ্রিজিয়া দেশের অন্তর্গত হাইরো-পলি নগরে ক্রুশে হত হন; কথিত আছে যে আর্ম্মানিয়াতে তাঁহার গাত্রচর্ম্ম উৎপাটন করিয়া সাধু বর্থলময়কে হত্যা করা হয়; সাধু মথি ইথিয়োপিয়াতে নিরুদ্দেশ হন, এবং সম্ভবতঃ তথায় সাক্ষীর মৃত্যু বরণ করেন। এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে সাধু থোমা ভারতে সুসমাচার প্রচার করিতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সাধু শিমোন ও সাধু যিহুদা পারস্য দেশে নির্য্যাতন ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সাধু মত্তথিয় কাপ্পাদকিয়ায় ক্রুশবিদ্ধ হন; এবং কুপ্রদ্বীপস্থ সালামি নগরে যিহূদীগণ সাধু বার্ণবাকে সমাজগৃহে আবদ্ধ করিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করে।

পঞ্চম অধ্যায়

যিরূশালেমের পতন ও যিহূদী মন্দির ধ্বংস

(১)

যিহূদীরা বিশ্বাস করিত যে তাহারাই পরমেশ্বরের একমাত্র মনোনীত জাতি, তাহারাই একমাত্র সত্য ধর্ম্মব্যবস্থার অধিকারী, এবং এই ধর্ম্মব্যবস্থা পালনেই মানবের পরিত্রাণ; তাহারা আশা করিত যে একদিন ঈশ্বর তাঁহার মশীহকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের জাতির সকল দুর্গতি দূর করিবেন, এবং জগতের জাতি সমাজে তাহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবেন। যতই অন্য জাতীয় বিজেতার উৎপীড়নে তাহাদের জাত্যভিমান ধূলিতে লুণ্ঠিত হইত, ততই মশীহের আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা যিহূদী জাতির অন্তরে প্রবলতর হইয়া উঠিত। মশীহ কি ভাবে দেখা দিবেন সে সম্বন্ধে তাহাদের কল্পনা জল্পনার অন্ত ছিল না; কিন্তু মশীহ আবির্ভূত হইলে যে তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না এবং তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবে, এ সম্ভাবনার চিন্তা কখনও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই।

যথাসময়ে মশীহ অবতীর্ণ হইলেন, তিনি আপন লোকদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, আর যাহারা তাঁহার আপনার, তাহারাই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; যিহূদী মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ বিজাতীয় শাসনকর্ত্তার সাহায্যে তাঁহাকে প্রাণে বধ করিল।

প্রেরিতদের ক্রিয়া বিবরণ পাঠে আমরা অবগত হই যে প্রথমে খ্রীষ্টের শিষ্যবর্গ যিহূদী মণ্ডলীর অন্তর্গত একটি বিশেষ সম্প্রদায় বলিয়াই গণ্য ছিল; সাধারণ যিহূদীদের মতই তাহারা মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিত, যিহূদী ধর্ম্মব্যবস্থা পালন করিত, কেবল যীশুকে মশীহ বলিয়া স্বীকার ও প্রচার করিত ইহাই তাহাদের বিশেষত্ব ছিল। তখনও

তাহারা যিহূদী জনসাধারণের বিদ্বেষ-ভাজন নহে, কেবল মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের ভ্রান্তি যাহাতে বিস্তার লাভ না করে তজ্জন্য তাহাদের যীশু-নাম প্রচারে বাধা দিতেন।

কিন্তু সাধু পৌলের অভ্যুদয়ে যিহূদী জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর প্রতি ভাবান্তর দেখা দিল ; সাধু পৌল প্রচার করিলেন যে ধর্ম্মব্যবস্থাপালন দ্বারা পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব, খ্রীষ্টের ক্রুশই মানবের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এবং এই পরিত্রাণে সর্ব্বমানবের সমান অধিকার, এ পরিত্রাণ লাভের জন্য যিহূদী ধর্ম্ম ব্যবস্থা পালনের প্রয়োজন নাই, এবং খ্রীষ্ট-মণ্ডলীই প্রকৃত ইস্রায়েল ও বিশ্বাসী অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর।

ঈশ্বরের মণ্ডলীতে পরজাতীয় পাপীগণ মনোনীত পবিত্র জাতির সমকক্ষ গণ্য হইবে এ অভিনব শিক্ষা যিহূদী জাতির অসহ্য হইল, এবং সর্ব্বত্রই যিহূদী জনসাধারণ খ্রীষ্ট-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল ; প্রেরিতদের ক্রিয়া বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে সর্ব্বত্রই যিহূদীগণ খ্রীষ্ট-নাম প্রচারের প্রধান পরিপন্থী, এবং তাহারাই প্রেরিতদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কুৎসা রটাইয়া পরজাতীয়দিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিত। (প্রেরিত ১৩ ; ৫০। ১৪ ; ১৯। ১৪ ; ২। ১৭ ; ৭ ইত্যাদি)

(২)

এই সময়ে সাধু যাকোব যিরূশালেমস্থ খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ বা বিশপ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; তাঁহার সাধু চরিত্র সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। কথিত আছে যে তিনি এরূপ দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় অতিবাহিত করিতেন যে তাঁহার জানু উষ্ট্রজানুবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছিল। জনসাধারণের উপর যাকোবের আশ্চর্য্য প্রভাব দর্শনে যিহূদী মণ্ডলীর অধ্যক্ষদের ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং তাহারা তাঁহাকে মহাযাজকের কাছে বিচারার্থ উপস্থিত করিল। মহাযাজক তাঁহাকে মন্দিরশীর্ষে স্থাপন করিয়া মন্দির

প্রাঙ্গনে সমবেত জনতার সাক্ষাতে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিতে আদেশ করিলেন। যাকোব বলিলেন, 'যীশুর সম্বন্ধে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট এবং জীবিত ও মৃত সর্ব্ব মানবের বিচারার্থ তিনি পুনরায় আবির্ভূত হইবেন।' এই উত্তরে শত্রুরা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মৃত্যু হইল না; বরং দেখা গেল তিনি ভূপতিত ও গুরুতররূপে আহত হইয়াও সাধু স্তিফানের ন্যায় শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন; যাহারা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতেছিল, একজন যাজক তাহাদিগকে বলিলেন, 'থাম, থাম, দেখ ইনি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন'। কিন্তু তাহাদের কঠিন চিত্ত এ করুণ দৃশ্য দেখিয়াও বিগলিত হইল না: একজন নিকটে গিয়া লগুড়াঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিল।

যিহূদী ঐতিহাসিক যোষেফুষ বলিয়াছেন যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যিরুশালেম ও যিহূদী মন্দির ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

মণ্ডলীর অধ্যক্ষ যখন এ ভাবে নিহত হইলেন তখন খ্রীষ্টিয়ানেরা বুঝিতে পারিল যে যিরুশালেম ধ্বংস সম্বন্ধে খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সময় আসন্ন। তাহারা খ্রীষ্টের উপদেশ অনুসারে যিরুশালেম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কেহ বা পর্ব্বতে কেহ বা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল।

(৩)

পরবশ্যতা যিহূদীরা কখনই সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। তাহাদের উৎকট জাত্যভিমান পৌত্তলিক রোমানদের শাসনে পদে পদে আহত হইত। মশীহের আগমনে পরবশ্যতার দুঃখদুর্গতির অবসান হইবে, এ আশা তাহারা বহুকাল হইতে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল। যীশু-খ্রীষ্ট দ্বারা তাহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের আশা সফল

হইবে, তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে অনেকেই এরূপ মনে করিয়াছিল; কিন্তু যখন তাহা হইল না, তাহারা তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মনের খেদ মিটাইল। একদল লোক বহুকাল হইতেই অধীনতা পাশ ছেদনের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়া ছিল। অবশেষে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিহূদীরা প্রকাশ্যে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। প্রথমে কয়েকটি যুদ্ধে যিহূদীরা জয় লাভ করিল বটে, কিন্তু অবশেষে রোমান সেনাই বিজয়ী হইল।

বিজয়ী রোমান সেনা যিহূদীদিগকে হটাইয়া যিরূশালেমে লইয়া গেল, এবং যিরূশালেম অবরোধ করিল। এরূপ ভীষণ অবরোধের কথা ইতিহাসে কখনও শুনা যায় নাই। লক্ষ লক্ষ লোক নগরে অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, এবং বহু লক্ষ যিহূদী বন্দী দাসরূপে বিক্রীত কিংবা রোমান রঙ্গ-ভূমিতে হিংস্র পশু কর্ত্তৃক নিহত হইবার জন্য প্রেরিত হইল। এই বিদ্রোহের সংবাদ সাম্রাজ্যের নগর সমূহে পৌঁছিলে জনমণ্ডলী স্থানীয় যিহূদী-দিগকে ধরিয়া বধ করিল। পবিত্র নগরী যিরূশালেম নিঃশেষে বিনষ্ট হইল, যিহূদী মন্দির ভস্মীভূত হইল; রোমানেরা মন্দিরের ভিত্তিমূল লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে মন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিল।

এইরূপে খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। (লূক ১৯; ৪৪)

(৪)

যিরূশালেম ও যিহূদী ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ পর্য্যন্ত যিরূশালেমই যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মজগতের পার্থিব কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। কিন্তু এখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে মণ্ডলীর কোন নির্দ্দিষ্ট পার্থিব কেন্দ্র থাকিবে ইহা প্রভুর অভিপ্রেত নহে। কালক্রমে এই গভীর সত্যও তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল যে যেখানেই দুই তিন জন খ্রীষ্টের নামে সমবেত হয়, সেখানেই খ্রীষ্ট উপস্থিত, এবং যেখানে খ্রীষ্ট তাহাই মণ্ডলীর কেন্দ্র; যাহা প্রতিচ্ছায়া মাত্র

এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই; পল্লীগ্রামের অতি জীর্ণ খ্রীষ্টিয় মন্দির ও যিরুশালেমের ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত যিহূদী মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যিহূদী ও পরজাতীয় খ্রীষ্টিয়ানের পার্থক্যও ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হইয়া গেল; কেবল অল্পসংখ্যক যিহূদী খ্রীষ্টিয়ান পরিত্রাণলাভার্থে মোশির ব্যবস্থার আবশ্যকতা সম্বন্ধে গোঁড়ামি করিয়া কাথলিক মণ্ডলীর সহভাগিতা হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিল; ইহারা মণ্ডলীর ইতিহাসে 'ইবিয়োনীয়' নামে পরিচিত।

মণ্ডলীর জীবনে বাস্তবিক এক মহাসঙ্কটকাল উপস্থিত হইল; যিরুশালেম ধ্বংসিত, মন্দির বিলুপ্ত, প্রেরিতগণ ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য নিহত, রোমে মণ্ডলী রাজরোষে বিধ্বস্ত। কেবল প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য সাধু যোহন তখনও জীবিত ছিলেন; এই দুর্দ্দিনে ইনিই মণ্ডলীর কর্ণধার হইলেন।

সাধু যাকোবের আসনে শিমিয়োন যিরুশালেম-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই সাধু তিমথিয় এশিয়ামাইনরে ইফিষের বিশপ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও একবার কোন পৌত্তলিক উৎসবের অনাচারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর পরে সাধু যোহন ইফিষে গিয়া এশিয়া মাইনরের খ্রীষ্টমণ্ডলী সমূহের তত্ত্বাবধানে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডমিশিয়ান

(১)

প্রাচীন মণ্ডলীর সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায় যে জোয়ার ভাটার মত নির্য্যাতন ও শান্তি পর পর উহার সংশোধন ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে; কিছু কাল শান্তি উপভোগ করিবার পরই মণ্ডলী পুনর্ব্বার উৎপীড়নের ভীষণ ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়াছে। বাস্তবিক বহিঃশত্রুর তাড়না ব্যতিরেকে মণ্ডলীর জীবনে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা দুরূহ; নির্য্যাতনের অগ্নিপরীক্ষায় সমস্ত মেকি ধরা পড়ে ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেজন্যই দেখা যায় যে যতকাল মণ্ডলীর জীবনে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, ততকাল লোকে হীন অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বীকার করিতে অগ্রসর হইত না।

সম্রাট্ নিরোর উৎপীড়নের পরে মণ্ডলী প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল শান্তি উপভোগ করিল। যিরূশালেম ধ্বংসের ফলে যিহূদীরা সাতিশয় ভয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার সাহস ও সামর্থ্য আর তাহাদের ছিল না; রোমের অধিবাসীগণ নিরোর উৎপীড়ন কালে যে সকল হৃদয়বিদারক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগের হৃদয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি করুণার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাদেরও আর ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য খ্রীষ্টিয়ানদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। এইরূপে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া খ্রীষ্ট-মণ্ডলী আবার সতেজ ও সবল হইয়া উঠিতে লাগিল; বিশেষতঃ মহানগরী রোমে মণ্ডলী এই সময়ে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল, এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই খ্রীষ্টিয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সম্রাট তীতের

মৃত্যুর পর যখন তদীয় ভ্রাতা ডমিশিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন পুনর্ব্বার ভীষণ পরীক্ষার যুগ উপস্থিত হইল।

সম্রাট ডমিশিয়ান স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর প্রকৃতি ছিলেন। ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; মণ্ডলীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে নির্য্যাতন করিয়া মণ্ডলীকে হীনবল করাই ইহার সঙ্কল্প হইল।

খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য সাধু যোহন তখনও জীবিত ছিলেন; তাঁহার খ্যাতি কেবল এশিয়া মাইনরে নয়, কিন্তু ইয়োরোপখণ্ডেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ডমিশিয়ান এই বৃদ্ধ খ্রীষ্টপ্রেরিতকে ইফিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে, সাধু যোহন সম্রাটের আদেশে রোমে উপনীত হইলে, তাঁহাকে রাজধানীর লাটিন তোরণের সম্মুখে ফুটন্তৈতলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করা হয়, এবং এই ভীষণ পরীক্ষা হইতে তিনি অক্ষত দেহে উদ্ধার লাভ করেন। মণ্ডলী প্রতি বৎসর ৬ই মে এই অপূর্ব্ব বিজয়ের স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে।

মণ্ডলীর ইতিবৃত্ত লেখক ইউসিবিয়ূস্ বলেন যে সম্রাট অতঃপর সাধু যোহনকে পাত্‌ম নামক দ্বীপে নির্ব্বাসিত করেন; তথায় বৃদ্ধ প্রেরিতকে সাধারণ বন্দীদের ন্যায় কঠোর শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। এই নির্ব্বাসনকালেই তিনি 'প্রকাশিত বাক্যে' লিপিবদ্ধ দর্শনসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে 'ঈশ্বরের বাণী ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের নিমিত্ত' তিনি পাত্‌ম দ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। দুই বৎসর পরে ডমিশিয়ানের মৃত্যু হইলে সাধু যোহন মুক্তি লাভ করিয়া ইফিষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইফিষেই সাধু যোহনের জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হয়। আলেক্‌জান্দ্রিয়া নিবাসী সাধু ক্লেমেন্ত বৃদ্ধ প্রেরিতের অসাধারণ প্রীতি এবং

মানবের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার অক্লান্ত যত্ন বর্ণনা করিয়াছেন। ক্লেমেন্ত বলেন, একবার একটি বিপথগামী সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি বৃদ্ধ বয়সে বিপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক দস্যুদলের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মানবাত্মার প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃই তিনি ভ্রান্ত শিক্ষা বিষবৎ ঘৃণা করিতেন, এবং সর্ব্বদা বিশ্বাসীদিগকে ভ্রান্তি প্রচারক দিগের সংস্রব পরিহার করিতে উপদেশ দিতেন। এই জন্যই তিনি ভ্রান্তি প্রচারক সেরিন্থাসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কথিত আছে একবার তিনি ঘটনাক্রমে সেরিন্থাস্ যেখানে ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেমনই জানিতে পারিলেন যে ভ্রান্তিপ্রচারক সেখানে আছে, অমনি দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সম্ভবতঃ ইফিষেই জীবনসায়াহ্নে সাধু যোহন স্বীয় সুসমাচারগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। প্রচলিত সুসমাচার সমূহে খ্রীষ্টের জীবনের যে সকল উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই তাহা মণ্ডলীকে জ্ঞাত করা, এবং যাহারা ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণের বাস্তবতা অস্বীকার করিতেছিল তাহাদিগকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করাই তাঁহার সুসমাচারগ্রন্থের বিশেষ অভিপ্রায়।

সাধু জেরোম বলেন যে, যখন বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বহন করিয়া উপাসনা মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত; এবং মন্দিরে সমবেত লোকদিগকে তিনি বারংবার শুধু এই কথাই বলিতেন—'বৎসগণ, তোমরা পরস্পর প্রেম করিও'। পুনঃপুনঃ এই একই সংক্ষিপ্ত উপদেশ শুনিয়া শিষ্যগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—'আপনি আমাদিগকে বার বার এই একই কথা বলেন কেন?' বৃদ্ধ উত্তর করিয়াছিলেন—'কারণ ইহা ঈশ্বরের আদেশ, এবং এই আদেশ পালন করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'।

অনুমান ১০০ খ্রীষ্টাব্দে সাধু যোহন দেহত্যাগ করেন।

(৩)

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নির্য্যাতন করিয়া খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে হীনবল করিবেন সম্রাট্ ডমিসিয়ান এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। স্বীয় আত্মীয় ফ্লাবিয়ুস ক্লেমেন্সকে তিনি নাস্তিকতার অপরাধে বধ করিলেন, এবং ক্লেমেন্সের পত্নীকে সন্তানসন্ততিসহ এক জনহীন দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিলেন। খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রচলিত দেবদেবীতে বিশ্বাস করিত না বলিয়া সাধারণতঃ তাহাদিগকে নাস্তিক বলা হইত।

কে কোথায় খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী তাহার সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর করিবার জন্য গুপ্তচর সর্ব্বত্রই নিযুক্ত ছিল; এবং কে কোথায় তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে এ আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। সম্রাট শুনিতে পাইয়াছিলেন যে পালেস্তাইন নিবাসী সাধু যিহুদার পৌত্রগণ যিহুদী রাজা দায়ূদের বংশধর। অতএব রাজবংশজাত এই যিহুদীদিগকে তিনি অবিলম্বে রোমে আনাইয়া তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া লইলেন; যখন দেখিলেন যে রাজার বংশধর হইলেও তাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের করতল সাধারণ শ্রমিকের মতই কর্কশ, এবং সামান্য কয়েক বিঘা ভূমি কর্ষণ দ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তখন তাহার আশঙ্কা দূর হইল। সম্রাট তাহাদিগকে যীশু ও তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তাহারা বলিল, যে যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য পার্থিব রাজ্য নহে, তিনি স্বর্গীয় রাজ্যের অধীশ্বর এবং তিনি সর্ব্ব মানবের বিচার করিতে পুনরায় আবির্ভূত হইবেন। তখন সম্রাট বুঝিতে পারিলেন যে এরূপ লোক দ্বারা তাহার সাম্রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, এবং তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

ডমিশিয়ান অবশেষে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন।

তাহার পরে যিনি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তিনি শান্ত প্রকৃতির লোক, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর নির্য্যাতন ও গুপ্তচর নিয়োগ তিনি নিষেধ

করিয়া দিলেন। মণ্ডলী পুনরায় শান্তিতে স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল ; খ্রীষ্টিয় উপাসনা নির্বিঘ্নে যথারীতি সম্পাদিত হইতে লাগিল, এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশ্বাসীগণ পবিত্র নামে দীক্ষাস্নান গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলী ভুক্ত হইতে লাগিল।

(৪)

মণ্ডলীর সেই প্রথম যুগে সাধারণতঃ জলে নিমজ্জিত করিয়া বাপ্তিস্ম প্রদান করা হইত। কিন্তু মস্তকোপরি তিন বার জল ঢালিয়া বাপ্তিস্ম করিবার রীতিও প্রথম হইতে প্রচলিত ছিল। যখনই মণ্ডলী কোন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সাধারণতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেই বিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্ম গ্রহণে অগ্রসর হইয়া থাকে। সেই প্রথম যুগেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বয়ঃপ্রাপ্ত দীক্ষার্থীদের সন্তানসন্ততিও বাপ্তিস্ম দীক্ষা গ্রহণ করিত। সাধু জষ্টিনের সময় (১২০—১৬৩ খ্রীঃ অঃ) এমন অনেক বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন যাহারা শৈশবেই খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে প্রেরিত সাধু যোহনের জীবিতকালেই শিশু-বাপ্তিস্ম প্রচলিত ছিল।

সেই আদি যুগে ধর্ম্মার্থী সংক্ষেপে ধর্ম্মবিশ্বাস স্বীকার করিলেই তাহাকে বাপ্তিস্ম দীক্ষাপ্রদত্ত হইত। প্রেরিতদের ক্রিয়াবিবরণে উল্লিখিত ইথিয়পিয় নপুংসক এবং ফিলিপির কারাধ্যক্ষের বাপ্তিস্ম দীক্ষার পূর্ব্বে এইরূপ বিশ্বাস স্বীকার দেখিতে পাওয়া যায় (প্রেরিত ৮ম ; ৩৭। ১৬ ; ৩১)

কিন্তু কালক্রমে বাপ্তিস্ম প্রার্থীকে কিয়ৎকাল শিক্ষাধীনে রাখার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই শিক্ষাকালে তাহাদিগকে শিক্ষার্থী বা 'ক্যাটিকিউমেন' বলা হইত। ক্যাটিকিউমেনদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদান করিয়া বাপ্তিস্ম দীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইত। একজন প্রেরিত কিম্বা বিশপ নবদীক্ষিতের মস্তকে হস্তার্পণ করিতেন। হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত

সম্পাদনকালে মস্তকে তৈলনিষেক করা হইত। পবিত্র ইউখারিস্ত্‌, বা পুণ্য সহভাগই মণ্ডলীর সকল উপাসনার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল; অন্ততঃ প্রতি 'প্রভুর দিনে' এই পুণ্য অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইত। উপাসকবৃন্দ যে রুটি ও দ্রাক্ষারস নিবেদন করিত তাহারই কিয়দংশ পবিত্র সহভাগের জন্য পৃথক করিয়া লওয়া হইত। বিশপ কিম্বা পুরোহিত এই নৈবেদ্য প্রতিষ্ঠা করিতেন, এবং প্রতিষ্ঠা-প্রার্থনার শেষে উপাসকমণ্ডলী "আমেন্" উচ্চারণ করিত। তৎপরে ডিকনগণ এই পবিত্র অন্ন বিতরণ করিতেন; এবং পবিত্রীকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারসের কিয়দংশ পীড়িত এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তিগণের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত।

অবশ্য প্রথমে ইউখারিস্ত্‌-উপাসনায় কোনরূপ অনুষ্ঠানবাহুল্য ছিলনা; মণ্ডলী যখন বহিঃশত্রুর নির্যাতনে সন্ত্রস্ত তখনকার দিনে বৃহৎ উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ অসম্ভব ছিল, এবং উপাসনা অতি গোপনে ও নিভৃত স্থানে নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিন্তু মণ্ডলীর প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন রহিল না, তখন ধনশালী খ্রীষ্ট-ভক্তগণ সুরম্য উপাসনামন্দির নির্ম্মাণে এবং উপাসনার বিবিধ আয়োজন-উপকরণে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল।

যিরুশালেম-মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নিয়মের পূজাপদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী সেই পুরাতন মণ্ডলীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীরূপে উহার অর্থপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ সমূহ নিজস্ব করিয়া লইল। কথিত আছে যে সাধু যোহন বৃদ্ধ বয়সে যিহূদী মহাযাজকের মুকুট পরিধান করিয়া লোকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে তিনি পুরাতন নিয়মের মহাযাজকত্বের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, এবং একমাত্র সত্য মহাযাজক যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি। সাধু যোহনের সময় আত্মিক বিষয়ের বাহনরূপে উপাসনাকালে বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ব্যবহারের রীতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার কোন উপায়

নাই; তবে এই ভাবটি যে খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর নিকট অপরিচিত ছিল না তাহা 'প্রকাশিত বাক্য' পাঠেই বুঝিতে পারা যায়; পুরাতন নিয়মের উপাসনায় যে সকল ক্রিয়াকলাপ ব্যবহৃত হইত তাহাই অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে সাধু যোহন স্বর্গীয় উপাসনার বর্ণনা করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ প্রথমে পুণ্যসহভাগ রজনীযোগে সম্পাদিত হইত; কিন্তু এ রীতি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; অতি প্রাচীন কালেই প্রত্যূষে এই সাক্রামেন্ত সম্পাদনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উপবাসী থাকিয়া লোকে এই পরম পবিত্র অন্ন গ্রহণ করিত। সাধু আগস্তিন বলেন যে, উপবাস পূর্ব্বক প্রভুর ভোজ গ্রহণের রীতি মণ্ডলীর সর্ব্বাংশেই প্রচলিত আছে; তিনি আরও বলেন যে যদিও প্রভু স্বয়ং পাস্কা পর্ব্বের পূর্ব্বে ইউথারিস্ত্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তথাপি মণ্ডলীতে উহা সম্পাদনের কোন বিশেষ সময় তিনি নিরূপণ করিয়া দেন নাই; এরূপ বিষয় নিরূপণের ভার তিনি প্রেরিতগণের হস্তেই সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কোন খ্রীষ্টিয়ান পীড়িত হইলে সাধু যাকোবের পত্রে উল্লিখিত রীতি অনুসারে সে মণ্ডলীর প্রাচীন বা পুরোহিতদিগের নিকট পাপ স্বীকার পূর্ব্বক পবিত্র তৈলের অভিষেক গ্রহণ করিত।

মণ্ডলীর সর্ব্বত্রই সপ্তাহের প্রথম দিন প্রভুর পুনরুত্থানের স্মৃতি রক্ষার্থ পবিত্র গণ্য করা হইত। সেদিন খ্রীষ্টিয়ানেরা অনাবশ্যক কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিত এবং ইউথারিস্তের উপাসনায় সমবেত হইত। যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানেরা শনি ও রবি উভয় দিনই পালন করিত। প্রেরিতদের যুগ হইতেই পুনরুত্থান ও পেন্তিকষ্ট্ পর্ব্ব পালিত হইয়া আসিতেছিল, এবং সম্ভবতঃ প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবার প্রভুর শত্রুহস্তেসমর্পণ ও মৃত্যু স্মরণার্থ উপবাসের দিন বলিয়া পালিত হইত।

মণ্ডলীর পরিচর্য্যার ভার প্রভু প্রেরিতদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ক্ষমতার কিয়দংশ প্রথমে ডিকন শ্রেণীকে পরে প্রাচীন বা

পুরোহিতবর্গকে তাঁহারা অর্পণ করেন, কালক্রমে মণ্ডলীশাসন, পুণ্য-পদে নিয়োগ, এবং হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা অপর এক শ্রেণীর সেবককে প্রদান করেন; এই শেষোক্ত শ্রেণীই পরে 'বিশপ' নামে পরিচিত হয়। যখন প্রেরিতগণ সকলেই লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন, যাহাদিগকে তাঁহারা তাঁহাদের পরিবর্তে মণ্ডলীর পালক পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা স্বভাবতঃই 'প্রেরিত' উপাধি গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন; এবং 'বিশপ' বা মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক নামে পরিচিত হইলেন। যাহারা খ্রীষ্টকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রেরিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেবল তাঁহারাই মণ্ডলীতে 'প্রেরিত' নামে পরিচিত রহিলেন।

সাধু যোহনের দেহত্যাগের সাত বৎসরের মধ্যেই তাঁহার শিষ্য সাধু ইগ্নেতিয়ুস মণ্ডলীর লোকদের কাছে এই কথা লিখিয়াছিলেন,—'বিশপ পুরোহিত ও ডিকন শ্রেণীর অনুগত হও; এই তিন শ্রেণীর সেবক ব্যতিরেকে মণ্ডলী নাই।'

মণ্ডলী বাপ্তিস্ম দ্বারা শিক্ষার্থীকে নিজ দেহভুক্ত করিয়া লইতেন, হস্তার্পণে পবিত্র আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত ও শক্তিমান করিতেন, ইউখারিস্তে স্বর্গীয় খাদ্য দ্বারা তাহাদিগকে সবল ও সতেজ করিতেন, প্রতি প্রভুর দিনে তাহাদের হৃদয়ে নূতন আশা, সাহস ও দৃঢ়তার বীজ বপন করিয়া দিতেন, এবং পীড়াকালে পবিত্র তৈলে অভিষেক কবিয়া তাহাদিগকে নিরাময় করিতেন। এই জন্যই ত মণ্ডলী সংগ্রামের দিনে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখীন হইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর আমাদের সপক্ষ হইলে কে আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারে?

সপ্তম অধ্যায়

খ্রীষ্টমণ্ডলী সম্বন্ধে ন-খ্রীষ্টিয়ানদের মন্তব্য

(১)

৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ নার্ভার মৃত্যু হইলে ট্রাজান নামে একজন বিজ্ঞ ও সুদক্ষ সৈনিক সম্রাট হইলেন। সাম্রাজ্যের বিধিব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে রক্ষা করাই তাহার লক্ষ্য ছিল। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য তিনি কখনও খ্রীষ্টিয়ানদিগের প্রাণদণ্ড করিতেন না বটে, কিন্তু আইন লঙ্ঘনের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না। তাহার রাজত্বের প্রারম্ভেই যিরুশালম-মণ্ডলীর বিশপ, শিমোন, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য মৃত্যুদণ্ড ভোগ করেন; সাধু যাকোবের সাক্ষ্যমৃত্যুর পরে তিনি যিরুশালমের বিশপ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যিরুশালেম ধ্বংসের পর প্রায় ৩০ বৎসর গত হইয়াছে। এতদিন যিহূদীরা খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অনিষ্ট সাধন হইতে বিরত ছিল; এখন পুনর্ব্বার তাহাদের পুরাতন বিদ্বেষ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাহারা শাসনকর্ত্তার নিকট শিমোনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিল যে তিনি নৃপতি দায়ূদের বংশধর এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী। এই অপরাধে রোমান শাসন কর্ত্তার আদেশে বৃদ্ধ বিশপকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিতে হইল। কথিত আছে যে তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য দর্শনে শাসনকর্ত্তাও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

(২)

বিশপ শিমোনের প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সম্রাট ট্রাজান কিছুই জানিতেন না। কিন্তু ট্রাজান যখন শুনিতে পাইলেন যে সাম্রাজ্যের মধ্যে

একটি সমাজ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই সমাজের সভ্যগণ সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকেই সভাস্থ হইয়া থাকে, তখন তিনি এই আইনলঙ্ঘন প্রতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। গুপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে যে আইন ছিল, তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বেই প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সমিতিস্থাপনকে তিনি এরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন যে একটি অগ্নি-নির্ব্বাপণসমিতি গঠনেও তিনি বাধা দিয়াছিলেন। যে কোন সমিতি রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে, তিনি এইরূপ আশঙ্কা করিতেন।

এশিয়ামাইনরের অন্তর্গত বিথিনিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নিকট লিখিত কয়েকটি পত্র হইতে সম্রাট ট্রাজানের শাসন-প্রণালীর লক্ষ্য অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সম্রাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পত্রবিনিময় হইতে খ্রীষ্টমণ্ডলীর দ্রুত প্রসার এবং খ্রীষ্টিয় উপাসনা পদ্ধতির একটি সুন্দর চিত্র ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ন-খ্রীষ্টিযানদের অনুসন্ধান সম্ভূত এই চিত্র মণ্ডলীর ঐতিহাসিকের পক্ষে বড়ই মূল্যবান।

(৩)

বিথিনিয়া প্রদেশে বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অল্পদিন পূর্ব্বে প্লিনি তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং জল নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সম্রাটকে জানাইতে গিয়া তিনি বলেন, যে বিথিনিয়া প্রদেশে দেবমন্দির ও বেদীসকল একপ্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছে; কারণ সর্ব্বশ্রেণীর অধিকাংশ প্রজাই খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। এই ধর্ম্মকে তিনি এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'এই বিষয় সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ প্রার্থনা করা বিহিত মনে করি। কারণ শ্রেণী বয়সনির্ব্বিশেষে বহু নরনারী এই বিপদে পতিত হইতেছে। এই কুসংস্কারের সংক্রমণ শুধু নগরে নয় কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।' তৎপরে তিনি বলেন যে তিনি নিজে কখনও

খ্রীষ্টিয়ানদের বিচারে উপস্থিত থাকেন নাই, সুতরাং তাহাদের প্রতি কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা অবগত নহেন; তিনি জানিতে চাহেন, বয়ঃপ্রাপ্ত ও অল্পবয়স্ক উভয়ের প্রতি কি একই প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যদি কেহ খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস পরিহার করে তাহাকেও কি দণ্ড দিতে হইবে, খ্রীষ্টিয়ানদের অন্য কোন দোষ প্রমাণিত না হইলেও কি শুধু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্যই তাহারা দণ্ডনীয় হইবে? তৎপরে তিনি নিজে এপর্য্যন্ত যে প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহাও লিখিয়া জানাইতেছেন। যাহারা ক্রমান্বয়ে তিনবার তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস বর্জ্জন করিতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; তবে রোমীয় পৌরাধিকারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিচারের জন্য তিনি রোমে প্রেরণ করিয়াছেন। বেনামী-পত্র বা গুপ্তচরের অনুসন্ধানের ফলে অনেকে অভিযুক্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে এইমাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে তাহারা নির্দ্দিষ্ট-দিনে প্রত্যূষের পূর্ব্বে একত্র হইয়া তাহাদের দেবতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে গীতগান করিয়া থাকে, এবং একটি সাক্রামেন্ত বা দিব্যদ্বারা এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকে যে তাহারা কোন দুষ্কর্ম্ম করিবে না, চুরিডাকাতি, ব্যভিচার, কিংবা অঙ্গীকারলঙ্ঘন করিবে না, এবং তাহাদের কাছে গচ্ছিত বিষয় প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইবে না; এই প্রতিশ্রুতির পর সভা ভঙ্গ হয়, এবং কিয়ৎকাল পরে সামান্য আহারের জন্য সকলে একত্র হয়; এই ভোজ নিতান্ত সাধারণ রকমের, উহাতে দূষণীয় কিছুই নাই। দুইজন মহিলা-ডিকন্‌কে নির্য্যাতন করিয়াও তাহাদের এই অদ্ভুত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

এই পত্রের উত্তরে সম্রাট প্লিনিকে লিখিয়া জানাইলেন যে খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া ভালই করিয়াছেন। 'যদি তাহারা বিচারে দোষী প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে। কিন্তু যদি কেহ অস্বীকার

করে যে সে খ্রীষ্টিয়ান এবং আমাদের দেবতার নাম লইয়া সেই উক্তি সপ্রমাণ করে, পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তাহার অনুশোচনার জন্য সে ক্ষমা পাইবার যোগ্য। কিন্তু বেনামী অভিযোগের কোনও মূল্য নাই, এইরূপ অভিযোগ গ্রহণের ফল বিপজ্জনক এবং উহা আমার শাসন-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।'

প্রেরিত সাধু যোহনের লোকান্তর প্রাপ্তির ১০।১২ বৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রীষ্টিয় উপাসনা কি প্রকার ছিল তাহার একটি মনোহর চিত্র এই পত্র হইতে পাওয়া যায়।

(৪)

পবিত্র সাক্রামেন্ত সম্পাদনের জন্য খ্রীষ্টিয়ানেরা রবিবার অতি প্রত্যূষে সমবেত হইত; এবং যাহারা সেই পবিত্র অন্ন গ্রহণ করিত তাহারা বিশুদ্ধ ও সাধু জীবন যাপনে প্রতিশ্রুত হইত; তাহারা গীত গাহিয়া ইউখারিস্ত উৎসর্গ করিত; এবং তাহাদের ঈশ্বর খ্রীষ্ট তাহাদের উপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন। খ্রীষ্টিয় উপাসনার সম্পর্কে 'সাক্রামেন্ত' শব্দের প্রয়োগ এই প্রথম। এই পত্র হইতে খ্রীষ্টিয়ানদের একতা, সাহস এবং প্রেমের পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই দিনই তাহারা 'আগাপি' বা প্রীতি-ভোজের জন্য একত্রিত হইত। এই প্রীতি-ভোজে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকলে ভাই ভগ্নীর মত একত্রে ভোজন পান করিত। তাহাদের সাহস এমন দুর্জ্জয় ছিল যে স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য নির্য্যাতন ভোগ করিতে প্রস্তুত হইত।

তাহাদের প্রেম সম্বন্ধে ন-খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিত, 'গুপ্ত চিহ্ন ও সঙ্কেত দ্বারা তাহাদের একজন অন্যজনকে চিনিতে পারে, পরিচয়ের পূর্ব্বেই তাহাদের প্রেমের উদয় হয়।' এই গুপ্ত সঙ্কেত নিশ্চয়ই ক্রুশের চিহ্ন। একজন খ্রীষ্টিয়ান কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে এই চিহ্ন করিতে দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে, সে তাহার একজন সমবিশ্বাসী।

(৫)

বিথিনিয়া প্রদেশে যাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন তাহাদের নাম অজ্ঞাত ; শুধু ইহাই জানা যায় যে সর্ব্বশ্রেণীর বহু নরনারী এই নিষ্ঠুর ও অন্যায় আইনের কবলে প্রাণ হারাইয়াছিল। এই উৎপীড়ন যে কেবল বিথিনিয়ায়ই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশেও বহু খ্রীষ্ট-ভক্ত এই দানবের গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। যখন আন্তনিনাস্ নামক একজন শাসনকর্ত্তা এশিয়া প্রদেশে মণ্ডলীকে বিধ্বস্ত করিতেছিলেন তখন সেই অঞ্চলের খ্রীষ্টিয়ানেরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার বিচারাসনের সম্মুখে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। শাসনকর্ত্তা একজন যিহূদীর প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করিয়া অন্য সকলকে কহিলেন, 'হতভাগ্যগণ, যদি মরিতেই চাহ তবে নিজেরাই মনোনীত কর কিরূপে মরিবে, ফাঁসিকাষ্ঠে না শৈলগাত্রে।'

প্লিনির নিকট সম্রাট যে আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার ফলে উৎপীড়নের প্রকোপ পূর্ব্বাপেক্ষা লাঘব হইল বটে, তথাপি যাহারা খ্রীষ্টিয়ানদের অনিষ্ট করিতে চাহিত তাহাদের শত্রুতাসাধনের সুযোগ পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। স্থানে স্থানে জনসাধারণ তাহাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া উৎপীড়নের সূচনা করিত, কোথাও বা শাসনকর্ত্তারাই খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নানা কারণে অত্যাচার করিতেন। প্রতি প্রদেশেই বহু বিশ্বাসীকে মৃত্যু বরণ করিয়া বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে হইল। কিন্তু এই অজ্ঞাতনামা বিশ্বাসীদের দৃঢ়তা নিষ্ফল হইল না। সাধু জাস্তিন লিখিয়াছেন—'আমি তখন দার্শনিকচূড়ামণি প্লেটোর শিষ্য ছিলাম, আমি খ্রীষ্টিয়ানদের সম্বন্ধে বহু নিন্দাবাদ শুনিতে পাইতাম ; কিন্তু যখন দেখিলাম যে তাহারা দৃঢ়পদে ভীষণ নির্য্যাতন ও ভীষণতর মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে, তখন একথা কিছুতেই বিশ্বাস হইত না যে তাহারা দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও কামনা পঙ্কে নিমজ্জিত।' এই ভাবেই খ্রীষ্টিয়ানদের বীরত্ব দর্শনে বহু জনের হৃদয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইত এবং তাহারা অবশেষে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস স্বীকার

করিতে প্রস্তুত হইত। এইরূপ দৃঢ়তা ও সাহস দর্শনেই জাস্তিনের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল এবং তিনি খ্রীষ্টের বন্ধুদের প্রতি প্রীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে পবিত্র আত্মার প্রেরণা বলে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসই একমাত্র সত্য ধর্ম্মবিশ্বাস, এবং উহাই মানবের সকল দুর্গতি মোচন করিতে সমর্থ।

কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পরে এই বিথিনিয়া প্রদেশে কনস্তান্‌তাইন নামে আর একজন রোমান সম্রাট তিনশতের অধিক খ্রীষ্টিয় বিশপকে নীকিয়ার মহাসভায় আহ্বান করিয়াছিলেন ; এই সভায় খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব যে বিশ্বাসসূত্রে ঘোষিত হয়, তাহাই মণ্ডলীতে 'নিকীয় ক্রীদ্' নামে প্রসিদ্ধ। প্লিনি ও ট্রাজান যদি দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া দেখিতে পাইতেন যে একজন রোমান সম্রাটের হৃদয়ে এই 'কুসংস্কারের সংক্রমণ' বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। আর যাহারা লোক-ভয়ে অতি প্রত্যুষে খ্রীষ্টদেবতার কাছে পবিত্র ইউথারিস্ত্ নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র শরীর ও রক্ত ভোজন পান করিতে একত্র হইতেন তাহারা হয়ত খ্রীষ্টের ভাবী বিজয়ের অপূর্ব্ব দর্শন প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহার নামের জন্য হৃষ্টচিত্তে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

সাধু ইগ্নেতিয়ুস

(১)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সম্রাট ট্রাজানের রাজত্ব কালের সাক্ষীদের নাম আমরা অবগত নহি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে একজন কাথলিক মণ্ডলীতে সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইয়া আসিয়াছেন। ইনি সাধু যোহনের শিষ্য ও সাধু পলিকার্পের বন্ধু ভক্তবীর ইগ্নেতিয়ুস্। ইগ্নেতিয়ুস্ স্থরিয়ার অন্তর্গত আন্তিয়খিয়া নগরের বিশপ ছিলেন। আন্তিয়খিয়া এই সময়ে সাম্রাজ্যের প্রধান নগরী সমূহের অন্যতম এবং উহার লোক সংখ্যা দুই লক্ষ। এই সমৃদ্ধিশালী নগরীতে মণ্ডলী বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরজাতীয়দের মধ্যে এই মণ্ডলীই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেরিত সাধু পৌল ও সাধু বার্ণবা এই মণ্ডলীর পরিচর্য্যা করিয়া ইহাকে গৌরব দান করিয়াছিলেন, এবং এখানেই প্রথমে খ্রীষ্ট-শিষ্যদিগকে 'খ্রীষ্টিয়ান' আখ্যা প্রদান করা হয়; যে নাম একান্ত অবজ্ঞাভবে দত্ত হইয়াছিল, তাহাই বিশ্বাসীগণ সর্ব্বত্র কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ইগ্নেতিয়ুস্ প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল এই মণ্ডলীর বিশপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২)

১১৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ট্রাজান পার্থিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হইয়া আন্তিয়খিয়ায় শীতকাল যাপন করিলেন; যে সময়ে সম্রাট আন্তিয়খিয়ায় প্রবাসী তখন ভীষণ ভূমিকম্পে সহরের বিস্তর ক্ষতি হয়, এমনকি সম্রাট স্বয়ং বিপন্ন হন। এই দুর্ঘটনায় নগরের জনসাধারণ খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে খ্রীষ্টিয়ানদিগকে তজ্জন্য অপরাধী করা তৎকালে একটা সর্ব্বজনসম্মত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়া-

ছিল। টার্টালিয়ান বলিয়াছেন,'যখনই কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা জনসাধারণকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখনই তোমরা খ্রীষ্টিয়ানদিগকে তজ্জন্য অপরাধী করিয়া থাক। যদি ভূতল বিকম্পিত হয়, যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কিম্বা মারীর করাল ছায়া দেশকে আচ্ছন্ন করে অমনি—খ্রীষ্টিয়ানদিগকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করা হউক—এই চীৎকার শ্রুত হয়।'

বহুদিন হইতেই আন্তিয়খিয়ায় পৌত্তলিকতার সহিত খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছিল। নগরীর সমৃদ্ধ দেবমন্দিরগুলির পুরোহিতগণ প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রীষ্টমণ্ডলীকে বিনষ্ট কবিবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ কেন ছাড়িয়া দিবে? সম্রাট স্বয়ং নগরে উপস্থিত; যদি সম্রাটের কাছে মণ্ডলাব প্রধান পালক বৃদ্ধ ইগ্নেতিয়ুসকে অভিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে হয়ত এই প্রভাবশালী মণ্ডলীকে এককালে বিনষ্ট করা সম্ভব হইবে। অতএব অবিলম্বে লোকপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধ বিশপকে সম্রাট সমীপে উপস্থিত কবা হইল।

সম্রাট প্রশ্ন করিলেন, 'কে এই দুষ্টআত্মাবিশিষ্ট ব্যক্তি যে নিজে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করে, এবং অপরকেও আমার আদেশ অমান্য করিতে প্ররোচিত করে?'

ইগ্নেতিয়ুস উত্তর করিলেন, 'থিয়োফোবাসকে কেহ মন্দআত্মাবিষ্ট বলিতে পারে না; ঈশ্বরের ভৃত্যগণের নিকট হইতে মন্দ আত্মা সমূহ দূরে পলায়ন করিয়াছে; আমাব দিব্যলোকবাসী রাজা খ্রীষ্টের শক্তিতে আমরা তাহাদিগকে বিতাড়িত কবিয়া থাকি।

তখন সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'থিয়োফোরাস কে?'

ইগ্নেতিয়ুস—'যাহার হৃদয়ে খ্রীষ্ট বিরাজ করেন, সেই।'

সম্রাট—'শত্রুদমনে যাহারা আমাদের সহায় সেই দেবতারা কি আমাদের অন্তরে অবস্থিতি করেন না?'

ইগ্নেতিয়ুস—'পৌত্তলিকেরা যাহাদের পূজা করে তাহাদের সে নামে অভিহিত করা ভুল ; জল স্থল, অন্তরীক্ষ ও সর্ব্ব জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর আছেন, এবং তাঁহার একমাত্রজাত পুত্র খ্রীষ্ট যীশু, যাঁহার রাজ্যে আমি অধিকার লাভের প্রত্যাশী।'

সম্রাট—'তুমি বুঝি তাহারই কথা বলিতেছ যে পন্তীয় পিলাতের আদেশে ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিল ?'

ইগ্নেতিয়ুস—'আমি তাঁহারই কথা বলিতেছি, যিনি আমার পাপ ও পাপের জনককে ক্রুশবিদ্ধ করিযাছেন। যাহারা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করে, সমস্ত আসুরিক ভ্রান্তি ও অনাচার তিনি তাহাদের পদতলে স্থাপন করিয়াছেন।'

সম্রাট—'তবে তুমি ক্রুশবিদ্ধকে অন্তরে ধারণ করিয়া থাক ?'

ইগ্নেতিয়ুস—'হাঁ, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে,—আমি তাহাদের অন্তরে বিরাজ করিব এবং তাহাদের মধ্যে যাতায়াত করিব।'

তখন এই দণ্ডাজ্ঞা হইল, 'আমরা আদেশ করিতেছি যে, ইগ্নেতিয়ুস, যে বলে সে ক্রুশার্পিতকে অন্তরে বহন করিয়া থাকে, তাহাকে বন্দীরূপে সৈনিকেরা রোমে লইয়া যাইবে এবং সেখানে প্রজাবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থ তাহাকে হিংস্র পশুদের মুখে নিক্ষেপ করিবে।'

দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, 'প্রভু, তোমাকে সিদ্ধ প্রেম অর্পণের সম্মান লাভের যোগ্য বিবেচনা করিয়া তুমি যে আমাকে লৌহ-শৃঙ্খলে সাধু পৌলের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিলে, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি।'

রাজধানীর বিরাট রঙ্গভূমিতে হিংস্র পশুর কবলে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য ইগ্নেতিয়ুস দশ জন সৈনিকের তত্ত্বাবধানে রোম অভিমুখে প্রেরিত হইলেন। পথিমধ্যে রক্ষীসৈনিকেরা তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে চিতাবাঘের সহিত তুলনা করিতেন।

কিন্তু এই নির্ম্মম আচরণেও তাঁহার অদম্য সাহস ও দৃঢ়তা নিমেষ কালের জন্যও পরাভব স্বীকার করিল না। 'স্মুরিয়া হইতে রোম পর্য্যন্ত আমি দিবা-রাত্র চিতাবাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি; দশটা চিতাবাঘের সঙ্গে আমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ; তাহাদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করিলেও তাহাদের প্রকৃতি কোমল না হইয়া ববং আরও হিংস্র হইয়া উঠে। যে বন্য পশুগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহারা আমার আনন্দেরই হেতু; এই আমার প্রার্থনা তাহারা যেন সত্বব আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলে; কাহাকে কাহাকে ইহাবা স্পর্শ কবে না; আমার প্রতি যেন সেরূপ ব্যবহার না করে। আমাব এই বাসনার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও; আমি জানি এ আমাব মঙ্গলের জন্য; অগ্নি, ক্রুশ, বন্যপশু, ভগ্ন অস্থি, ক্ষত-বিক্ষত দেহ, আমার ভাগ্যে এ সকলই ঘটুক; খ্রীষ্টকে লাভ করিবার জন্য এ সকলই আমি তুচ্ছ জ্ঞান কবি। যিনি আমার জন্য প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক পুনরুত্থিত হইয়াছেন আমি তাঁহাকেই চাহি, তিনি আমার সাধনার ধন, দিব্যধামে তিনিই আমার পুবস্কার; আমি জীবিত অবস্থায় এ সকল লিখিতেছি বটে, কিন্তু মৃত্যুই আমার কাম্য; আমাদেব প্রভু যীশু ক্রুশ-বিদ্ধ: যে আগুণ আমার অন্তরে জ্বলিতেছে বিপদের জলপ্লাবন তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারে না, তাহাই আমাকে তাঁহার কাছে আহ্বান করিতেছে।'

বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা বশতঃ পথিমধ্যে স্থানে স্থানে তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে হইতেছিল। এই বিশ্রামের অবসরে তিনি নানা স্থানের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর নিকট পত্র প্রেরণের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

(৩)

সম্রাট হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে আন্তিয়খিয়ার মত সুবিখ্যাত মণ্ডলীর বিশপকে প্রাণ দণ্ড গ্রহণের জন্য রোমে প্রেরণ করিলে কেবল যে আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলী প্রাণান্তক আঘাত প্রাপ্ত হইবে তাহা নয়, কিন্তু সাম্রাজ্যের নানা স্থানের

খ্রীষ্টিয়ানেরাও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃদ্ধ বিশপের মৃত্যুযাত্রার ফল বাস্তবিক অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ফলতঃ এই মৃত্যু যাত্রা বিজয় যাত্রায় পরিণত হইল। পথিমধ্যে যেখানেই তিনি থামিতেন সেই খানেই খ্রীষ্টিয়ানেরা দলে দলে এই ভক্ত বীরকে দর্শন করিবার জন্য একত্র হইত। হতাশ্বাস হওয়া দূরে থাকুক, বৃদ্ধের অপূর্ব্ব বিশ্বাস দর্শনে তাহাদের মনে এক অভিনব সাহসের সঞ্চার হইত; সর্ব্বত্রই তিনি খ্রীষ্টিয়ানদিগকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ বাক্য শুনাইতে লাগিলেন। নখ্রীষ্টিয়ানেরাও এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য সমাগত হইত। এই বৃদ্ধের আচরণে ও কথায় তাহারা এমন এক অপূর্ব্ব আশা ও প্রেমের পরিচয় পাইত যাহা দেবপূজা হইতে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইত।

স্মার্ণানগরে পঁহুছিলে তথাকার বিশপ পলিকার্পের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পলিকার্প বয়সে তাঁহার কনিষ্ঠ হইলেও উভয়েই সাধু যোহনের শিষ্য ছিলেন। স্মার্ণায় অবস্থানকালে ইফিষ, মাগ্নেসিয়া, ত্রালেস ইত্যাদি স্থান হইতে দলে দলে বিশ্বাসীরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল; ইহাদের হাতে তিনি ঐ সকল স্থানের মণ্ডলীর নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। স্মার্ণা হইতে তিনি রোমের মণ্ডলীকে এই অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন যেন তাঁহাকে সিংহের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করা না হয়। তিনি লিখিলেন—'আমি ঈশ্বরের গোম, হিংস্র পশুর দন্ত দ্বারা পিষ্ট হইয়া আমি যেন খ্রীষ্টের শুভ্র রুটি হইবার যোগ্য হইতে পারি।'

স্মার্ণা হইতে তিনি ত্রোয়া নগরে নীত হইলেন। এখানে ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরের বিশপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ত্রোয়া হইতে তিনি ফিলেডেল্‌ফিয়া-মণ্ডলীর নিকট এবং বিশপ পলিকার্পের নিকট বিদায়-লিপি প্রেরণ করিলেন। রোমে এই সময় এক বৃহৎ উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল। সুতরাং তাঁহাকে সত্বর নিয়াপলিতে লইয়া যাওয়া হইল। নিয়াপলি হইতে স্থল পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া আবার সমুদ্র পথে তাহারা

যাত্রা করিলেন, এবং অবশেষে টাইবার নদীর মুখে, রোম হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে তাহারা জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। এখানেও বহু বিশ্বাসী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। উৎসবের শেষ দিন সন্নিকট বলিয়া অবশিষ্ট পথ তাঁহাকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতে হইল।

অবশেষে রোমের জনাকীর্ণ বিরাট রঙ্গভূমিতে তিনি উপস্থিত হইলেন। রঙ্গভূমি বেষ্টন করিয়া প্রায় এক লক্ষ দর্শক বসিয়াছিল। সহসা এই পলিতকেশ অশীতিপর বৃদ্ধকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই কোলাহলমুখর জনমণ্ডলী যেন ইঙ্গিতমাত্রে স্তব্ধ হইয়া গেল। ইগ্নেতিয়ুসের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল। ঘোষণাকারী তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিল। বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল পশুর গর্জ্জন ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না। সহসা পিঞ্জরের অর্গল খুলিয়া গেল, এবং ক্ষুধাতুর সিংহগুলি বৃদ্ধের উপর আসিয়া পড়িল, এবং নিমেষমধ্যে তাঁহার অমর আত্মাকে দেহমুক্ত করিয়া দিল।

রজনীর অন্ধকার বধ্যভূমির উপর অবতরণ করিলে তিন জন খ্রীষ্টিয়ান সে নিষ্ঠুর ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পরম যত্নে বিশপের কয়েকখণ্ড অস্থি এবং তাঁহার পবিত্র শোণিতে সিক্ত বালুকণা সংগ্রহ করিল, এবং বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রোমের মণ্ডলীর তদানীন্তন বিশপ ক্লেমেণ্টের গৃহে লইয়া গেল। বিশপের দেহাবশেষ বেষ্টন করিয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা সারারাত্রি প্রার্থনায় যাপন করিল। তৎপরে এই পবিত্র দেহাবশেষ রোম হইতে আন্তিয়খিয়ায় প্রেরণ করা হইল। বহু বৎসর পরে যখন মুসলমানগণ আন্তিয়খিয়া অধিকার করিতে উদ্যত হয়, তখন আবার এই পবিত্র দেহাবশেষ রোমে স্থানান্তরিত করিয়া সাধু ক্লেমেণ্টের মন্দিরের বেদীর নিম্নে প্রোথিত করা হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

সাধু ইগ্নেতিয়ুস প্রদত্ত শিক্ষা

(১)

ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য বিস্তারের জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন, ইগ্নেতিয়ুসের জীবন ও মৃত্যু তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্রাট ট্রাজান ভাবিয়াছিলেন যে আন্তিয়খিয়ার বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাভাজন বিশপ রোমে জনমণ্ডলী সমক্ষে হিংস্র পশুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, তাঁহার বাণী চিরকালের তরে নীরব হইয়া যাইবে, সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টিয়ানগণও আর মাথা তুলিতে সাহস করিবে না এবং এই কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইবে। কিন্তু তাহার এই দণ্ডাজ্ঞার ফল হইল অন্যরূপ। ইগ্নেতিয়ুস লক্ষ লোকের সমক্ষে খ্রীষ্টকে প্রচার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন, এবং সাম্রাজ্যের সকল স্থানের খ্রীষ্টিয়ানদের অন্তরে নবীন আশা, সাহস ও দৃঢ়তা সঞ্চার করিয়া দিলেন। যে বিরাট জনতা সে দিন ক্রীড়াক্ষেত্রে এই বৃদ্ধের প্রাণদণ্ড দর্শন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বহু জনের মনে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, কে এই খ্রীষ্ট যাঁহার নামে মানুষ ভয় ভুলিয়া যায় ও হাসি মুখে ভীষণ যাতনাদায়ক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে! এইরূপ কৌতূহল হইতেই অনুসন্ধিৎসা উৎপন্ন হয় এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তথ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া অবশেষে খ্রীষ্টে বিশ্বাস জন্মে।

(২)

আন্তিয়খিয়া হইতে রোম পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ অতিবাহনকালে ইগ্নেতিয়ুস আর একটি বিশেষ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। সর্ব্বযুগের মণ্ডলীর জন্য তিনি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান শিক্ষা সম্পদ রাখিয়া গেলেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে পথিমধ্যে তিনি বিভিন্ন মণ্ডলীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই সকল পত্রের লেখক খ্রীষ্টের প্রিয়তম শিষ্য

সাধু যোহনের সহিত বাক্যালাপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইগ্নেতিয়ুস তাঁহার মৃত্যুযাত্রায় মণ্ডলীর কাছে এমন কথাই বলিয়া গেলেন যাহা ভাবীকালে মণ্ডলীর প্রাণ রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। সাধু যোহনের কাছে তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি মণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়া গেলেন। আর সাধু যোহন যাহা শিক্ষা দিতেন তাহা ত তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টের কাছেই শুনিয়াছিলেন। এ জন্যই ইগ্নেতিয়ুস প্রদত্ত শিক্ষা এরূপ মূল্যবান। মণ্ডলীর শাসন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে, প্রেরিতদের এবং প্রেবিতগুরু খ্রীষ্টেব মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা ইগ্নেতিয়ুসের পত্রাবলী হইতে আমরা জানিতে পারি।

সম্রাট ট্রাজান তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রোমে প্রেরণ না করিলে হয়ত এরূপ পত্র লিখিবার কল্পনাও তাঁহার মনে উদিত হইত না। এই-রূপে সম্রাট ধর্ম্মের বিনাশ সাধন কবিতে গিয়া বাস্তবিক কাথলিক মণ্ডলীর অশেষ হিতসাধন করিলেন।

(৩)

মৃত্যুকালে পিতা যেরূপ সন্তানদিগকে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝাইয়া বলেন, তেমনি ইগ্নেতিয়ুস মৃত্যুর পূর্ব্বে মণ্ডলীর একতারক্ষা, শাসন প্রণালী, সাক্রামেন্ত্ ও উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লিখিয়া জানাইলেন।

মণ্ডলীর একতাসংরক্ষণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই একতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াই ইহা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। আর এই একতা সংরক্ষণের যন্ত্র, বিশপ পুরোহিত ডিকন, এই ত্রিবিধ পরিচারক শ্রেণী; এই পরিচারকশ্রেণী বিদ্যমান থাকিলে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-শিক্ষা মণ্ডলীতে স্থায়ী হইতে পারে। মাগ্নেসিয়া-মণ্ডলীর প্রতি লিখিত পত্রে তিনি বলেন, 'দলভেদ পরিহার কর, উহাই সকল অনিষ্টের কারণ। বিশপ পুরোহিত ও ডিকনবর্গের অনুগামী হও, মণ্ডলীসংক্রান্ত কোন বিষয় যেন বিশপের

অনুমোদন ব্যতীত করা না হয়। বিশপ যেখানে, লোকেরাও সেখানে থাকুক। বিশপের অনুমতি ছাড়া দীক্ষাস্নান বা পুণ্যসহভাগ সম্পাদন বিধেয় নহে। যে বিশপকে সম্মান করে, ঈশ্বরও তাহাকে সম্মানিত করেন। কেহ কেহ মুখে বিশপকে স্বীকার করে বটে কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে; এরূপ ব্যক্তিরা বিবেককে অমান্য করে। আমি চাই তোমরা সর্ব্ব বিষয়ে ঐক্য সহকারে বিশপের অধীনে থাক।

স্মার্ণা-মণ্ডলীর প্রতি লিখিতপত্রে আছে—

'দলাদলি হইতে দূরে থাক, উহা সকল অনিষ্টের হেতু; খ্রীষ্ট যেমন পিতার অনুগত ছিলেন, তেমনি তোমরা সকলে বিশপের অনুগত হও; পুরোহিতশ্রেণীকে প্রেরিতদের মত জ্ঞান করিয়া তাহাদের বশীভূত হইও; ডিকনদিগকে সম্মান প্রদর্শন কর, যেরূপ ঈশ্বরের আদেশকে শ্রদ্ধা করিয়া থাক। মণ্ডলীসংক্রান্ত কোন বিষয় কেহ বিশপের (অনুমোদন) ছাড়া না করুক; যে ইউথারিস্ত্ বিশপের কিম্বা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির অধীনে সম্পাদিত হয়, কেবল তাহাই বিধিসঙ্গত বিবেচিত হউক।'

'বিশপ যেখানে লোকেরাও সেইখানেই উপস্থিত হউক, যেমন যেখানে খ্রীষ্ট আছেন সেখানেই কাথলিক মণ্ডলী। বিশপের অনুমতি ব্যতীত বাপ্তিস্ম কিংবা প্রীতিভোজ সম্পাদন বিধেয় নহে; কিন্তু যাহা তিনি অনুমোদন করেন তাহাই ঈশ্বরের প্রীতিজনক।'

'বিশপ, পুরোহিত ও ডিকন এই তিন শ্রেণীর সেবক ছাড়া মণ্ডলী শাসন ও পরিচালন যে সম্ভব সাধু ইগ্নোতিয়ুস এরূপ মনে করেন না। মণ্ডলীশাসনের এই প্রণালী যে কেবল সুবিধাজনক তাহা নহে, ইহাই মণ্ডলীর একমাত্র নির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালী, এবং ইহার উপরেই উপাসনা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ঐক্য নির্ভর করে। যেখানে এই তিন শ্রেণীর সেবক নাই সেখানে প্রকৃত সাক্রামেন্ত প্রাপ্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। খ্রীষ্টিয়ানেরা আপনাদের ইচ্ছা মত মণ্ডলীর শাসন ও পরিচর্য্যাপ্রণালী স্থির করিয়া

লইবে এরূপ হইতেই পারে না। একটি মাত্র সত্য পরিচর্য্যা-প্রণালী আছে এবং তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহা মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা-প্রসূত নহে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিধান; সাধু ইগ্নেতিয়ুসের শিক্ষা এইরূপ।

ইগ্নেতিয়ুস যদি প্রেরিতদের দেহত্যাগের বহুশত বৎসর পরে এরূপ শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে প্রথম যুগে মণ্ডলীর শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু তিনি প্রেরিত সাধু যোহনের শিষ্য ছিলেন; সুতরাং মণ্ডলীর পরিচর্য্যাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা প্রেরিত যোহনের অনুমোদিত এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

বিধিসঙ্গত পরিচর্য্যাপদ ব্যতিরেকে প্রকৃত সহভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রে তিনি একথাই বলেন—'কেহ আত্মপ্রতারণা না করুক; পবিত্র স্থানের বাহিরে যে থাকে সে ঈশ্বর প্রদত্ত খাদ্য হইতেও বঞ্চিত। এক জনের প্রার্থনার শক্তি যদি এরূপ হয় তবে বিশপ ও মণ্ডলীর সমবেত প্রার্থনার শক্তি কত অধিক। যে পবিত্র স্থানের মধ্যে আছে সে পবিত্র; যে কেহ বিশপ পুরোহিত ও ডিকনদের বাদ দিয়া কিছু করে তাহার বিবেক বিশুদ্ধ নহে।'

'তোমরা প্রত্যেকে ও সকলে প্রসাদবলে একই বিশ্বাসে এবং যীশু খ্রীষ্টে সম্মিলিত হও, যিনি দেহ সম্বন্ধে দায়ুদবংশজাত, যিনি মানবতনয় ও ঈশ্বর নন্দন; যেন একাগ্রচিত্তে বিশপ ও পুরোহিতবর্গের বাক্যে কর্ণপাত করিয়া সেই একই রুটি ভাঙ্গিতে পার, যাহা অমরত্ব বিধানকারী ঔষধ, যাহা মৃত্যু হইতে রক্ষা করে, যাহা জীবনপ্রদ অন্ন, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা চিরকালের জন্য।'

ফিলেডেল্‌ফিয়া-মণ্ডলীকে বলেন—"একই ইউথারিস্তে যোগ দিও, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একমাত্র দেহ এবং তাঁহার রক্তের একমাত্র পানপাত্র আছে; পুরোহিত ও ডিকনবর্গ সহ একই বিশপ শ্রেণী আছেন,

যাঁহারা আমার সহদাস; যেন যাহাই কর ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে করিতে পার।'

মণ্ডলীর বিস্তার লাভের প্রকৃত কারণ তিনি এই বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—'লোকে মণ্ডলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, যুক্তি তর্ক বা বাগ্মীতা দ্বারা নয়, কিন্তু জীবনের সাধুতা দর্শনে; বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচারক, আপন চরিত্র দ্বারাই সে ধর্ম্ম প্রচার করে; সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু উহা জীবনে প্রকাশ করিতে হইবে।'

ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রে তিনি বলেন—'বাক্যবাগীশ অসৎ ব্যক্তি অপেক্ষা নীরব সাধু ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; শিক্ষা দান উত্তম বটে যদি শিক্ষাদাতা সেই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করে।'

'প্রভুর কাছে কিছুই লুক্কায়িত নাই, আমাদের গুপ্ত বিষয় সমূহ তাঁহারই দৃষ্টি গোচরে রহিয়াছে; তাঁহাকে অন্তরে উপস্থিত জানিয়া, এস সকল বিষয় সম্পাদন করি, যেন এইরূপে আমরা তাঁহার মন্দিরস্বরূপ হই ও যেন তিনি আমাদের ঈশ্বর হইতে পারেন।'

দশম অধ্যায়

পলিকার্প

(১)

১১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ট্রাজানের মৃত্যু হয়। তাহার পরবর্ত্তী সম্রাটের নাম হাড্রিয়ান; সাহসী যোদ্ধা অক্লান্ত দেশপর্য্যটনকারী এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও তিনি কুসংস্কারপরায়ণ ও দুশ্চরিত্র ছিলেন; কিন্তু তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের নির্য্যাতনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহার রাজত্বের ২১ বৎসর মণ্ডলী শান্তিতে বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। এশিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নিকট এ বিষয় তিনি যে অনুজ্ঞালিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাহার মনোভাব জানিতে পারা যায়,—'জনতার চীৎকারে যেন খ্রীষ্টিয়ানদিগকে দণ্ড দেওয়া না হয়; কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে বিধিমতে আদালতে অভিযোগ করিলে বিচার করিয়া দণ্ড দিতে হইবে। যদি অভিযোগকারী প্রমাণ করিতে পারে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনবিগর্হিত কিছু করিয়াছে তাহা হইলে অপরাধেব গুরুত্ব অনুসারে তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে।'

পরবর্ত্তী সম্রাট আন্তনিয়াস পিয়ুস (১৩৮—১৬১) হাড্রিয়ানের শাসন-নীতির অনুসরণ করিলেন। তথাপি স্থানে স্থানে খ্রীষ্টিয়ানদিগের উপর অত্যাচাব হইল। সম্রাট নিজে এরূপ উৎপীড়নের পক্ষপাতী ছিলেন না; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও ভাবিলেন, বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন আর আইন-বিরুদ্ধ নহে। নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মণ্ডলী প্রকাশ্যেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে এবং দেবপূজার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করিল।

(২)

কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিক এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন ; সুপ্রসিদ্ধ জাস্তিন্ ইহাদের অন্যতম। জাস্তিন্ জাতিতে সম্ভবতঃ গ্রীক ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে নানা দার্শনিক মতবাদ অবলম্বন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ কোন মতই তাহাকে ঈশ্বরের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। একদা তিনি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে-ছিলেন এমন সময় এক সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদায়কালে বৃদ্ধ বলিলেন, 'প্রার্থনা কর যেন আলোকের তোরণ তোমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়; কারণ এই সকল বিষয় শুধু সেই জানিতে ও দেখিতে পারে যাহাকে ঈশ্বর ও তাঁহার খ্রীষ্ট বুঝিবার ক্ষমতা প্রদান করেন।' এই ঘটনার অল্পকাল পরেই খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলীভুক্ত হন।

বাপ্তিস্মের পর তিনি সাম্রাজ্যের নানাস্থানে—এশিয়া, ইতালী ও মিসরে ভ্রমণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মবিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন, এবং অবশেষে রোমে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকৃতি জনসাধারণের কাছে প্রচার করা, খ্রীষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে প্রচারিত নানা অপবাদের ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণ করা তাহার জীবনের লক্ষ্য হইল। তাঁহার Apology অর্থাৎ খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর পক্ষসমর্থন গ্রন্থে তিনি দেখাইলেন যে ভীষণ উৎপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয়ানদের দৃঢ়তা তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সত্যতাই প্রমাণ করে। তাহাদের রীতি নীতি বর্ণনা করিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন বাস্তবিকই নির্দ্দোষ, এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত অপবাদ সকল নিতান্তই অমূলক।

এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—'কিছুদিন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার পর শিক্ষার্থীকে পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নান প্রদান করা হয়; এই দীক্ষাস্নান দ্বারা শিক্ষার্থী নবজন্ম লাভ করে।' পবিত্র প্রভুর ভোজ সম্বন্ধে

সাধারণ লোকের এরূপ ধারণা ছিল যে, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে খ্রীষ্টীয়ানেরা নিতান্ত গর্হিত আচরণ করিয়া থাকে। জাস্তিন্ এই পবিত্র সহভাগ সম্পাদন সম্বন্ধে বলেন,—'অতি প্রত্যুষে এই ধর্ম্ম ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; সভাপতি রুটি ও জলমিশ্রিত দ্রাক্ষারস হাতে লইয়া তাহা পবিত্র করেন।' পবিত্রীকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারস সম্বন্ধে তিনি বলেন—'এই খাদ্য, যাহা প্রার্থনা ও পবিত্র আত্মার শক্তিতে ইউখারিস্ত্ হয়, তাহা আর সাধাবণ রুটি দ্রাক্ষারস থাকে না, কিন্তু মানবদেহধারী যীশুর শরীর ও রক্ত হইয়া যায়।'

(৩)

যদিও সম্রাট খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি উৎপীড়নের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি তাহার রাজত্বের শেষ ভাগে কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নির্য্যাতন ও মৃত্যু ভোগ করিয়াছিলেন। স্মার্ণার বিশপ সাধু পলিকার্প তাহাদের অন্যতম।

অনুমান ৭০ খৃষ্টাব্দে পলিকার্পের জন্ম হয়; টার্টালিয়ান বলেন যে সাধু যোহন স্বয়ং তাঁহাকে স্মার্ণার বিশপপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পলিকার্প সাধু ইগ্নেতিয়ুসের সতীর্থ এবং সাধু যোহনের শিষ্য। ১৫৫ কিম্বা ১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাক্ষীর মৃত্যু লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৬ বৎসব। স্মার্ণার মণ্ডলী তাঁহাব দুঃখ ভোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ফিলোমেলিয়মের মণ্ডলী এবং সমগ্র কাথলিক মণ্ডলী সমীপে প্রেরণ করিয়াছিল। সেই লিপি হইতে নিম্নের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন নির্যাতন ও হিংস্র পশুর আক্রমণ সহ্য করিয়া ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বীকার করিয়াছিল। কুইন্টাস নামক একজন স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু পশুর মুখে পড়িতে হইবে দেখিয়া শেষ মুহূর্ত্তে সে ভয়ে ধর্ম্মত্যাগ করে। ইচ্ছাপূর্ব্বক পরীক্ষায় ঝাপ দেওয়ার ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

তখন জনতা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'নাস্তিকদের বিনষ্ট কর, পলিকার্পকে খুঁজিয়া বাহির কর'। পলিকার্প জনতার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও নগরে থাকাই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে অগত্যা নগর ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অদূরবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইতে হইল। এখানে সর্ব্বমানবের কল্যাণের জন্য বিশেষতঃ কাথলিক মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনায় তিনি কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল। অবশেষে একজন ক্রীতদাস নির্য্যাতন বশতঃ তাঁহাব আশ্রয স্থান প্রকাশ করিয়া দিল।

সন্ধ্যাবেলা শত্রুরা তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। পলিকার্প ইচ্ছা করিলে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু পলায়নের ইচ্ছা তাঁহার ছিল না; তিনি কেবল বলিলেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক'। যাহারা তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছিল তিনি তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন, তাহাদের ভোজন পানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং প্রার্থনার জন্য ঘণ্টাখানেক সময় চাহিয়া লইলেন। এ অনুরোধে তাহারা সম্মত হইল। তখন পলিকার্প দুই ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন; তাঁহার প্রার্থনাব আবেগ দর্শনে শত্রুদেরও হৃদয় দ্রবীভূত হইল। প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে তাহারা তাঁহাকে গর্দ্দভারোহণে নগরাভিমুখে লইয়া চলিল।

সেইদিন উৎসব দিন। পথিমধ্যে হেরোদ নামক একজন প্রধান প্রহরীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। হেরোদ পলিকার্পকে স্বীয় শকটে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন–সম্রাটকে প্রভু বলিতে ক্ষতি কি, একবার বলি উৎসর্গ করিয়া নিজেকে রক্ষা করিলেই বা দোষ কি? এ সকল কথায় প্রথমে তিনি কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু যখন তাহারা বার বার তাঁহাকে এইরূপ অনুরোধ করিতে লাগিল, তিনি শুধু বলিলেন—'আমি এরূপ পরামর্শ কিছুতেই গ্রহণ

করিতে পারি না।' ইহাতে হেরোদ ও তাহার সঙ্গীগণ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শকট হইতে নামাইয়া দিল। অবতরণকালে বৃদ্ধ বিশপ পায়ে গুরুতর আঘাত পাইলেন ; কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি রঙ্গভূমির দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন।

রঙ্গভূমি তখন লোকে লোকারণ্য ; কোলাহলে কিছুই শুনা যাইতেছিল না। পলিকার্প দৃঢ়পদে রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই কোলাহল ভেদ করিয়া এই বাণী শ্রুত হইল, 'পলিকার্প পুরুষোচিত আচরণ কর'। এই বাণী কোথা হইতে আসিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু অনেকেই উহা শুনিতে পাইল।

শাসনকর্ত্তা পলিকার্পকে প্রশ্ন করিলেন—'তুমিই কি পলিকার্প?' তিনি উত্তর করিলেন 'হাঁ'। তখন শাসনকর্ত্তা বলিলেন, 'তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, কেন প্রাণ হারাইবে? সম্রাটের নামে শপথ কর—ভাবিযা দেখ—কেবল একবার বল, নাস্তিকদের সর্ব্বনাশ হউক'। পলিকার্প উন্মত্তপ্রায় দর্শক মণ্ডলীর প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, নাস্তিকদের দূর কর'। শাসনকর্ত্তা পুনরপি বলিলেন, 'একবার মাত্র শপথ কর, তাহা হইলেই তোমাকে ছাড়িয়া দিব ; খ্রীষ্টকে অভিশাপ দেও'। তখন পলিকার্প উত্তব করিলেন—'৮৬ বৎসর কাল আমি তাঁহার সেবা করিয়াছি, তিনি ত আমার কোন অনিষ্ট করেন নাই ; আমাব রাজা, যিনি আমার পরিত্রাণ সাধন করিয়াছেন কিরূপে আমি তাঁহার নিন্দা করিতে পারি?' তখন শাসনকর্ত্তা ভয় দেখাইয়া বলিলেন —'নিকটেই হিংস্র পশু আছে, তুমি যদি এখনও মন পরিবর্ত্তন না কর তাহা হইলে তোমাকে তাহাদেব মুখে নিক্ষেপ করিব'। পলিকার্প শুধু বলিলেন—'পশুদিগকে ডাকুন'। শাসনকর্ত্তা বলিলেন, 'যদি বন্য পশুদিগকে ভয় না কর তবে তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব।'

পলিকার্প—'যে আগুন ক্ষণকালেই নিভিয়া যায় আপনি আমাকে তাহার

ভয় দেখাইতেছেন, কিন্তু আগামী বিচার ও অনির্ব্বাণ অগ্নিব কথা আপনি কিছুই জানেন না ; আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন'।

অশীতিপর বৃদ্ধের এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দর্শনে শাসনকর্ত্তা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অবশেষে ঘোষণাকারীকে রঙ্গভূমিতে এই কথা তিনবার ঘোষণা করিতে আদেশ করিলেন যে পলিকার্প স্বীকার করিয়াছে যে সে খ্রীষ্টিয়ান। তখন যিহূদী ও পৌত্তলিক সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—'এই ত সেই খ্রীষ্টিয়ানদের পিতা, এবং দেবতার শত্রু, যে লোকবৃন্দকে দেবতার কাছে বলিদান বা পূজা করিতে নিষেধ করে।' সকলেই বলিতে লাগিল যে পলিকার্পকে বিনষ্ট কবিবার জন্য একটা সিংহ ছাড়িয়া দেওয়া হউক। শাসনকর্ত্তা বলিলেন যে, ক্রীড়াব নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন সিংহ ছাড়িবা দেওয়া যাইতে পারে না। তখন তাহাবা চীৎকার করিয়া বলিল যে পলিকার্পকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হউক।

তখনই সেই রক্তলোলুপ জনমণ্ডলী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। এই ব্যাপারে যিহূদীদেরই সমধিক উৎসাহ দেখা গেল। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে পলিকার্প পরিধেয় বস্ত্র ও কটিবন্ধ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রেকবিদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইলে—তিনি বলিলেন, 'আমাকে প্রেকবিদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিতে যিনি আমাকে শক্তি দিবেন, তিনিই প্রেক ছাড়াও আমাকে অগ্নিমধ্যে স্থির থাকিবাব সামর্থ্য যোগাইবেন।'

তাঁহাকে বন্ধন করা হইলে পর তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—'হে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু, তোমার প্রিয় পুত্র যীশুর পিতা, যিনি আমাদের কাছে তোমাকে প্রকাশ করিয়াছেন, হে সকল দূতবন্দের ও সর্ব্বসৃষ্টির পিতা, সকল ভক্তসমাজের পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ করি যে তুমি আমাকে তোমার খ্রীষ্টের পান পাত্রে সাক্ষীদের সঙ্গে পান করিবার জন্য এ সময়ে

আহ্বান করিয়াছ; প্রার্থনা করি, পুনরুত্থানে পবিত্র আত্মার দ্বারা যেন আমি শরীর ও আত্মার অমরত্ব লাভ করিতে পারি, এবং তোমার দৃষ্টিতে মূল্যবান ও গ্রাহ্য বলিরূপে যেন তাঁহাদের সমাজে অধিকার লাভ করি'। আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু অগ্নি যেন সাধুর দেহকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না; তখন একজন ছুরিকাঘাতে বৃদ্ধের জীবলীলা শেষ করিয়া দিল।

তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার মৃতদেহ ভিক্ষা চাহিলে যিহূদীরা বলিল, মৃতদেহ যেন খ্রীষ্টিয়ানদিগকে দেওয়া না হয়, কারণ তাহা হইলে তাহারা ক্রুশার্পিতকে পরিত্যাগ করিয়া এ ব্যক্তিকেই পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দিবে। যিহূদীদের এই অদ্ভুত কথার উত্তর পত্রেই আছে—'তাঁহাকে আমরা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পূজা করি, কিন্তু সাক্ষীদিগকে আমরা ভালবাসি, কারণ তাঁহারা প্রভুর শিষ্য ও অনুকারী'। দেহ ভস্মীভূত হইলে খ্রীষ্টিয়ানেরা এই লোকবরেণ্য সাক্ষীর কয়েকখানি অস্থি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়

শ্বেতবসন সাক্ষীবাহিনী

(১)

সম্রাট আন্তনিয়াস পিউসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলীর শান্তির কাল তিরোহিত হইল। পরীক্ষার অনলে মণ্ডলীর বিশ্বাস ও প্রেম প্রতিপন্ন করিবার দিন আবার সমাগত হইল। ১৬১ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টোয়িক্ মতাবলম্বী মার্কাস্ অরেলিয়ুস্ (১৬১—১৮০) রোমের সম্রাট হইলেন। ন-খ্রীষ্টীয়ান দর্শন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া ইনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ; ইহার "আত্ম চিন্তা" অদ্যাপি সুধীসমাজে সমাদৃত। এই গ্রন্থের কঠোর নৈতিক আদর্শ তিনি স্বীয় জীবনে মূর্ত্তিমান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ চরিত্র এবং খ্রীষ্টিয় ভক্তের চরিত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ—কারণ একের জীবন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে, অপরের জীবন খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হইয়াই সার্থকতা লাভ করে। উভয়েই কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করে বটে ; কিন্তু এক জনের উদ্দেশ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা, অপরের লক্ষ্য পরিপূর্ণ আত্ম বিসর্জ্জন। একজন নিজের সাধনা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে, অন্যজন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টে আত্মসমর্পণ করিয়া পরিত্রাণ লাভের জন্য ব্যাকুল।

মার্কাস অরেলিয়ুসের চরিত্র সমসাময়িক দুর্নীতির কলঙ্ক হইতে মুক্ত ছিল বটে ; কিন্তু প্রকৃত ন্যায়পরতা তাহার ছিল না, থাকিলে খ্রীষ্টিয়ানদিগকে নির্য্যাতন করিবার পূর্ব্বে তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য তিনি জানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। প্রচলিত দেবপূজায় বিশেষতঃ সম্রাট-পূজায় তাহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তিনি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন সম্রাটের মত খ্রীষ্টিয়ানদের আইনলঙ্ঘন উপেক্ষা করিতে

পারিলেন না। যদি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম বিশ্বাস সত্যই সাম্রাজ্যের আইন বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করাই সঙ্গত, তিনি এই নীতির অনুসরণ করিলেন।

(২)

অবেলিয়ুসের রাজত্ব কালে সম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই মণ্ডলীর বিরুদ্ধে আইনের অস্ত্র প্রযোগ করা হইল। এশিয়া মাইনর ও গল্ প্রদেশেই উৎপীড়ন অত্যন্ত ভীষণ আকাব ধারণ কবিয়াছিল। এশিয়া মাইনরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত খ্রীষ্টিয়ানগণ সিংহের কবলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। কথিত আছে যে জার্মেনিকাস্ নামক এক খ্রীষ্টিয়ান বালক অসম সাহসেব পরিচয প্রদান করিয়াছিল। সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সে সিংহেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; বালকেব বীবত্ব দেখিয়া শাসন কর্ত্তা স্তম্ভিত হইযা গেলেন এবং তাহাকে ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক সে অনুনযে কর্ণপাত করিল না। অলৌকিক সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক সে সিংহের কাছে আত্মসমর্পণ করিল : এবং অচিরে সিংহেব নখদন্তাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইযা খ্রীষ্ট-সাক্ষীর বিজয় কিরীট লাভ করিল।

অরেলিয়ুসের রাজত্বের প্রথম ভাগে সুবিখ্যাত খ্রীষ্টিয দার্শনিক জাস্টিন্ রোমে ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

রাজধানীর নগরপাল রাস্টিকাস্, মহামতি জাস্তিন্‌কে প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কিরূপ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন ?'

জাস্তিন্ উত্তর করিলেন, 'সকল দর্শনশাস্ত্র ও বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি এবং অবশেষে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।'

রাস্টিকাস্—'এই দর্শন কি আপনাকে তৃপ্তি প্রদান করিয়াছে ?'

জাস্তিন্—'আজ্ঞা হাঁ।'

রাস্টিকাস্—'এই দর্শনের শিক্ষা কিরূপ ?'

জাস্তিন—'যে সত্য সকল খ্রীষ্টিয়ানই স্বীকার করে তাহা এই যে আমরা বিশ্বাস করি, দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর আছেন; এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমরা ঈশ্বর পুত্র বলিয়া স্বীকার করি; তাঁহার আগমন ব্রহ্মবাদীগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন; তিনি মানব জাতির বিচার করিতে পুনর্ব্বার আগমন করিবেন।' তখন নগরপাল জানিতে চাহিলেন খ্রীষ্টিয়ানগণ কোন্‌স্থানে সমবেত হইয়া থাকে।

জাস্তিন্‌—'যেখানে যখন সুবিধা হয় সেইখানেই আমরা একত্র হই। খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বর স্থানবিশেষে আবদ্ধ নহেন। তিনি অদৃশ্য, স্বর্গ ও ভূতলে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এবং বিশ্বাসীরা সর্ব্বত্র তাঁহাব আরাধনা ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।'

রাস্‌টিকাস্‌—'কিন্তু আপনি ও আপনার শিষ্যবর্গ কোথায় সমবেত হইয়া থাকেন তাহাই বলুন না।'

জাস্তিন্‌—'অমুক স্নানাগারেব নিকটে মার্টিন নামক এক ব্যক্তির গৃহের কাছে আমি এপর্য্যন্ত বাস করিয়া আসিয়াছি। যাহারা আমার কাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসিয়াছে সকলকেই আমি সত্য শিক্ষা দিয়াছি।'

রাস্‌টিকাস্‌—'আপনি কি একজন খ্রীষ্টিয়ান'?

জাস্তিন—'অবশ্য আমি খ্রীষ্টিয়ান।'

তাঁহার সঙ্গে আর যে পাঁচ ব্যক্তিব বিচার হইতেছিল তাহাদিগকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, এবং তাহারা সকলেই একই প্রকার উত্তর দিল।

তখন নগরপাল জাস্তিনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'আপনি সুবক্তা বলিয়া বিখ্যাত এবং আপনি মনে করেন যে আপনি সত্য শিক্ষা অবলম্বন করিয়াছেন; আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যদি প্রহার করিতে করিতে আপনাকে বধ করা হয় তাহা হইলে আপনি স্বর্গে আরোহণ করিবেন?'

জাস্তিন্‌—'যে দণ্ডের কথা বলিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইলে আশা করি খ্রীষ্টের আজ্ঞাপালনকারীগণ যাহা প্রাপ্ত হয় আমিও তাহাই লাভ করিব।'

রাস্‌টিকাস্‌—'আপনি কি বিবেচনা করেন যে ভবিষ্যতে আপনি ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করিয়া কোন প্রকার পুরস্কার লাভ করিবেন ?

জাস্তিন্‌—'শুধু বিবেচনা করি না, জানি, এরূপ নিশ্চিতরূপে জানি যে এ বিষয়ে আমার মনে কোন সংশয় নাই।'

নগরপাল তখন তাহাদের সকলকেই বলি উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু সকলেই একবাক্যে অসম্মত হইল।

রাস্‌টিকাস্‌—'আমার আদেশ পালন না করিলে তোমাদিগকে ভীষণ দণ্ডভোগ করিয়া মরিতে হইবে।'

জাস্তিন—'আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এই প্রার্থনা করি যেন দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হই'।

তখন তাহাদিগকে প্রথমে বেত্রাঘাত করা হইল ; তৎপরে কুঠারাঘাতে তাহাদের মস্তক ছেদন করা হইল। বন্ধুজন আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ লইয়া গিয়া গোপনে সমাধিস্থ করিল।

(৩)

যখন সম্রাট উন্নত নৈতিক আদর্শ অনুসারে স্বীয় জীবন সুসংযত ও সুগঠিত করিতে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময়ে সাম্রাজ্যের প্রদেশে প্রদেশে শাসনকর্ত্তারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস অপরাধে শত শত নবনারী বালকবালিকা ও বৃদ্ধকে নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করিতেছিল। উচ্চ নৈতিক আদর্শ সম্রাটকে এই নিদারুণ অন্যায় হইতে রক্ষা করিল না। গুপ্তচরেব সংখ্যা বাড়িয়া চলিল ; যত হীনচরিত্র নীচাশয় লোকদিগকে খ্রীষ্টিয়ানদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিতে উৎসাহ দেওয়া হইতে লাগিল ; ক্রীতদাসদিগকে নির্দ্দয়-ভাবে পীড়ন করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করা হইল। রাজত্বের প্রথমভাগে রাজ্যের স্থানে স্থানে জলপ্লাবন ও মহামারী দেখা দিয়াছিল। খ্রীষ্টিয়ানদের

নাস্তিকতা অর্থাৎ প্রচলিত ধর্ম্মে অবিশ্বাস হেতুই দেবতারা কুপিত হইয়া এই সকল দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন এইরূপ কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল।

বিশেষতঃ এশিয়া ও গল প্রদেশে খ্রীষ্টিয়ানদেব দুর্গতির অবধি রহিল না। লিয়েঁা ও ভিয়েনা অঞ্চলে খ্রীষ্টিয়ানদিগকে সাধারণ স্নানাগারে প্রবেশ কবিতে কিম্বা দোকানে খাদ্য ক্রয় করিতেও দেওয়া হইত না; সাধারণ প্রজার সকল অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। ক্রীতদাসদিগকে যন্ত্রণা দিয়া খ্রীষ্টিয়ানদেব বিরুদ্ধে অকথ্য, অস্বাভাবিক ও বীভৎস পাপাচারের অভিযোগ আনয়ন কবিতে বাধ্য করা হইল।

কত খ্রীষ্টিয়ান শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দুর্গন্ধময় অন্ধকার কারাকূপে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তথায় ক্ষুধাতৃষ্ণার যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ৯০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ বিশপ উন্মত্ত জনতার হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কারাগারে দুই দিনেব মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। একজন খ্রীষ্টিয়ানকে নির্য্যাতন-স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল; তাহার মাতা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'ঈশ্বরকে মনে রাখিও, যে মৃত্যু অনন্ত জীবনের দ্বার তাহাতে ভীত হইও না; স্বর্গের দিকে দৃষ্টি কর, যাতনাকে তুচ্ছ জ্ঞান কর, এই যাতনাই তোমাকে অবিনশ্বর মুকুট প্রদান করিবে'।

ব্লাণ্ডিনা নাম্নী একটি দাস-বালিকাই এই অঞ্চলের সাক্ষীদের মধ্যে সমধিক বীরত্ব দেখাইয়াছিল। তাহার প্রভুপত্নী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে নির্য্যাতনবশতঃ সে হয়ত ধর্ম্মত্যাগ করিবে। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও সে অবিচলিত রহিল; এবং খ্রীষ্টিয়ানদের সম্বন্ধে কথিত নানা অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া কেবলি বলিতে লাগিল—'আমি খ্রীষ্টিয়ান, আমাদের মধ্যে কোনরূপ পাপানুষ্ঠান হয় না'। সর্ব্বসমক্ষে এই দুর্ব্বলা বালিকাকে তিনবার ভীষণ যন্ত্রণা দেওয়া হইল; তথাপি সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না; বরং অন্য সকলকে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে উৎসাহ দিতে লাগিল। হিংস্র পশুর

সঙ্গে তিন জন খ্রীষ্টিয়ান যুদ্ধ করিতেছে এবং দণ্ডকাষ্ঠে লম্বমান ব্লাণ্ডিনা তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছে; আবার তাহার পঞ্চদশ বর্ষীয় ভ্রাতা যখন দারুণ যাতনা ভোগ করিতেছে ব্লাণ্ডিনা নিজের অসহ্য যাতনা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিতেছে; এইরূপ অলোকসামান্য বীরত্ব দাস-বালিকার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইল? লিয়োঁনগরের মণ্ডলী সাক্ষীদের মৃত্যু বিবরণ-পত্রে এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়াছেন,—'ঈশ্বর পরাক্রমীর গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য জগতের দুর্ব্বল ও নিতান্ত হেয় ব্যক্তিদিগকেই মনোনীত করিয়া থাকেন।' ব্লাণ্ডিনা ক্রুশে বিদ্ধ হইল, উত্তপ্ত লৌহাসনে তাহাকে বসাইয়া রাখা হইল; সে হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু পশু তাহাকে স্পর্শও করিল না; তৎপরে বদ্ধ অবস্থায় সে বৃষের শৃঙ্গাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইল। এইরূপ বহুবিধ নির্য্যাতনের মধ্যে একবারও তাহার সাহস বা ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না; অবশেষে তরবারির আঘাতে তাহার আত্মা দেহমুক্ত হইয়া গেল।

সাক্ষীদের মৃত্যুর পরে সৈনিকগণ তাহাদের শব রক্ষা করিতে লাগিল। খ্রীষ্টিয়ানদিগকে শব সমাধিস্থ করিবার অনুমতি পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। ছয় দিন পরে মৃতদেহগুলি দগ্ধ করিয়া ভস্ম রোন্ নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল। যিনি ন-খ্রীষ্টিয়ান সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া জগদ্বিখ্যাত তাহারই রাজত্বকালে এবং তাহারই সম্মতিক্রমে এই প্রকার জঘন্য নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান হইল!

সম্রাট অরেলিয়ুস উন্নত ও কঠোর নৈতিক আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার জীবনে শান্তি ছিল না; তাহার ভ্রাতা কামুক পিশাচের জীবন যাপন করিতেছিল; তাহার পুত্র অল্প বয়সেই মহা পাপিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল; মৃত্যুর পরে অমরত্ব লাভের আশাও তাহার ছিল না। তিনি জগতের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত, আর ব্লাণ্ডিনা সামান্য দাস-বালিকা; কিন্তু এই দাস-বালিকার দুঃখময় জীবন ও মৃত্যুই যে দিব্য সৌন্দর্য্যে গরীয়ান ও অলৌকিক আনন্দে সার্থক এবং সম্রাটের জীবন অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক মহিমামণ্ডিত তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

দ্বাদশ অধ্যায়

মণ্ডলীর প্রসার লাভের কয়েকটি কারণ

(১)

মার্কাস অরেলিয়ুসের পরে কমোডাস সম্রাট হইলেন। ইহার রাজত্ব কালে আপোলোনিয়ুস নামক রোমের মহাসভার একজন সম্ভ্রান্ত সদস্য খ্রীষ্টে বিশ্বাসের জন্য নিহত হন। তাঁহার একজন ক্রীতদাস তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস প্রকাশ করিয়া দেয়। আপোলোনিয়ুস মহাসভার সমক্ষে আত্মপক্ষসমর্থন করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

টার্টালিয়ান লিখিয়াছেন—'যতই আমাদের বধ করা হয়, ততই আমরা বৃদ্ধি পাই; খ্রীষ্টিয়ানদের রক্ত, বীজ স্বরূপ। তোমরা আমাদিগকে এই বলিয়া নিন্দা কর যে আমরা নিতান্ত একগুঁয়ে, কিন্তু আমাদের এই একনিষ্ঠ দৃঢ়তাই আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ঘোষণা করে। ইহা প্রত্যক্ষ করিলে ইহার কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি কাহার হৃদয়ে না জাগিয়া উঠে; কে না অনুসন্ধানের ফলে এই ধর্ম্মবিশ্বাস গ্রহণ করে; আর এমন কে আছে যে ইহা গ্রহণের পর ইহার জন্য দুঃখভোগ করিতে ব্যগ্র না হয়?'

বাস্তবিক রোমান উৎপীড়ন-নীতির ফলে মণ্ডলীর প্রভাব দিকে দিকে প্রসারিত হইতেছিল, সমাজের স্তরে স্তরে এই ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিতেছিল। কেবল রোমান মহাসভায় নহে, সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। চিকিৎসক, উকিল, সৈনিক এবং অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে বহু খ্রীষ্টিয়ান দেখা যাইতে লাগিল। রোমের বহু ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবার এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সম্রাটের সভাসদগণের মধ্যেও কেহ কেহ খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন। একজন প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার পত্নীও খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিলেন। সুদূর ব্রিটন দ্বীপেও খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তার লাভ

করিতেছিল। এখন আর খ্রীষ্টিয়ানেরা ধর্ম্ম বিশ্বাস গোপন রাখিতে চেষ্টা করিল না বরং প্রকাশ্যে দেবপূজা এবং প্রচলিত কুসংস্কার ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

(২)

পাপব্যাধিজীর্ণ সমাজের কাছে তাহারা এক স্বর্গীয় ত্রাণকর্ত্তার কথা বলিতে লাগিল, যিনি পাপ ও ব্যাধির বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ। তাহাদের শত্রুরা বলিত, 'এই হতভাগাদের অদ্ভুত খেয়াল এই যে তাহারা অমর'; খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিত, 'তিনি আমাদিগকে আলোক প্রদান করিয়াছেন, পিতার ন্যায় স্নেহে তিনি আমাদের কাছে কথা বলিয়াছেন, আমাদিগকে বিনাশ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, প্রস্তর, কাষ্ঠ, স্বর্ণ রৌপ্য ও পিত্তলের পূজা করিতাম, আমাদের সমস্ত জীবন মৃত্যুবৎ ছিল।'

তাহারা বলিত যে তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা কেবল পাপ ব্যাধি নহে কিন্তু শারীরিক রোগও আরোগ্য করিতে সমর্থ। সর্ব্বত্রই খ্রীষ্টিয়ানেরা পীড়িতদের সেবা করিত। মণ্ডলী পীড়া ও দারিদ্র্য মোচনের একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া দাড়াইয়াছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রতি মণ্ডলীতেই একজন বিধবা, পীড়িতা স্ত্রীলোকদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত থাকিতেন; দিবারাত্রি পীড়িতের আহ্বানের জন্য তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইত। ইহারাই পরে মহিলা-ডিকন নামে পরিচিত হন। কিন্তু মণ্ডলীর ডিকনদের উপরেই পরসেবার ভার বিশেষ ভাবে ন্যস্ত ছিল; তাহাদিগকে দিবারাত্র বিবিধ-হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকিতে হইত; দরিদ্র এবং পীড়িতদের সেবা তাহাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। এই শ্রমসাধ্য ও বিপজ্জনক কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া বহু ডিকনকে সাক্ষীর মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল।

সাধু সিপ্রিয়ান যখন কার্থেজ হইতে নির্ব্বাসিত তখন তাঁহার নিভৃত আশ্রয় স্থান হইতে তিনি ডিকনদিগকে এই বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া ছিলেন, যেন পীড়িতদের কোনরূপ অযত্ন না হয়। সুরিয়া এবং পালেস্তাইনের বিশপগণ অনেকেই চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বহু পীড়িত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিতেন; তাহাদের আরোগ্য সাধন-শক্তি ন-খ্রীষ্টিয়ানেরাও অস্বীকার করিতে পারিত না। তবে তাহারা বলিত যে, যাদু বলেই তাহারা পীড়িতদিগকে সুস্থ করিয়া থাকে। পীড়িতের সেবা কেবল মণ্ডলীর পরিচারকশ্রেণীর নয় কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল।

ভূতগ্রস্তদিগকে নিরাময় করাও মণ্ডলীর আর একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। এইরূপক্ষমতাপ্রাপ্ত এক শ্রেণীর সেবক অনেক মণ্ডলীতেই দেখা যাইত। একটি প্রাচীন খ্রীষ্টিয় গ্রন্থে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—'তোমাদের উপবাস, প্রার্থনা, জাগরণ এবং অন্যান্য সদনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে দেহের ক্রিয়া সকল বিনষ্ট কর। যে এরূপ করে সেই ত ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার মন্দির, সে ভূতগণকে বিতাড়িত করুক; এ কার্য্যে ঈশ্বর তাহার সহায় হইবেন। প্রভু স্বয়ং ভূতবহিষ্কারের ও অন্যবিধ আরোগ্য সাধনের আদেশ দিয়াছেন।'

সাক্ষীপ্রবর জাস্টিন্ লিখিয়াছেন—'ভূতদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য ঈশ্বরপুত্র মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তোমাদের চক্ষের সম্মুখে যাহা ঘটে তাহা হইতেই ইহা জানিতে পার। খ্রীষ্টিয়ানদের অনেকে জগতের নানা স্থানে এবং তোমাদেরই নগরে যীশু খ্রীষ্টের নামে এরূপ বহু ভূতগ্রস্তকে মুক্তিদান করিয়াছে, যাহাদিগকে ওঝা যাদুকর ও চিকিৎসকেরা সুস্থ করিতে পারে নাই।' এইরূপ ভূতমুক্ত বহু ব্যক্তি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া মণ্ডলী ভুক্ত হইত।

(৩)

কিন্তু পৌত্তলিক জগতের নিকট খ্রীষ্ট মণ্ডলীর বিশ্বাসের সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ ছিল প্রেম: পরস্পরের প্রতি এবং ন খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানদের প্রেম সত্যই এক নূতন অনুজ্ঞা পালনের মত প্রতীয়মান হইত।

"আমরা অসহায়কে আশ্রয় দেই, আমরা প্রেম সাধন করি বলিয়াই আমাদের শত্রুরা আমাদের ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, 'দেখ, খ্রীষ্টিয়ানেরা একজন অন্য জনকে কিরূপ ভাল বাসে; দেখ, তাহারা কেমন একে অন্যের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত'।" খ্রীষ্টিয়ানদের ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ প্রেমের এই মহিমা দৃষ্ট হইত, তেমনি সমগ্র মণ্ডলীর জীবনেও ইহা নানা ভাবে প্রকাশিত হইত।

দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য মণ্ডলী নিয়মিতরূপে বহু অর্থ ব্যয় করিত। তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমের মণ্ডলী প্রায় ১৫ শত দরিদ্রের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিত এবং এজন্য এই মণ্ডলীকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। মণ্ডলীতে ধনশালী লোক অল্পই ছিল, সুতরাং এইরূপ দান সাধারণ লোকদের নিয়মিত ত্যাগ স্বীকারের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একবার উৎপীড়ন কালে লরেন্সিয়াস্ নামক রোমের একজন আর্চ্চ-ডিকনকে মণ্ডলীর সমস্ত ধনসম্পদ সমর্পণ করিতে আদেশ করা হয়। লরেন্সিয়াস্ বিচারককে বলিলেন যে, মণ্ডলীর সম্পত্তি তিন দিনের মধ্যে তিনি তাহার কাছে উপস্থিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বহন করিয়া আনিবার জন্য বহু যানবাহনের প্রয়োজন হইবে। তৎপরে আর্চ্চ-ডিকন মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত দরিদ্রগণকে একত্র করিলেন এবং যথা-সময়ে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, 'ইহারাই মণ্ডলীর ধনসম্পদ'। ক্রুদ্ধ বিচারক আর্চ্চ-ডিকনকে লৌহ আসনের উপর বসাইয়া তন্নিম্নে অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধীরে ধীরে দগ্ধ করিতে আদেশ

করিলেন। লরেন্সিয়াস্ হাসিমুখে এই ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০ই আগষ্ট এই বীর পুরুষের স্মৃতি রক্ষার দিন।

ধর্ম্মত্যাগী সম্রাট জুলিয়ান লিখিয়াছেন—'এই ধর্ম্মবিদ্বেষী গালিলিয়েরা কেবল তাহাদের দলভুক্ত দরিদ্রদিগকে নয়, আমাদের দীনদুঃখীকেও অন্ন দান করিয়া থাকে। আমরা দরিদ্রদের যত্ন করি না, কিন্তু ইহাদের 'অধর্ম্ম' (অর্থাৎ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম) অপরিচিতের প্রতি করুণা ও মৃতের সৎকারে একান্ত যত্ন প্রদর্শন দ্বারাই প্রধানতঃ বিস্তার লাভ করিয়া থাকে।'

ক্রীতদাসদের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানদের আচরণ দ্বারাও তাহাদের প্রেমের গভীরতা ও বাস্তবতা প্রকাশিত হইত। বিশ্বাসাবলম্বী ক্রীতদাস নরনারী মণ্ডলীতে ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপে গণ্য হইত। তাহাদের প্রতি কোনরূপ সামাজিক অসমতা বা তাচ্ছিল্য দেখান হইত না। মনিবদিগকে বিশ্বাসী ক্রীতদাসের প্রতি ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। মণ্ডলীতে ক্রীতদাসগণের পূর্ণ অধিকার ছিল: উপযুক্ত হইলে তাহারা পুরোহিত এমন কি বিশপ পদে নিযুক্ত হইতে পারিত। রোমের বিশপ ক্যালিষ্টাস পূর্ব্বে একজন ক্রীতদাস ছিলেন।

বন্দী খ্রীষ্টিয়ানদিগকে মুক্তি প্রদান মণ্ডলীর আর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। নিউমিডিয়া অঞ্চলের কয়েকটি নগর একবার বর্ব্বর দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এবং দস্যুগণ কয়েকজন খ্রীষ্টিয়ানকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কার্থেজ নগরের বিশপ মহামতি সিপ্রিয়ান এই সংবাদ জানিতে পারিয়া কার্থেজের খ্রীষ্টিয়ানদের নিকট হইতে প্রায় ১২০০০, টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। 'বন্দী ভ্রাতা ভগ্নীগণ পবিত্র, তাহারা ঈশ্বরের, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমরা ঈশ্বরের প্রতিই প্রেম প্রদর্শন করি: তাহাদের উদ্ধার কল্পে আমরা যাহা দান করি তাহা খ্রীষ্টের জন্যই দেওয়া হয়। এই দানে যে সকল ভ্রাতাভগ্নী যোগ দিয়াছেন তাহাদের নাম পাঠাইতেছি যেন প্রার্থনায় তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পার।'

দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা অন্য কোন দুর্ঘটনার সময় মণ্ডলীর প্রেম-সাধনের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইত। ২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইলে ন-খ্রীষ্টিয়ানেরা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, মুমূর্ষুদিগকে পথিপার্শ্বে ফেলিয়া দিতে লাগিল, মৃতদিগের সংকারও করিত না। এই সময়ে খ্রীষ্টিয়ানেরা অকুতোভয়ে পীড়িতদের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বহু পুরোহিত ও ডিকন পীড়িত ও আর্ত্তের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে নিজেরা এই ব্যাধির কবলে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

সম্রাট মাক্সিমাসের রাজত্বকালে যে ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয় তাহাতেও খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহাদের ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করিয়াছিল। ন-খ্রীষ্টিয়ানেরা এইরূপে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ হইল। দুঃখেদুর্দ্দিনে শুধু তাহারাই সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন করিল; দিনের পর দিন তাহারা মৃতের সংকার করিয়া যাইতে লাগিল এবং নগরের ক্ষুধার্ত্ত এবং নিরন্নদিগকে একত্র করিয়া অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিল। এই সমস্ত দেখিয়া লোকে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম বিশ্বাসের মহিমা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

(৪)

জীবিকা উপার্জ্জনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও মণ্ডলী জগতের সমক্ষে উন্নত আদর্শ ধরিতে সমর্থ হইয়াছিল। অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানই শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত ছিল। আর তাহাদের ধর্ম্মের শিক্ষা ত এই যে কেবল নিজের ভরণ পোষণের জন্য নয় কিন্তু অক্ষম ভ্রাতাদিগের অভাব মোচনের জন্যও সকলেরই শ্রম করা কর্ত্তব্য। 'যে শ্রম না করে সে আহার না করুক', সাধু পৌল কথিত এই নীতি অনুসারে মণ্ডলী সর্ব্বদাই ভিক্ষাবৃত্তি ও অলসতার তীব্র প্রতিবাদ করিত।

প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানেরই জীবিকা অর্জ্জনের অধিকার ছিল—'যাহারা সক্ষম তাহাদের জন্য কাজের সংস্থান কর, এবং যাহারা অক্ষম তাহাদের অভাব মোচন কর।' ডিডাখি গ্রন্থে লিখিত আছে—'কোন কর্ম্মক্ষম ভ্রাতাকে মণ্ডলী দুই তিন দিনের বেশী অন্ন যোগাইবে না। যদি কোন ভ্রাতার কোন ব্যবসায় জানা থাকে তবে সে তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করুক, কোন ব্যবসায় তাহার জানা না থাকিলে তাহাকে বিবেচনা পূর্ব্বক তোমাদের মধ্যে গ্রহণ কর, কিন্তু তাহাকে আলস্যে কালযাপন করিতে দিওনা। যদি সে ইহাতে সম্মত না হয় তবে বুঝিবে সে খ্রীষ্টকে লইয়া বাণিজ্য করিতেছে ; এরূপ লোক সম্বন্ধে সাবধান হইও।'

ন-খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিত যে খ্রীষ্টিয়ানদিগের চিন্তা পরকালের প্রতি নিবদ্ধ এবং পার্থিব বিষয়ে তাহারা একান্ত অক্ষম ও অনভিজ্ঞ। টার্টালিয়ান এই অভিযোগের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা ত তোমাদেরই মত জীবন যাপন করি, তোমাদের মত পরিচ্ছদ পরিধান করি, আমাদের অভাব ও কার্য্য তোমাদেরই অনুরূপ ; বিচারালয়ে, হাটেবাজারে, স্নানাগারে, কারখানায়, সরাইখানায় আমরা তোমাদেরই সঙ্গে যাতায়াত করি ; জলপথে আমরা তোমাদের সহযাত্রী, সেনাদলে তোমাদের সহসৈনিক, তোমাদের মতই ভূমিকর্ষণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকি। আমাদিগকে সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলিলে চলিবে কেন ?'

এইরূপেই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংসারের সকল ব্যাপারের মধ্য দিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছিল। দেবপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাইতেছিল, এবং দেবমন্দিরের পূজারীগণ আপনাদের জীবনোপায় নষ্ট হইবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাধ্বী পার্পেটুয়া

(১)

১৯২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কমোডাস গুপ্তহন্তার হস্তে নিহত হইলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ভয়ানক বিপ্লব দেখা দিল। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে খ্রীষ্ট-মণ্ডলী আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া লইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। রাষ্ট্রনায়কগণ, সৈনিক শ্রেণী এবং জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল যে মণ্ডলীর দিকে তাহাদের ভ্রুক্ষেপ করিবার অবসর রহিল না।

অবশেষে যখন সেপ্তিমিয়াস্ সেভেরাস (১৯৩—২০৫) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখনও খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি উপদ্রবের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কথিত আছে যে সম্রাট একবার পীড়িত হইয়া একজন খ্রীষ্টিয়ান ভৃত্যের তৈলাভিষেকগুণে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন; এবং তদবধি তিনি সেই ভৃত্যকে স্বীয় প্রাসাদে সযত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিতে ছিলেন। টার্টালিয়ান বলেন যে, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস অবগত হইয়াও তিনি তাহাদের প্রতি কোন অত্যাচার ঘটিতে দেন নাই, বরং তাহাদিগকে বিলক্ষণ সমাদর করিতেন।

কিন্তু রাজত্বের দশম বৎসরে তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে নানা স্থানে যিহূদীদের বিদ্রোহ বশতঃ উত্যক্ত হইয়া তাহাদের প্রভাববিস্তার প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়েই তিনি এই আইন বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু এই আইন বিশেষ ভাবে আঘাত করিল খ্রীষ্টিয়ানদিগকে; কারণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মবিশ্বাসের একটি প্রধান কর্ত্তব্য অপরের কাছে তাহা প্রচার করা; খ্রীষ্ট-ভক্ত স্বীয় ধর্ম্মকে অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মের সমতুল্য জ্ঞান করিতে পারে না; কারণ সে বিশ্বাস করে যে তাঁহার ধর্ম্ম

ঈশ্বর প্রদত্ত এবং একমাত্র পূর্ণরূপে সত্যধর্ম্ম। সুতরাং তাহার পক্ষে এইরূপ আইন মান্যকরার অর্থ, খ্রীষ্টের সুস্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করা। যদিও খ্রীষ্টিয়ানদের ক্ষতি করা সম্রাটের অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি এই আইনের ফলে তাহাদের প্রতি জনসাধারণের সুপ্তপ্রায় বিদ্বেষ পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠিল।

মিশর ও উত্তর আফ্রিকার বিশেষরূপে এই খ্রীষ্ট-বিদ্বেষ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। মণ্ডলীর শিক্ষক শ্রেণী এবং তরুণদিগের উপর এই তাড়নার প্রকোপ বিশেষভাবে নিপতিত হইল। আলেকজান্দ্রিয়া নগর উৎপীড়নের একটি প্রধান কেন্দ্র হইল। সুবিখ্যাত অরিজেনের পিতা লিওনিদাস এই উৎপীড়ন কালে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে সাক্ষীর মৃত্যু লাভ করেন। লিওনিদাস পুত্রকে শাস্ত্র পাঠে বিশেষ উৎসাহ দিতেন; পুত্রের অসাধারণ প্রতিভা একদিন সুসমাচারের শিক্ষাকে গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হইবে ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পিতা যখন ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য কারাবদ্ধ তখন অরিজেন্ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন 'পিতা, সাবধান! আমাদের কথা ভাবিয়া যেন তুমি তোমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ না কর।' পুত্রও এই সময়ে সাক্ষীর মৃত্যু আলিঙ্গন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু মাতা বালকের পরিধেয় বস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখিলেন এবং তাহাকে গৃহের বাহির হইতে দিলেন না। এরূপে মাতার যত্নে এ যাত্রা বালকের প্রাণ রক্ষা পাইল।

যখন তাহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ মাত্র তখনই অরিজেনের প্রতিভা ও সাধু জীবনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য মৃত্যু আলিঙ্গন করিবার সাহস ও আগ্রহ তিনি শিষ্যদের অন্তরে সঞ্চার করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন।

(২)

বহু ধর্ম্মশিক্ষার্থী এই সময়ে খ্রীষ্ট নামের জন্য মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিল; তাহাদের দীক্ষাস্নান গ্রহণের সুযোগ হইল না; রক্ত-দীক্ষাই তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। অনেকে আবার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার গৃহে বিশ্বাস স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইল। ইহাদের মধ্যে সাধ্বী পার্পেটুয়া ও সাধ্বী ফেলিসিটাস্ নাম্নী দুইজন রমণীই সমধিক প্রসিদ্ধ। ২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে কার্থেজ নগরে ইহারা সাক্ষীর মৃত্যু লাভ করেন।

সম্ভ্রান্ত বংশে, ধনীর ঘরে পার্পেটুয়ার জন্ম। পিতা তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিয়াছিলেন। ফেলিসিটাস্ দাস-রমণী ছিলেন।

পার্পেটুয়া অল্পদিন পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ধৃত হইয়া যখন বিচারের অপেক্ষায় তিনি কারাগারে আবদ্ধ সেই সময় তিনি নিজে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহা হইতেই তাহাদের দুঃখ-ভোগের বিভিন্ন ঘটনা অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে যে পার্পেটুয়ার লিখিত বিবরণের উপসংহার প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় লেখক টার্টালিয়ান নিজে লিখিয়া দিয়াছিলেন। টার্টালিয়ান এ সময়ে ন খ্রীষ্টিয়ানদিগকে তীব্র ভাষায় নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াও ধৃত হন নাই।

পার্পেটুয়ার লিখিত বিবরণে আছে—'যখন প্রথমে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই তখন বড়ই ভীত হইয়াছিলাম, এরূপ অন্ধকারময় স্থান পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, লোকাধিক্য বশতঃ ঘরের উত্তাপ প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সৈনিকেরা আমাদের প্রতি অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার করিতেছিল। কিন্তু আমার শিশুটির চিন্তাতেই আমি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম।' কিয়ৎকাল পরে শিশু মাতার কাছে আনীত হইল। 'তখন কারাকক্ষ আমার কাছে রাজ প্রাসাদ হইয়া উঠিল, এস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার ইচ্ছাও মনে উদয় হইত না।'

মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে কারাগৃহে ফেলিসিটাস্ একটি কন্যা প্রসব করিলেন। প্রসব বেদনায় অধীর হইয়া ফেলিসিটাস্ যখন আর্ত্তনাদ করিতে-ছিলেন তখন একজন তাহাকে বলিয়াছিল—'এ ব্যথায়ই যদি এরূপ আর্ত্তনাদ কর, তবে রঙ্গভূমিতে নির্য্যাতনকালে কি করিবে? ফেলিসিটাস উত্তর করিয়াছিলেন—'ওঃ, সে নির্য্যাতন আর এ বেদনায় অনেক প্রভেদ, এখন ত আমি বেদনা ভোগ করিতেছি, কিন্তু তখন খ্রীষ্ট স্বয়ং আমাতে এবং আমার জন্য দুঃখ ভোগ করিবেন।'

পার্পেটুয়ার বৃদ্ধ পিতা কারাগারে কন্যাকে দেখিতে আসিলেন এবং শুভ্রমস্তক ভূমিতে লুটাইয়া কন্যাকে ধর্ম্মত্যাগ করিতে অনুনয় করিলেন। প্রিয়তমা কন্যার জন্য বৃদ্ধ শোকে ও ভয়ে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিচারালয়ে যখন বিচার হইতেছিল, পিতা আর্ত্তনাদ করিয়া এমন কোলা-হলের সৃষ্টি করিলেন যে বিচারক তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিলেন। পিতার এই বেত্রদণ্ড ভোগ কন্যাকে তীব্রভাবে আঘাত করিল। পার্পেটুয়া লিখিয়াছেন যে আঘাতগুলি যেন তাঁহারই উপর পড়িতেছে, তিনি এইরূপ বোধ করিলেন। বিচারে স্থির হইল যে অপরাধীদিগকে রঙ্গ ভূমিতে হিংস্র পশুর খাদ্য হইতে হইবে।

যখন মৃত্যুর জন্য কারাগৃহে অপেক্ষা করিতেছেন, সেই সময়ে আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক আনন্দরসে পার্পেটুয়ার হৃদয় প্লাবিত হইল। একবার তিনি দেখিলেন বহু সহস্র শ্বেতবসন সাধু পরিবেষ্টিত করুণাময় মেষপালক তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

পার্পেটুয়া বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার দুঃখ ভোগ আসন্ন। মেষপালক তাঁহাকে একগ্রাস অন্ন দিলেন, পার্পেটুয়া তাহা যুক্ত করে গ্রহণ করিলেন এবং সাধুগণ মিলিত স্বরে 'আমেন্' উচ্চারণ করিলেন। এই অপূর্ব্ব দর্শন অন্তর্হিত হইবার পরেও এই পরমান্নের মধুর স্বাদ যেন তাহার মুখে রহিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে যদিও তিনি কারাগৃহে বন্দীর

পবিত্র সাক্রামেন্ত হইতে বঞ্চিত, তথাপি খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁহাকে স্বর্গীয় অন্নে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

আর একবার তিনি দর্শনযোগে কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত তাঁহার এক ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। সে অন্ধকারময় স্থানে উত্তাপ ও তৃষ্ণায় অশেষ যাতনা ভুগিতেছে, তথাপি সমীপবর্ত্তী জলের উৎস হইতে জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। এই দৃশ্য দেখিয়া পার্পেটুয়া ভ্রাতার জন্য অবিরত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বধ্য ভূমিতে নীত হইবার পূর্ব্বে তিনি দেখিতে পাইলেন, বালক অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে এবং প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া পিপাসা মিটাইতেছে। পার্পেটুয়া বুঝিলেন বালকের যাতনার অবসান হইয়াছে।

নিরূপিত দিনে সাক্ষীগণ রঙ্গভূমিতে নীত হইল, সম্মুখে পুরুষেরা, সর্ব্বশেষে পার্পেটুয়া ও ফেলিসিটাস; আনন্দের জ্যোতিতে সকলের মুখ উজ্জ্বল। হিংস্র জন্তুর প্রথম আক্রমণে পার্পেটুয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন এবং দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; চারিদিকে কোলাহলমুখর জনমণ্ডলী। পার্পেটুয়া ধীরহস্তে মুক্ত কেশদাম আবার বাঁধিয়া লইলেন; বিপর্য্যস্ত বসন গুছাইয়া লইয়া দেহ আবৃত করিলেন। ফেলিসি-টাসও নির্ভয়ে হিংস্র পশুর সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু পশুর আক্রমণে এই বীর ললনাদ্বয়ের প্রাণ বিনষ্ট হইল না। ক্ষতবিক্ষত দেহে পার্পেটুয়া ও ফেলিসিটাস্ পরস্পর বিদায় চুম্বন করিলেন। তৎপরে তরবারির আঘাতে তাহাদের যাতনার অবসান হইল।

(৩)

পটামিয়েনা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পরমাসুন্দরী যুবতীও এই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারকের সম্মুখে নীত হইলে, পটামিয়েনা ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বীকার করিয়া নানাবিধ নিগ্রহ

ভোগ করেন। যখন বিচারক দেখিলেন যে কোনরূপেই এই অসহায় রমণীকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিতেছেন না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে ধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে তাঁহাকে সৈনিকদের হস্তে সমর্পণ করা হইবে এবং তাহারা তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে। পটামিয়েনা কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎকাল নীরবে অধোবদন হইয়া রহিলেন; কিন্তু অবিলম্বে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিলেন; যাই তিনি পৌত্তলিকদের উপাস্য দেবতার উদ্দেশে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিলেন, অমনি ক্রুদ্ধ বিচারক তাঁহাকে অবিলম্বে ফুটন্ত আল্‌কাত্‌রার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে এই বীর রমণী নারীত্বের চরম অসম্মান হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

বাসিলাইদিস্ নামক এক জন সৈনিক তাঁহাকে দণ্ড-স্থানে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইল। পথিমধ্যে বহুজন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কুৎসিত ভাষায় গালি দিতেছিল; সৈনিক দৃঢ়হস্তে তাহাদিগকে সরাইয়া দিল। পটামিয়েনা সৈনিকের এই শিষ্ট আচরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি মৃত্যুর পর তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন। তিন ঘণ্টাকাল ফুটন্ত আল্‌কাত্‌রার মধ্যে তিনি অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিব্য লোকে প্রয়াণ করিলেন।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই বাসিলাইদিস্ খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্বীকার করিল। তাহার সহসৈনিকেরা ভাবিল সে তামাসা করিতেছে। কিন্তু যখন বুঝিল যে সে বাস্তবিকই খ্রীষ্টিয়ান তখন তাহাকে কারাবদ্ধ করিল। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পরে পটামিয়েনা স্বপ্ন যোগে দেখা দিয়া তাহার মস্তকে একটি মুকুট রাখিয়া বলিলেন যে তিনি প্রভুর কাছে তাহার জন্য বহু অনুনয় করিয়াছেন, এবং প্রভু তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং শীঘ্রই বাসিলাইদিস্‌কে তাঁহার নূতন ভবনে সমাদরে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কারাবদ্ধ খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহার কাহিনী শুনিয়া তাহাকে ক্রুশের চিহ্নে মুদ্রাঙ্কিত করিল, এবং পরদিন তাহার শিরশ্ছেদ হইল।

সম্রাট সেভেরাসের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্তই মণ্ডলীর প্রতি উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। এই নির্য্যাতন কালে মহামতি অরিজেন কিরূপে রক্ষা পাইলেন বুঝিয়া উঠা যায় না। মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য তাঁহার জীবিত থাকার প্রয়োজন ছিল বলিয়াই বোধ হয় ঈশ্বর তাঁহাকে এই সময়ে নিহত হইতে দেন নাই। তাঁহার শিষ্যেরা যখন দণ্ড ভোগ করিত তখন তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। লোকে তাঁহাকে ধরিবার জন্য সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল; শীতে ক্ষুধায় তিনি অশেষ কষ্ট পাইলেন; এক গুপ্ত স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিলেন। আবার যখনই প্রয়োজন হইত তখনই নিভৃত আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাহাদের শিক্ষা ও আশ্বাসবাণীর প্রয়োজন আছে তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

সম্রাট সেভেরাসের মৃত্যু হইলে মণ্ডলীর অগ্নিপরীক্ষা আবার কিছু দিনের জন্য স্থগিত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পান্তিনাস্

(১)

সম্রাট সেভেরাসের মৃত্যুর পর হইতে ২৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মণ্ডলী শান্তি উপভোগ করিল, এবং খ্রীষ্টিয়ানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইল। এই সময়ের মধ্যে যাহারা রোমের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহাদের কেহই অধিককাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই; এবং মাক্সিমাস্ নামক এক অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতীয় সম্রাট ব্যতীত কেহই খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অত্যাচার করেন নাই, বরং কেহ কেহ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে বহু খ্রীষ্টিয়ান রহিয়াছে দেখিয়া মাক্সিমাস্ মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যের বাহিরে দেশদেশান্তরে মণ্ডলী এই সময়ে বিস্তার লাভ করিতেছিল।

দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগে ভারত যাত্রী বাণিজ্য জাহাজের মিশর দেশীয় নাবিকগণ আলেকজান্দ্রিয়াতে এই সংবাদ প্রচার করিল যে তাহারা ভারতের উপকূলে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সেই সময়ে পান্তিনাস্ আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী ভারতে খ্রীষ্ট নাম প্রচার মানসে যাত্রা করিলেন। ভারতের কোন্ অঞ্চলে তিনি খ্রীষ্ট নাম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় না।

খ্রীষ্টভক্তের বীরত্ব যেমন রঙ্গভূমে প্রাণ বিসর্জ্জনে তেমনি খ্রীষ্ট নামের জন্য নির্ব্বাসন এবং আত্মীয় স্বজন ও উচ্চপদ পরিত্যাগে সমভাবে

প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসর পরে পাস্তিনাস স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

(২)

খ্রীষ্টিয়ানেরা সাধারণতঃ উপাসনার জন্য আপনাদের বাসগৃহে একত্র হইত। কিন্তু উৎপীড়ন কালে তাহারা কোন নিভৃত স্থানে কিংবা ভূগর্ভ-নিহিত সমাধি স্থলে উপাসনার জন্য সমবেত হইতে বাধ্য হইত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মণ্ডলীর উপাসনার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। কিন্তু শত্রুর বিদ্বেষ ও আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে সেই সময়ে মন্দিরগুলি সাধারণ বাসগৃহের মত করিয়াই নির্ম্মাণ করা হইত।

এই সময়ে শিক্ষিত খ্রীষ্টিয়ানগণ অবিশ্বাসীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। মহামতি অরিজেন লিখিত "সেল্‌সাসের যুক্তি খণ্ডন" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি মণ্ডলীর দ্রুত বৃদ্ধি এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির মণ্ডলীতে প্রবেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানের শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী নাও হইতে পারে, হঠাৎ কখন্ ঝড়ের কালমেঘ আকাশের কোণে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে, এবং মণ্ডলীর তরণীকে আবার উত্তাল তরঙ্গের মুখে ভাসাইয়া দিবে! বলা বাহুল্য তাঁহার এই আশঙ্কা অচিরে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অগ্নি-পরীক্ষা

(১)

২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসিয়ুস রোমের সম্রাট হইলেন। সাম্রাজ্যের রীতি-নীতির সংস্কার তাহার একটি বিশেষ লক্ষ্য হইল; এবং এই সংস্কার সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সম্রাটের এই আদেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল যে যাহারা খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া পরিচিত, কিংবা যাহাদিগকে খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া সন্দেহ করা হয়, তাহাদিগকে দেবপূজায় যোগ দিতে হইবে এবং বলি উৎসর্গ করিয়া কিংবা বলি-দত্ত পশুর মাংস ভোজন করিয়া তাহাদের দেব-ভক্তি প্রতিপন্ন করিতে হইবে। এই আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা সম্রাটকে জ্ঞাত করিবার জন্য প্রতিনগরে ও গ্রামে বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। যাহারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক এই আদেশ মান্য করিবে তাহাদিগকে একটি ছাড়-পত্র দেওয়া হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিসরে এইরূপ কতকগুলি ছাড়-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহারা সম্রাটের হুকুম অমান্য করিবে তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার ও বধ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদিগকে দেওয়া হইল।

প্রায় ৩৮ বৎসর কাল খ্রীষ্টিয়ানেরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আসিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বহুজন মণ্ডলীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে; এবং খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিয়াছে। বহুজন পিতা মাতা হইতে এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকে আবার পৌত্তলিকতার বীভৎস রীতিনীতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; কাথলিক ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস কিংবা খ্রীষ্টের প্রতি আন্তরিক

অনুরাগ বশতঃ ইহারা খ্রীষ্টিয়ান হয় নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম লোক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; কোন কোন সম্রাটও এই ধর্ম্মের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। মণ্ডলীর পুরোহিতেরা অনেকেই সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই মনে করিতেছিল যে মণ্ডলীর জীবনে উৎপীড়নের যুগ চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। মহামতি অরিজেন বলিয়াছিলেন যে শত্রু বাস্তবিক মরে নাই, নিদ্রাগত হইয়াছে মাত্র, সুতরাং সকলেরই সজাগ থাকিয়া প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ কথা সাধারণতঃ লোকে বিশ্বাস করিত না। প্রত্যুত মণ্ডলী তাহার সেই 'প্রথম প্রেম' বিস্মৃত হইয়াছিল, এবং জড়তা ও সাংসারিকতা মণ্ডলীর প্রাণ-শক্তি হরণ করিতেছিল। এই জন্য মণ্ডলীর নব-দীক্ষার প্রয়োজন ছিল; এবং ভীষণ যাতনার মধ্য দিয়া এই দীক্ষার আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইল।

(২)

সর্ব্বাগ্রে বিশপ ও পুরোহিতদিগের ডাক পড়িল। যাহারা সম্রাটের আদেশ পালন করিতে অসম্মত হইল তাহারা কারাবদ্ধ হইয়া ভীষণ নির্য্যাতন ভোগ করিল। নির্য্যাতনের ফলে যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিল, তাহারা ছাড়-পত্র লইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল। যাহারা কিছুতেই বিশ্বাস পরিত্যাগ করিল না তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড হইল। খ্রীষ্টিয় জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সঞ্চারের অভিপ্রায়ে কাহাকে কাহাকে প্রকাশ্য স্থলে জীয়ন্তে অগ্নি-দগ্ধ করা হইল। বহু খ্রীষ্টিয়ান ভয়ে ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইল, এবং তাহাদের সম্পত্তি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। অনেকে আবার গোপনে কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া বলি উৎসর্গ না করিয়াই ছাড়-পত্র সংগ্রহ করিল।

যে বীরপ্রসবিনী আলেকজান্দ্রিয়া-মণ্ডলী একদিন সাক্ষীর রক্ত-সিঞ্চনে ধন্য হইয়াছিল তথাকার বিশপ সেই মণ্ডলীর শোচনীয় দুর্গতির

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—"ধর্ম্মত্যাগ সকলেই করিল; গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় পৌত্তলিক বেদীর নিকট উপস্থিত হইল, যাহারা নেতৃস্থানীয় তাহারা অধীনস্থ বা সমকক্ষ লোকের দ্বারা আনীত হইল। যখন তাহাদিগের নাম ধরিয়া বলি উৎসর্গ করিতে ডাকা হইল, প্রায় সকলেই বিবর্ণমুখে কম্পিত কলেবরে অগ্রসর হইল, যেন বলি দিতে নয় কিন্তু বলি-দত্ত হইবার জন্যই তাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। এ দৃশ্য দেখিবার জন্য দর্শকের অভাব হইত না; তাহারা ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বিদ্রূপ সহকারে উচ্চ হাস্য করিত। সকলেই দেখিল যে ইহারা নিতান্ত কাপুরুষ, বলিদান করিতেও ভীত, অথচ মরিতেও সাহস নাই। আবার কেহ কেহ দেবপূজার বেদীর দিকে এমন বেপরোয়া ভাবে অগ্রসর হইল যেন তাহারা কোন দিন দেবপূজা পরিত্যাগ করে নাই; ইহাদের সম্বন্ধেই প্রভু বলিয়াছেন যে ইহাদের পরিত্রাণ লাভ দুষ্কর। নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকে অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল; অনেকে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিল, কতকজন ধৃত হইল, যাহারা ধৃত হইল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াও ধর্ম্মত্যাগ করিল না; কিন্তু বিচারাসনের সম্মুখে আনীত হইবার পূর্ব্বেই বিশ্বাস অস্বীকার করিল। কতকজন নির্যাতন বশতঃ পরাজয় স্বীকার করিল।"

বিশপ নিজে নগরপরিত্যাগকালে ধৃত হন, কিন্তু কয়েকজন শ্রমিক দস্যুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে সৈনিকদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়, এবং উৎপীড়নের অবসান পর্য্যন্ত কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখে। বিশপ এইরূপে সাক্ষীর বিজয়-কিরীট লাভে বঞ্চিত হওয়াতে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু বহু অনুনয় করিয়াও এই ছদ্মবেশী বন্ধুদের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিলেন না; ইহারা বলপূর্ব্বক বিশপকে নগর-বাহিরে লইয়া গেল।

এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে জন সাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি

বিদ্বেষ ও সন্দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল; এই উৎপীড়নের মূলে ছিল শুধু সম্রাটের রাজ্য সংস্কারের আগ্রহ, জনসাধারণের বিদ্বেষ নহে।

(৩)

এই ভীষণ পরীক্ষার সম্ভাবনা সম্বন্ধে যিনি মণ্ডলীকে পূর্ব্ব হইতেই সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই মহামতি অরিজেন নিজে এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনি জানিতেন, যদি জয়ী হইতে হয় তবে একমাত্র তাঁহারই শক্তিতে নির্ভর করিতে হইবে যিনি নিজে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াই বিজয়ী হইয়াছিলেন। অরিজেন ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তৎকালপ্রচলিত নৃশংস প্রণালী অনুসারে নির্য্যাতিত হইলেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি একবার সাক্ষীর মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন এবং পিতাকে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর, কিন্তু এ বয়সেও তিনি শারীরিক যাতনা অবিচলিতভাবে সহ্য করিলেন; তাঁহার মুখ হইতে শব্দ মাত্র নির্গত হইল না। বৃদ্ধের দৃঢ়তা দর্শনে নির্য্যাতনকারীগণও বিস্মিত হইয়াছিল। এরূপ প্রথিতযশা ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বিচারকদের সাহসে কুলাইল না; অতএব যখন দেখা গেল এই বৃদ্ধ শত প্রকারের উৎপীড়ন সত্ত্বেও ধর্ম্মত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না তখন তাহারা তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিল। শরীরে ভীষণ যাতনাভোগের চিহ্নধারণ করিয়া তিনি আরও চারি বৎসর কাল জীবিত রহিলেন।

(৪)

যেরূপ আলেকজান্দ্রিয়ায় তেমনি সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিম সকল অঞ্চলেই এই প্রকার জয়পরাজয় শৌর্য্য ও ভীরুতার দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল। সাধু পলিকার্পের শোণিতপূত স্মার্ণা মণ্ডলীতে বিশপপ্রমুখ বহু

জন ধর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কেবল একজন পুরোহিত ধর্ম্মত্যাগে অসম্মত হইয়া ক্রুশবিদ্ধ হইলেন।

রোমে বিশপ ফাবিয়ান বিশ্বাসের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন; কয়েকজন পুরোহিত ও বিশ্বাস রক্ষা করিলেন, কিন্তু অন্য সকলেই ধর্ম্মত্যাগ করিল; উৎপীড়নের প্রকোপ বশতঃ ১৫মাসকাল রোমের বিশপপদে কাহাকেও নিযুক্ত করা সম্ভব হইল না।

কার্থেজ-মণ্ডলীব সুবিখ্যাত বিশপ উৎপীড়নের প্রারম্ভেই আত্মগোপন করিলেন, এবং মণ্ডলীর লোকদিগকেও পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। যাতনা বা মৃত্যু ভয়ে নহে কিন্তু মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্যই তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তিনি মণ্ডলীর লোকদের দুর্ব্বলতা জানিতেন এবং অনন্যোপায় না হইলে ঝড়ের সম্মুখীন হওয়া তাহাদের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না ইহা বুঝিয়াই তিনি এরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি যখন ধৃত হইয়া শাসনকর্ত্তার সম্মুখে নীত হইলেন, শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে অযথা জীবন বিসর্জ্জন দিতে নিষেধ কবিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমিই সিপ্রিয়ান, আমি খ্রীষ্টিয়ান, আমি একজন বিশপ, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র সত্য ঈশ্বর ব্যতিবেকে আমি অন্য দেবতা মানি না; আমরা তাঁহারই সেবা করি, তাঁহারই চরণে দিবা রাত্র নিজেদের জন্য, সর্ব্ব মানবের জন্য, এমন কি সম্রাটের জন্যও আমরা প্রার্থনা করিয়া থাকি।' কিন্তু শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে দেবতার কাছে বলি উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। উত্তরে সিপ্রিয়ান বলিলেন, 'এ আমার পক্ষে অসাধ্য।'

শাসনকর্ত্তা—'আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।"

সিপ্রিয়ান—'এরূপ সাধু বিষয়ে পরামর্শের কোন প্রয়োজন নাই।' তখন আদেশ হইল 'সিপ্রিয়ানের শিরশ্ছেদ করা হউক'। আদেশ শ্রবণ করিয়া সিপ্রিয়ান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে পরিধেয় মোচন করিলেন,

এবং ঘাতককে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন, পরে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তরবারির আঘাতে নিহত হইলেন।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বনের পূর্ব্বে সিপ্রিয়ান একজন সম্ভ্রান্ত ও স এবং সুবক্তা আইনব্যবসায়ী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সম গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তিরা তাঁহার বন্ধু ছিল। তাঁহার মত লোক এ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবে এবং খ্রীষ্টিয়ানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে একথা ে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু যাহা মানুষের কল্পনাতীত তাহাই হইল। যখন তিনি পার্থিব সুখ সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় তখন খ্রীষ্ট তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; এবং সে আহ্বানে কর্ণপাত করিয়া তিনি যথারীতি শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; নবজীবনের আনন্দ প্রাচুর্য্যে তিনি স্বীয় সম্পত্তির অধিকাংশ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই মণ্ডলীর পুরোহিত পদে নিযুক্ত হইলেন।

(৫)

উত্তর আফ্রিকার মণ্ডলীর অবস্থা বাস্তবিকই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ধন লালসা ও সাংসারিকতা মণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বহু খ্রীষ্টিয়ান দেবপূজকদের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পৌত্তলিক সমাজের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পুরোহিতেরা মণ্ডলীর এবং দরিদ্রের সেবা পরিত্যাগ করিয়া অর্থলাভের জন্য বাণিজ্যব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিল। যেখানে মণ্ডলীর নেতৃবর্গ সংসারাসক্ত সেখানে মণ্ডলীর লোকদের আদর্শ হীন হওয়াই স্বাভাবিক; সুতরাং যখন উৎপীড়ন আরম্ভ হইল তখন খ্রীষ্টিয়ানেরা দলে দলে ছাড়-পত্র চাহিয়া লইল। যখন শুনা গেল যে ধর্ম্মত্যাগ না করিলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, তখন তাহারা ভয়ে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইল; নির্য্যাতন ও মৃত্যু ভয় তাহাদের চিত্তে এক মহাত্রাসের সঞ্চার করিল। বহু পুরোহিতও ছাড়-পত্র প্রার্থী হইল। কিন্তু

এই অঞ্চলেও অনেকে কার্থেজের বিশপের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল।

আন্তিয়খিয়া ও যিরূশালমের বিশপ এবং অন্যান্য বহু বিশপ কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সমস্ত নগরেই বিশপ নিহত কিম্বা নির্ব্বাসিত হইলেন।

কিন্তু এই সহস্র সহস্র ধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টিয়ান ছাড়-পত্র প্রাপ্তি সত্ত্বেও নিতান্ত অশান্তিতে কাল যাপন করিতেছিল। ইহারা নিজের দৃষ্টিতে হেয় এবং পৌত্তলিকদিগের ঘৃণার পাত্র; সম্রাটকে খুসী করিয়া ইহারা বিবেকদংশনে জর্জ্জরিত দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে লাগিল। এদিকে বিশ্বাসীরা কারাকূপে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। কারাগৃহেও যাহাদের মৃত্যু হইল না তাহাদিগকে পশুর মুখে নিক্ষেপ করা হইল, কিংবা অগ্নিকুণ্ডে বা তরবারির আঘাতে বধ করা হইল। অগ্নিদাহই উৎপীড়নকারীরা খ্রীষ্টিয়ানদের উপযুক্ত দণ্ড মনে করিত; কারণ তাহারা ভাবিত যে তাহাদের দেহ ভস্মীভূত হইলে পুনরুত্থানে বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানগণ খুব জব্দ হইবে। তাহারা একথা বুঝিত না যে নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইলে খ্রীষ্টিয়ানদের কিছুই আসে যায় না কারণ তাহারা অবিনশ্বর দেহ লাভেরই আশা করিয়া থাকে।

(৬)

সম্রাট ডিসিয়ুসের মৃত্যু হইলে কিছু দিনের জন্য উৎপীড়নের বিরাম হইল। বিশপগণ আবার নিজ নিজ মণ্ডলীতে ফিরিয়া আসিলেন। রোমে আবার বিশপ নিযুক্ত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ মহামারী দেখা দিল, এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল; সুতরাং আবার খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং আবার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। রোমের বিশপ কর্ণেলিয় ধৃত হইলেন এবং রোমের খ্রীষ্টিয়ানগণ ছাড়-পত্রের আশায় নহে, কিন্তু এবার ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন

করিবার অভিপ্রায়ে দলে দলে বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশপ কর্ণেলিয়ের কারাগারে মৃত্যু হইল, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বিশপও নির্ব্বাসিত হইলেন।

২৫৬ খৃষ্টাব্দে ভালেরিয়াস সম্রাট হইলেন। রাজত্বের প্রথম তিন বৎসর তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি বিলক্ষণ অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন; তাহার প্রাসাদে বহু খ্রীষ্টিয়ান ভৃত্য ও কর্ম্মচারী ছিল, সম্রাটের গৃহেই একটি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সম্রাট নিজে খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না, এবং একজন মিসর দেশীয় মন্ত্রবেত্তার প্ররোচনায় তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। মণ্ডলীর উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি আদেশ করিলেন যে বিশপ পুরোহিত ও নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য খ্রীষ্টিয়ানদিগকে বধ করিতে হইবে; রোমান মহাসভার খ্রীষ্টিয়ান সদস্যগণকে এবং উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টিয়ানদিগকে পদচ্যুত করিতে হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে; ইহাতেও যদি তাহারা ধর্ম্মত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। সম্রাটের খাস জমীদারীর খ্রীষ্টিয়ান কর্ম্মচারীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাসরূপে খনিতে ও অন্যান্য শ্রম সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

রোমের বিশপ সিক্‌স্‌টাস্‌ই প্রথমে নিহত হইলেন। তিনি ভূগর্ভ-নিহিত সমাধিস্থানে একটি উপাসনাস্থলে বসিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন; শত্রুগণ সেখানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। রোমের আর্চ্চ-ডিকন লোকপ্রিয় সাধু লরেন্সও এই সময়ে নিহত হন; তাঁহার দরিদ্র-প্রীতির কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। স্পেনদেশের টারাগোনার বিশপ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

(৭)

পরবর্ত্তী সম্রাট উৎপীড়ন বন্ধ করিয়া দিলেন, নির্ব্বাসিত খ্রীষ্টিয়ান-দিগকে মুক্তি দান করিলেন, মণ্ডলীর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিলেন,

এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম আইনসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পর মণ্ডলী ৪৫ বৎসর কাল নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এই ভীষণ উৎপীড়ন পরম্পরা যদিও মণ্ডলীকে নির্ম্মূল করিতে পারিল না, তথাপি মণ্ডলীর নিকট তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া দিল। এখন ধর্ম্মত্যাগী, ভ্রষ্ট ও পতিতদের পুনরুদ্ধারকার্য্যে মণ্ডলী ব্রতী হইল। উৎপীড়নকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই বহু ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি বিশপদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মণ্ডলীতে প্রবেশ লাভের জন্য আবেদন জানাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়

মণ্ডলীর বিবিধ অনুষ্ঠান

এ পর্য্যন্ত বহিঃশত্রুর সহিত মণ্ডলীর সুদীর্ঘ সংগ্রামের কথাই বলা হইয়াছে। যে মণ্ডলী রোমান রাজশক্তির হাতে ভীষণ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও নির্ম্মূল হইল না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর দেশে বিদেশে দূর দূরান্তে বিস্তার লাভ করিতেছিল তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে সেই যুগের সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় গ্রন্থকারদিগের রচনা হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু ইদানীং মণ্ডলীর বিবিধ অনুষ্ঠান বিষয়ক কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে মণ্ডলীর পরিচারক শ্রেণী, তাহাদের কর্ত্তব্য, উপাসনা পদ্ধতি, শাসন প্রণালী, সামাজিক জীবন, স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যাপদ, দরিদ্রের সেবা ইত্যাদি বিষয়ের বহু তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। বিশপদিগকে মণ্ডলীর কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তিনটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—

(১) ডিডাখি—ইহাই প্রাচীনতম গ্রন্থ। (২) ইজিপ্টের মণ্ডলীর ক্রিয়া পদ্ধতি। এবং (৩) ডিডাস্কালিয়া। অবশ্য দেশ কিংবা বিশপের অধিকার ভেদে রীতি পদ্ধতির ন্যূনাধিক পার্থক্য দৃষ্ট হইত। কিন্তু মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ জীবনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র এই সকল গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিম্নে মণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এই সকল গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে—

(১)

বাপ্তিস্ম

বাপ্তিস্ম মণ্ডলীতে প্রবেশ লাভের একমাত্র পন্থা; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'যাহারা আমাদের শিক্ষা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং

সেই শিক্ষানুসারে জীবন যাপন করিতে প্রতিশ্রুত হয়, তাহাদিগকে উপবাস পূর্ব্বক বিগত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়; এবং আমরাও তাহাদের সঙ্গে উপবাস পূর্ব্বক প্রার্থনা করি। তৎপরে যে স্থানে জল আছে তাহাদিগকে সেখানে লইয়া গিয়া আমরা যেভাবে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ভাবেই তাহাদিগকেও পুনর্জন্ম প্রদান করা হয়। নিখিল বিশ্বের পিতা ও প্রভু ঈশ্বরের নামে, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের এবং পবিত্র আত্মার নামে তাহারা জল দ্বারা বিধৌত হয়। কারণ খ্রীষ্টই বলিয়াছেন, 'নব জন্ম প্রাপ্ত না হইলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।'

ডিডাখি গ্রন্থে প্রবহমান জলে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম করিতে বলা হইয়াছে। 'যদি স্রোতঃজল পাওয়া না যায় তবে অন্য জলে বাপ্তিস্ম কর; যদি শীতল জলে বাপ্তিস্ম করিতে না পার তবে উষ্ণ জলে কর—যদি স্রোতঃজল কিংবা দীঘিকা না থাকে তাহা হইলে মস্তকে তিনবার জল ঢালিয়া বাপ্তিস্ম করিবে।'

তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাপ্তিস্মের পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষা এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিলক্ষণ উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। বাপ্তিস্মপ্রার্থী বা ক্যাটিকিউমেনদিগকে দীর্ঘ সময় কঠোর পরীক্ষাধীন থাকিতে হইত। তাহাদিগকে মণ্ডলীর শিক্ষকদের নিকট উপস্থিত করা হইলে শিক্ষকেরা তাহাদের বিশ্বাস গ্রহণের উদ্দেশ্য, তাহাদের জীবনপ্রণালী ও জীবিকা সম্বন্ধে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেন। কোন ক্রীতদাস শিক্ষার্থীশ্রেণী ভুক্ত হইতে চাহিলে তাহাকে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে স্বীয় প্রভুর স্বাক্ষরিত পত্র উপস্থিত করিতে হইত।

চারি শ্রেণীর লোককে জীবন প্রণালী পরিবর্ত্তন না করিলে অগ্রাহ্য করা হইত।

(১) যাহারা পাপ কার্য্যে লিপ্ত কিংবা জীবিকার জন্য অপরের পাপাচারণের উপর নির্ভর করে।

(২) পৌত্তলিক পূজার সহিত যাহাদের সংশ্রব আছে অর্থাৎ দেব-পুরোহিত, দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণকারী বা নির্ম্মাণে সাহায্যকারী ইত্যাদি।

(৩) রঙ্গভূমির ক্রীড়া বা নাট্যশালার সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক আছে।

(৪) যাদুকর, গণক ইত্যাদি।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক হইলে তাহাদিগকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক শিক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত করা হইত। শিক্ষার্থী অবস্থায় তাহাদিগকে ইউথারিস্ত্‌ উপাসনার প্রথম ভাগে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইত অর্থাৎ মন্দিরের পশ্চাৎভাগে বিশ্বাসীদের পশ্চাতে বসিয়া তাহারা শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশ শ্রবণ করিত, এবং পবিত্র সাক্রামেন্ত সম্পাদন আরম্ভের পূর্ব্বে তাহারা মন্দির পরিত্যাগ করিয়া যাইত।

তিন বৎসর কাল শিক্ষার্থী ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নিয়মিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইত, কিন্তু যাহারা সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র তাহাদের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত, অর্থাৎ অল্পকাল পরীক্ষাধীন রাখিয়াই তাহাদের বাপ্তিস্ম করা হইত। শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কোন কেটিকিউমেন ধর্ম্মের জন্য কারাবদ্ধ হইলে, তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইত যে দীক্ষার পূর্ব্বে মৃত্যু ঘটিলেও তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই, কারণ মৃত্যুই সাক্ষীর বাপ্তিস্ম, সে স্বীয় রক্তেই দীক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

পুনরুত্থানকালই বাপ্তিস্মের উপযুক্ত কাল বলিয়া গণ্য ছিল। পুনরুত্থানের ৪০ দিন পূর্ব্বে শিক্ষার্থীগণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইত তাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলে কিনা, বিধবাদিগকে সম্মান করে কি না, পীড়িতদের তত্ত্ব লয় কিনা, এবং যাহারা তাহাদিগকে বাপ্তিস্মের জন্য উপস্থিত করে তাহারা তাহাদের সদাচরণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় কিনা।

এই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে শিক্ষার্থীগণকে আরও সূক্ষ্মভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইত। এই সময়ে প্রতিদিন শিক্ষাদান ও হস্তার্পণপূর্ব্বক মন্দআত্মা দূরীকরণ হইত। পুনরুত্থানের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে বিশপ নিজে শিক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন এবং যাহাদিগকে অযোগ্য মনে করিতেন তাহারা অগ্রাহ্য হইত। বিশপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ পুণ্য-সপ্তাহের বৃহস্পতিবার স্নান করিয়া পরদিন হইতে উপবাস আরম্ভ করিত। শনিবার তাহারা পুনরায় বিশপের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইলে বিশপ হস্তার্পণপূর্ব্বক তাহাদের ভিতর হইতে সমস্ত মন্দ আত্মা বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। তৎপরে তাহারা বিশ্বাসীদের সহিত পাস্কীয় রজনীর উপাসনায় যোগ দিত। এই উপাসনায় ইউখারিস্তের প্রথম ভাগ সম্পাদনে রজনী অতিবাহিত হইত। তৎপরে তাহারা বাপ্তিস্ম স্থানে গমন করিত। জল আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত।

প্রথমে শিশুদিগের বাপ্তিস্ম হইত—'প্রথমে তোমরা শিশুদের বাপ্তিস্ম করিবে। যাহারা নিজের জন্য কথা বলিতে পারে তাহারা নিজেরা উত্তর করুক, কিন্তু যাহারা নিজের জন্য উত্তর দিতে অসমর্থ তাহাদের পিতা মাতা বা কোন আত্মীয় তাহাদের পরিবর্ত্তে উত্তর দিবে।'

তৎপরে পরিত্যাগ ব্রত—পুরোহিত প্রত্যেক বাপ্তিস্মপ্রার্থীকে এইরূপ বলিতে আদেশ করিতেন; 'শয়তান, আমি তোমাকে তোমার সেবা ও তোমার সর্ব্বক্রিয়া বর্জ্জন করি।'

তৎপরে অশুচিআত্মা-বহিষ্করণ—'যখন সে এই সকল পরিত্যাগ করিয়াছে তখন তাহাকে অশুচি আত্মা বহিষ্কারের তৈলে অভিষেক করা হউক'। অভিষেককারী তাহাকে বাপ্তিস্মকারী পুরোহিত বা বিশপের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ডিকন তাহার সহিত জলে নামিবেন, এবং দীক্ষা প্রার্থী তাহার সঙ্গে বলিবে—আমি একমাত্র সত্য সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টে এবং

তাঁহার পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি। তৎপর বাপ্তিস্ম ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ; 'বাপ্তিস্মকারী দীক্ষার্থীর মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহাকে তিনবার জলে নিমজ্জিত করিবে।'

ইহার পরে বিশ্বাস স্বীকার। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—'তুমি কি ঈশ্বর পিতার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস স্বীকার কর, তিনি যে পবিত্র আত্মাকৃত বুদ্ধির অতীত আশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা কুমারী মেরীর গর্ভে মানবের বীজব্যতিরেকে মানব হইলেন, পন্তীয় পীলাতের সময়ে ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তিনি যে স্বেচ্ছায় আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু হইতে উত্থিত হইলেন এবং বন্দীগণকে মুক্ত করিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন, এবং তিনি যে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার রাজ্যে আগমন করিবেন ? তুমি কি পবিত্র মঙ্গলময় আত্মায় বিশ্বাস কর যিনি পবিত্র মণ্ডলীতে পবিত্র বলিয়া গণ্য ; এবং প্রত্যেক মানুষের শরীরের পুনরুত্থানে এবং স্বর্গরাজ্যে ও নিত্য বিচারে কি তুমি বিশ্বাস কর ?' ইহার উত্তরে সে বলিবে—'হাঁ আমি সত্যই বিশ্বাস করি'।

বাপ্তিস্মক্রিয়া ও বিশ্বাস স্বীকারের পর নব দীক্ষিতকে ধন্তবাদের তৈলে অভিষেক করা হইত।

(২)

হস্তার্পণ

মণ্ডলীর আদিযুগে বাপ্তিস্মের অব্যবহিত পরেই হস্তার্পণ সাক্রামেন্তু প্রদত্ত হইত, কারণ হস্তার্পণ বাপ্তিস্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে মণ্ডলীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশপদের পক্ষে সর্ব্বত্র বাপ্তিস্মের সময় উপস্থিত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং হস্তার্পণ বাপ্তিস্ম হইতে পৃথকভাবে সম্পাদনের রীতি প্রচলিত হয়।

নবদীক্ষিত ব্যক্তিগণ বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিলেই তাহাদের হস্তার্পণ করা হইত। বিশপ এই বলিয়া হস্তার্পণ করিবেন—'প্রভু ঈশ্বর ইহাদিগকে যেরূপ পাপমোচন ও অনন্ত জীবনলাভের যোগ্য জ্ঞান করিয়াছ, সেইরূপ তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হইবার যোগ্য করিয়া লও, ইহাদের উপর তোমার প্রসাদ বর্ষণ কর যেন ইহারা তোমার ইচ্ছানুরূপ তোমার সেবা করিতে পারে; যেহেতু মণ্ডলীতে, হে পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা, তোমারই মহিমা এখনও চিরকাল কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।'

অতঃপর বিশপ হস্তার্পণ প্রার্থীকে তৈল দ্বারা অভিষেক করেন। ধন্যবাদের তৈল লইয়া তাহার মাথায় এই বলিয়া হস্ত রাখিবেন,—'সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে পবিত্র তৈলে অভিষেক করিতেছি।' ইহার পরে তিনি তাহার ললাট চুম্বন পূর্ব্বক বলিবেন, 'প্রভু তোমার সহবর্ত্তী হউন'; মুদ্রাঙ্কিত ব্যক্তি উত্তর করিবে 'তিনি আপনার আত্মায়ও থাকুন।' উপস্থিত মণ্ডলী সেই সময়ে নীরবে প্রার্থনা করিবে এবং পরস্পর শান্তি সূচক চুম্বন দান করিবে। হস্তার্পণের বাহ্য চিহ্ন,—তৈলাভিষেক হস্তার্পণ ও ক্রুশ-চিহ্ন।

(৩)

পবিত্র ইউখারিস্ত্

প্রথম হইতেই পবিত্র ইউখারিস্ত্ মণ্ডলীর ধর্ম্ম জীবনের কেন্দ্র রূপে গণ্য ছিল। সাধু পৌল বলিয়াছেন, 'আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি খণ্ড বিখণ্ড করি তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা একরুটি, এবং এক শরীর; কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটির অংশী (১ কর ১০; ১৬-১৭)। এই মহৎ

অনুষ্ঠান বিশ্বাসীদের পরস্পর এবং খ্রীষ্টের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষার খ্রীষ্ট-নিরূপিত উপায়। সুতরাং প্রথম হইতেই উহা খ্রীষ্টীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালক্রমে মণ্ডলীর ইহাও হৃদয়ঙ্গম হইল যে এই অনুষ্ঠানে ইহলোকবাসী খ্রীষ্টিয়ানগণ স্বর্গের উপাসনায় যোগ দিয়া থাকে। অতএব সাধু যোহন বর্ণিত এই স্বর্গীয় উপাসনার জন্য মণ্ডলী যখনই সম্ভব হইল মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল (প্রকাশিত ৪—৬ অঃ)।

সম্ভবতঃ প্রেরিতদের সময় ইউখারিস্ত্ প্রত্যহই সম্পাদিত হইত; অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানিবার উপায় নাই। প্রেরিতদের পরবর্ত্তীকালে মণ্ডলীর বিভিন্ন অংশে এই ইউখারিস্ত-সম্পাদন সম্বন্ধে বিভিন্ন রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে সর্ব্বত্রই সম্ভব হইলে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ 'প্রভুর দিনে' উহা সম্পাদিত হইত। ইউখারিস্ত-সম্পাদন পদ্ধতি কালক্রমে মণ্ডলীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিলেও সর্ব্বত্রই কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইত। মণ্ডলীর অনুষ্ঠান বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহারই একটি হইতে গৃহীত ইউখারিস্ত্ সম্পাদনের চিত্র নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই সম্পাদন পদ্ধতি এই বিবরণের অবিকল অনুরূপ না হইলেও মোটামুটি এই প্রণালীরই অনুসরণ করিত—

উপাসনা মন্দিরের মধ্যভাগে এক পার্শ্বে পুরুষ ও অন্য পার্শ্বে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান। মন্দিরের পূর্ব্বাংশে ঠিক মধ্যস্থলে সাধু যোহন স্বর্গে যে বেদীদর্শন করিয়াছিলেন তাহারই প্রতীক স্বরূপ একটি বেদী স্থাপিত। এই বেদী বেষ্টন করিয়া পুরোহিতদের আসন এবং এই সকল আসনের মধ্যস্থলে বিশপের আসন। বিশপ উপস্থিত থাকিলে তিনিই পুণ্য ইউখারিস্ত্ সম্পাদন করেন।

শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উপাসনা আরম্ভ হয়। শাস্ত্র হইতে নিরূপিত অংশ

পাঠের পরে দায়ুদের একটি গীত গান করা হয়। তৎপরে একজন পুরোহিত বা ডিকন সুরসহযোগে সুসমাচার পাঠ করেন; এই সময়ে লোকেরা দণ্ডায়মান হয়। সুসমাচার পাঠের পরে পুরোহিতগণ একাধিক উপদেশ প্রদান করেন, এবং বিশপও উপদেশ দেন। উপদেশ সমাপ্ত হইলে কাটিকিউমেন এবং মণ্ডলীর দণ্ডাধীন ব্যক্তিগণকে মন্দির ত্যাগ করিতে আদেশ করা হয়। একজন ডিকন মণ্ডলীর নামে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করেন; এবং অবশেষে তাহারা অবনত মস্তকে বিশপের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পুর্ব্বক মন্দির পরিত্যাগ করে।

তৎপরে ডিকন 'লিটানিয়া' পাঠ করেন; এবং বিশপ একটি প্রার্থনা করিলে উপাসনার প্রথম ভাগ সমাপ্ত হয়।

এখন উপাসনার অতি গম্ভীর মূহূর্ত্ত সমাগত। বিশপ পরিচারকগণকে শান্তি-চুম্বন প্রদান করেন এবং সভাস্থ লোকেরা—পুরুষেরা পুরুষদিগের সহিত এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকদের সহিত—এই শান্তির অভিবাদন বিনিময় করে। তৎপরে সভাস্থ নরনারী তাহাদের নৈবেদ্য অর্থাৎ রুটি, দ্রাক্ষারস, ধূপ তৈল ইত্যাদি উপাসনার নানা উপকরণ ও অন্যান্য দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিলে, ডিকনেরা তাহা হইতে সহভাগের জন্য প্রয়োজনীয় রুটি ও দ্রাক্ষারস লইয়া বেদীর উপর স্থাপন করেন। ইতি-মধ্যে অন্যান্য সেবকেরা লোকদের মধ্যে গিয়া সকলে যথাস্থানে আছে কি না দেখে এবং যাহাদের এ সময়ে উপস্থিত থাকা অনুচিত তাহারা যেন মন্দিরে প্রবেশ না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে।

তখন বিশপ হস্ত ধৌত করিয়া এই স্বর্গীয় উপাসনার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করেন এবং পুরোহিতদিগকে সঙ্গে লইয়া বেদীর নিকটবর্ত্তী হন। কিয়ৎক্ষণ নীরব প্রার্থনার পরে বিশপ স্বীয় ললাটে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করেন, এবং এই বলিয়া উপাসনার অতি গম্ভীর ভাগ আরম্ভ করেন—

'সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রসাদ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।'

সভাস্থ লোকবৃন্দ তদুত্তরে 'আমেন্' এই বাক্য উচ্চারণ করে।

তৎপরে বিশপ বলেন, 'তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর'।

সভা—'আমরা প্রভুর দিকে হৃদয় উত্তোলন করিতেছি'।

বিশপ—'এস প্রভুকে ধন্যবাদ করি'।

সভা—'তাহাই বিহিত ও সঙ্গত।'

বিশপ—'তোমাকে ধন্যবাদ করা সতাই বিহিত ও সঙ্গত' ইত্যাদি; ধন্যবাদের বিশেষ কারণ উল্লেখ পূর্ব্বক বিশপ সমস্ত সভার সঙ্গে এবং স্বর্গের দূত এবং সাধুগণের সঙ্গে—'পবিত্র পবিত্র' ইত্যাদি বাক্য আবৃত্তি করেন।

ইহার পরে বিশপ প্রতিষ্ঠা-প্রার্থনা আরম্ভ করেন। এই প্রার্থনায় খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাই প্রথমে স্মরণ করা হয়। তৎপরে শেষ ভোজে খ্রীষ্ট যাহা করিয়াছিলেন বিশপ রুটি ও দ্রাক্ষা-রসের পাত্র হস্তে লইয়া তাহাই করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ধন্যবাদপূর্ব্বক 'এই আমার শরীর, এই আমার রক্ত', খ্রীষ্ট কথিত এই বাক্য আবৃত্তি করেন; এবং অবশেষে পবিত্র আত্মার নিকট প্রার্থনা করেন যেন তাঁহার শক্তিতে রুটি ও দ্রাক্ষারস খ্রীষ্টের অনন্ত জীবনপ্রদ দেহ ও রক্তের আত্মিক অন্নে পরিণত হয়।

এখন পবিত্র রহস্য সম্পাদিত হইয়াছে; খ্রীষ্ট অদৃশ্যভাবে বেদী-সিংহাসনে উপস্থিত; অথবা বলা যাইতে পারে যে সমস্ত সভা দূত ও সাধুবৃন্দের সহিত খ্রীষ্টকে ভজনা করিবার জন্য, খ্রীষ্ট-বলি উৎসর্গ করিবার জন্য এবং স্বয়ং খ্রীষ্টকে আধ্যাত্মিক অন্নরূপে গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্গধামে উপনীত হইয়াছে। এই শুভক্ষণে বিশপ ঈশ্বর-পিতার নিকট খ্রীষ্ট-বলি উৎসর্গ করতঃ সমগ্র মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করেন; বিশপ পুরোহিত ও ডিকনদের জন্য, রাজা ও রাজপুরুষদের জন্য, সকল বিশ্বাসী

খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য, দরিদ্র, পীড়িত, নির্বাসিত ও বন্দীদের জন্য, উৎপীড়নকারী শত্রুদের জন্য, শিক্ষার্থী ও অনুতাপকারীদের জন্য এবং ভূমির শস্য ফল ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করেন।

তৎপরে প্রভুর প্রার্থনা বলা হইলে সহভাগ আবদ্ধ হয়। প্রথমে বিশপ পুণ্যসহভাগ গ্রহণ করেন; তাঁহার পরে পুরোহিত, ডিকন, সব-ডিকন, শাস্ত্র পাঠক ইত্যাদি পরিচারকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ এবং সর্ব্বশেষে সাধারণ লোকেরা গ্রহণ করে। বিশপ প্রত্যেকের হস্তে পবিত্রীকৃত রুটি অর্পণ করেন; এবং ডিকনের হস্তস্থিত পাত্র হইতে সকলে পবিত্রীকৃত দ্রাক্ষারস পান করে। সহভাগ সমাপ্ত হইলে বিশপ মণ্ডলীর নামে প্রার্থনা করেন; এবং লোকেরা অবনতমস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে। তৎপরে ডিকন, 'শান্তিতে প্রস্থান কর', এই বাক্য বলিয়া সকলকে বিদায় করেন।

নিদারুণ নির্য্যাতনের দিনে এই স্বর্গীয় উপাসনা মণ্ডলীর লোকদের প্রাণে কিরূপ সাহস এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া দিত তাহা আমরা কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারি। তাহারা স্বর্গের উপাসনায় যোগ দিয়া খ্রীষ্টকে হৃদয়ে গ্রহণ করিত, এবং সংসারের শত্রুতা ও বিদ্বেষ সত্ত্বেও তাহাদের জীবন যে খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে নিহিত রহিয়াছে এই অনুভূতি তাহাদিগকে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান করিত।

(৪)

'আগেপি' বা প্রীতিভোজ

'আগেপি' বা প্রীতিভোজ মণ্ডলীর প্রাচীনতম যুগের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রথমে এই ভোজ ইউখারিস্ত-উপাসনার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ভোজন করা হইত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই ভোজ ইউখারিস্ত হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইলে উহা একটি সামাজিক ভোজে পরিণত হয়। তখন অপরাহ্ণে এই ভোজ ভোজন করা হইত।

টার্টালিয়ান বলেন—'এই ভোজ একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান ; ইহাতে অশিষ্ট আচরণ অসঙ্গত। ভোজে বসিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করা হয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আহার করা হয় এবং শুদ্ধাচারের উপযোগী পরিমাণে পান করা হয়। রজনীতে ঈশ্বরের পূজা করা হইবে এ কথা স্মরণ রাখিয়া সকলে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। সভাস্থলে প্রভু স্বয়ং উপস্থিত, ভোজে সমাগত ব্যক্তিগণ কথোপকথন কালে একথা মনে রাখে। সকলে হস্তপ্রক্ষালন করিলে পর প্রদীপ জ্বালান যাহার যেরূপ সাধ্য ধর্ম্মগীত গান করে। এই গীত গায়কের নিজের রচিত হয় এবং কিংবা শাস্ত্র হইতে গৃহীত। প্রার্থনা পূর্ব্বক ভোজ সমাপ্ত হয়।'

একটি ধন্যবাদসূচক প্রার্থনা করিয়া এবং উপদেশ দিয়া বিশপ 'আগেপি' আরম্ভ করিয়া দিতেন। বিশপ না থাকিলে একজন পুরোহিত বা ডিকন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। এই ভোজে কাটি-কিউমেনদিগের অধিকার ছিল না।

একটি প্রাচীন গ্রন্থে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—সন্ধ্যা হইলে ডিকনেরা প্রদীপ আনিবেন এবং বিশপ বিশ্বাসীদের মধ্য স্থলে দাঁড়াইয়া প্রথমে বলিবেন, 'প্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী হউন'; এবং লোকেরা প্রত্যুত্তর করিবে, 'তিনি আপনার অন্তরে বিরাজ করুন'। বিশপ বলিবেন, 'এস প্রভুকে ধন্যবাদ করি'; তখন লোকেরা উত্তর করিবে, 'তাহাই বিহিত যেহেতু মহিমা গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য'। তখন বিশপ এইরূপ প্রার্থনা করিবেন—'হে ঈশ্বর, তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তোমাকে ধন্যবাদ অর্পণ করি, যেহেতু অক্ষয় আলোক প্রকাশ পূর্ব্বক তুমি আমাদিগকে আলোকিত করিয়াছ; দিনের অবসানে রজনীর প্রারম্ভে আমরা উপনীত হইয়াছি; দিবালোক আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে উপভোগ করিয়াছি; আর এই সায়ং কালেও আমরা আলোক হইতে

বঞ্চিত নহি; অতএব তোমার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা তোমার প্রসাদে তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছি।' এই প্রার্থনার শেষে লোকেরা 'আমেন্' বলিবে।

দায়ুদের গীত আবৃত্তি করিয়া এবং পান পাত্র নিবেদন ও গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজ সাঙ্গ হয়। কিন্তু কালক্রমে 'আগোপির' অধঃপতন হইতে লাগিল। যাহা মণ্ডলীতে ভ্রাতৃভাব সম্বদ্ধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা শুধু দরিদ্রের অভাব মোচনের উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ধনী ব্যক্তির নিমন্ত্রণে লোকে তাহার গৃহে ভোজনের জন্য সমবেত হইত এবং তাহাদেব ভুক্তাবশিষ্ট দরিদ্রদিগকে দেওয়া হইত। এরূপ ভোজে ধনীর গর্ব্ব ও পেটুকের লোভ বৃদ্ধি পায় মাত্র।

বহিঃশত্রুর উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলীর এই প্রাচীন অনুষ্ঠানটিও ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গেল। যখন মন্দির নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়া উঠিল, তখন আর লোকের বাসগৃহে গোপনে মণ্ডলীর উপাসনা সম্পাদনেব প্রয়োজন রহিল না। পূর্ব্বে যখন মণ্ডলীকে শত্রুভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত তখন ভোজন উপলক্ষে মিলিত হইয়া উপাসনা সম্পাদন করা হইত। কিন্তু যখন উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ সম্ভব হইল, তখন 'আগেপি' মণ্ডলীর উপাসনা পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইল এবং কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

(৫)
উপবাস

প্রথম হইতেই উপবাস মণ্ডলীর ধর্ম্ম জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রার্থনা, দান ও উপবাস এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে খ্রীষ্ট স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পুনরুত্থান পর্ব্ব পালনের উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে রোমের বিশপ ভিক্টরেব নিকট লিখিত পত্রে আইরিনিয়ুস বলিয়াছেন, যে শুধু সেই পর্ব্ব দিন সম্বন্ধে

নয় কিন্তু উহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপবাস সম্বন্ধেও মণ্ডলীতে রীতিভেদ দেখা যায়। 'কেহ মনে করে একদিন উপবাস করা উচিত, কেহবা দুই কিংবা ততোধিক দিবস উপবাসের পক্ষপাতী। কেহ আবার ৪০ ঘণ্টায় দিন গণনা করে। এই রীতি পার্থক্য আধুনিক নহে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যেও এইরূপ দেখা যাইত।' আইরিনিয়ুস সাধু যোহনের শিষ্য সাধু পলিকার্পের ছাত্র ছিলেন। মনে হয় যে প্রৈরিতিক যুগেও খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু স্মরণার্থে উপবাস করা হইত। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন 'বর স্থানান্তরিত হইলে পর তোমারা উপবাস করিবে।'

মণ্ডলীর ক্রিয়াপদ্ধতিবিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থেও পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী শুক্রবার ও শনিবারে উপবাসের বিধি দেখা যায়। এই উপবাস এবং বাপ্তিস্ম প্রার্থীর উপবাস ছাড়া উপবাস সম্বন্ধে অন্য কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু উপবাসের অর্থ বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে পুনরুত্থানদিনের পুণ্য সহভাগ গ্রহণের মধ্যে কোনরূপ খাদ্য ভোজন না করা। পীড়িতদের পক্ষে একদিন উপবাসই যথেষ্ট গণ্য হইত। পথিকগণ পুনরুত্থানের পূর্ব্বে উপবাস পালন না করিয়া থাকিলে পুনরুত্থানের পরে তাহাদের সেই অবহেলা পূরণ করিতে হইত।

অন্য একটি ক্রিয়া পদ্ধতিতে পুণ্য সপ্তাহের সোমবার হইতে পুনরুত্থান দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিতে বলা হইয়াছে। 'সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত উপবাস কালে প্রত্যহ কেবল অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় রুটি লবণ ও জল গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু শুক্রবার ও শনিবার নিরম্বু উপবাস বিধেয়।'

পুণ্য সপ্তাহের উপবাস ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইয়া পরবর্ত্তীকালে ৪০দিন ব্যাপী উপবাসে পরিণত হয়। পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০ দিন ক্যাটিকিউমেনদের বিশেষ ভাবে বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল; সম্ভবত এই রীতি হইতেই ৪০ দিন ব্যাপী মহোপবাসের উৎপত্তি হয়।

(৬)

অনুতাপ সাধন ও দণ্ড বিধান প্রণালী

গর্হিত পাপে অপরাধী খ্রীষ্টিয়ানের দণ্ড বিধান এবং মণ্ডলীতে পুনরায় গ্রহণের ক্ষমতা খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে প্রদান করিয়াছেন। এ বিষয়ে নূতন নিয়মের শিক্ষা সুস্পষ্ট। খ্রীষ্ট প্রেরিতগণকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা জগতে যাহা বদ্ধ করিবেন, তাহা স্বর্গেও বদ্ধ করা হইবে এবং তাঁহারা পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবেন স্বর্গেও তাহা মুক্ত করা হইবে (মথি ১৬ ; ১৯। ১৮ ; ১০।) পুনরুত্থানের পরে প্রভু প্রেরিতগণকে পুনর্ব্বার এ ক্ষমতা দান করিলেন, 'তোমরা যাহার পাপ ক্ষমা করিবে তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে' (যোহন ২০ ; ২২, ২৩)। যিহূদীদের মধ্যে এই প্রকার আবদ্ধ ও মুক্ত করা অর্থাৎ ধর্ম্ম সমাজ হইতে বহিষ্করণ ও ধর্ম্ম সমাজে পুনঃ গ্রহণ প্রচলিত ছিল। সুতরাং প্রভু যখন প্রেরিতগণকে এই ক্ষমতা দান করিলেন তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে মণ্ডলীর বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা মণ্ডলীর সহভাগিতায় থাকিবার অযোগ্য তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা, দণ্ড দেওয়া, এবং সম্ভব হইলে মণ্ডলীচ্যুত দণ্ডাধীন ব্যক্তিকে পুনঃ গ্রহণ করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

প্রেরিতেরা যে এই ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। করিন্থীয় মণ্ডলীর যে খ্রীষ্টিয়ান স্বীয় বিমাতার সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল সাধু পৌল তাহাকে মণ্ডলীচ্যুত করিয়াছিলেন (১ কর ৫ ; ৩ ৫); আবার ইহাও দেখা যায় যে তিনি ভয়ানক পাপের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে মণ্ডলীর সহভাগিতায় পুনঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১ কর ; ১১-২ তীম ৩ ; ৬ ১৪) প্রৈরিতিক যুগের পরেও এইরূপ দণ্ড বিধান প্রচলিত দেখা যায়। মণ্ডলীকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য এবং অপরাধী ব্যক্তিগণের সংশোধনের জন্য এই প্রকার শাসন নিতান্ত আবশ্যক। মণ্ডলীর

বিশপও পালকগণ প্রৈরিতিক যুগের পর হইতে অদ্যাবধি এই প্রৈরিতিক ক্ষমতা, অর্থাৎ আবদ্ধ ও মুক্ত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন।

নূতন নিয়মের পরে ইউখারিস্ত্ সম্পাদনের প্রাচীনতম বিবরণ সাধু জাস্তিনের গ্রন্থে পাওয়া যায়। জাস্তিন বলেন, যে কেবল তাহাদিগকেই পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় যাহাদের জীবন খ্রীষ্টের শিক্ষার অনুরূপ। এই কথা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে যাহারা গুরুতর পাপে কলুষিত তাহারা যাহাতে পবিত্র সাক্রামেন্তের অবমাননা করিতে না পারে এজন্য নির্দিষ্ট শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল। এই শাসন প্রণালীর উল্লেখ অতি প্রাচীন খ্রীষ্টীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। রোমের বিশপ সাধু ক্লেমেণ্ট্ প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে একটি পত্রে এই প্রণালী উল্লেখ করেন; তিনি করিন্থীয় মণ্ডলীর কতিপয় কলহপ্রিয় ও ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মণ্ডলীর শাসনের বশীভূত হইয়া অনুতাপ করিতে উপদেশ দেন। ক্লেমেণ্টের এই পত্র কিছু কাল পর্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় মণ্ডলীর সাধারণ উপাসনায় পঠিত হইত। ক্লেমেণ্ট বলেন, 'তোমাদের অহঙ্কার ও পাপাচরণ বশতঃ খ্রীষ্টের পাল হইতে বহিষ্কৃত হওয়া অপেক্ষা বরং তাহার পালে ক্ষুদ্র হইয়া থাকা শ্রেয়ঃ।'

সাধু ক্লেমেণ্টের সমসাময়িক লেখক হার্মাস বলেন যে গুরুতর পাপের একমাত্র দণ্ড আছে; যদি কেহ গুরু পাপে পতিত হয়, তাহাকে একবার ক্ষমা করিয়া মণ্ডলীতে পুনঃ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐরূপ পাপ করিলে মণ্ডলী তাহাকে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারে না, পবিত্র ও মহৎ আহ্বানে আহূত হইয়া যে জন পরে সয়তানের প্রলোভনে পতিত হয় তাহাকে একবার মাত্র অনুতাপের সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা হয় ত তাহার উপর দয়া করিবেন এবং তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।

অরিজেন লিখিয়াছেন 'অপরাধী নারীর সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয়ানদের শাসন কি ভয়ানক কঠোর! বিশেষতঃ যাহারা কামপরবশ হইয়া অপরাধ করে

তাহাদিগকে আমাদের সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা কামাসক্ত বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাহাদের জন্য আমরা শোক ও বিলাপ করি; তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে মৃত এইরূপ জ্ঞান করি। তাহারা সৎপথে ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ প্রমাণ পাইলে আমরা তাহাদিগকে মৃত্যু হইতে পুনর্জ্জীবিত মনে করিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু প্রথমে তাহাদিগকে বাপ্তিস্ম প্রার্থী অপেক্ষা দীর্ঘতরকাল পরীক্ষাধীন থাকিতে হয়। কেবল এই সর্ত্তেই তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করা হয় যে তাহারা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে কস্মিনকালে কোন উচ্চ পদ বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না।'

বাপ্তিস্মপ্রার্থীকে যে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে হইত সেইরূপ পাপের জন্য, অর্থাৎ প্রতিমাপূজা, যাদুক্রিয়া, গুরুতর অশুচিতা, শুচিতার নিয়ম লঙ্ঘন, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ভ্রান্তমত পোষণ ও দলভেদ ইত্যাদি অপরাধের জন্য বহিষ্করণ-দণ্ড প্রয়োগ করা হইত। বহিষ্করণ-দণ্ড সমবেত মণ্ডলীর সমক্ষে একান্ত বিবেচনা সহকারে ও অতি গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করা হইত; মণ্ডলীর সর্ব্ব প্রকার সংস্রব হইতে অপরাধীকে বঞ্চিত করা হইত। এরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির গৃহে যাইয়া প্রার্থনা করাও নিষিদ্ধ ছিল। কোন উপাসনায় কিংবা মণ্ডলীর কোন সভায় তাহাকে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইত না।

মণ্ডলীর কোন কোন অংশে নরহত্যা, ব্যভিচার ও ধর্ম্মত্যাগ ইত্যাদি ভীষণ অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে চিরকালের জন্য মণ্ডলী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। অন্যান্য স্থানে অনুতাপ করিলে তাহাকে একবার গ্রহণ করা হইত বটে কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐরূপ অপরাধ করিলে তাহার বহিষ্করণ চিরস্থায়ী হইত। রোমের বিশপ ক্যালিষ্টাস এই নিয়মের কঠোরতা একটু শিথিল করিয়াছিলেন বলিয়া অর্থাৎ ব্যভিচারীকে মৃত্যুর পূর্ব্বে গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিরাগ ভাজন

হইয়াছিলেন। তথাপি কালক্রমে মণ্ডলীর সর্ব্বাংশেই দণ্ডপ্রণালীর কঠোরতা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল।

পাপীকে খ্রীষ্টের পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত করা নহে, বরং অনুতাপ করিতে সাহায্য করাই মণ্ডলীর দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য ছিল। দণ্ড প্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ সর্ব্ব সমক্ষে বা গোপনে পাপ স্বীকার। টার্টালিয়ান বলেন—'পাপীকে নত করা এবং তাহার জন্য ঈশ্বরের মণ্ডলীতে করুণার উদ্রেক করাই এই পাপ স্বীকারের উদ্দেশ্য।' এই পাপ স্বীকার বাধ্যতা মূলক ছিল, এবং কোন কোন স্থানে এইরূপ পাপ স্বীকার শ্রবণের জন্য একজন বিশেষ পুরোহিত নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি প্রথমে দণ্ডাধীন ব্যক্তির পাপ স্বীকার শ্রবণ করিয়া স্থির করিতেন মণ্ডলীর সমক্ষে সেই ব্যক্তির পাপ স্বীকার করা আবশ্যক ও বিহিত কি না।

মণ্ডলীর বিশিষ্ট শিক্ষকগণ সকলকেই স্বেচ্ছায় পাপ স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ৩৭ গীতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অরিজেন বলিয়াছেন, 'যদি কেহ স্বেচ্ছায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ পাপ স্বীকার করে তাহা হইলে পরিচিত লোকের কাছে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে নিন্দা বা বিদ্রূপলাভ করিবে মনে করিয়া যেন সে বিচলিত না হয়; ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া স্বীয় আত্মার শান্তির কথাই চিন্তা করা তাহার কর্ত্তব্য।' স্বেচ্ছাক্রমে গোপনে পাপ স্বীকার করিতেও তিনি উপদেশ দেন। কারণ তদ্দ্বারা ভ্রমপ্রবণ মানুষ স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া হৃদয়ের ভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। গোপনে পাপ স্বীকারের জন্য এরূপ সুযোগ্য ও বিজ্ঞ পুরোহিত মনোনীত করা আবশ্যক যিনি আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের মত শোকার্ত্তের সঙ্গে শোক করিতে এবং দুর্ব্বলের সঙ্গে দুর্ব্বল হইতে সমর্থ; এরূপ পুরোহিতের পরামর্শের উপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করা যাইতে পারে; এবং যদি তিনি মণ্ডলীর প্রকাশ্য দণ্ড বিধানের বশীভূত হইতে পরামর্শ দেন তাহার সেই পরামর্শও অনুতাপকারী

সন্তুষ্ট মনে পালন করিতে প্রস্তুত হইবে। যে সকল পাপচিন্তা কার্যে পরিণত হয় নাই তাহাও পুরোহিতের নিকট গোপনে স্বীকার করিতে টার্টালিয়ান ও সাধু সিপ্রিয়ান উপদেশ দিয়াছেন, কারণ এরূপ পাপ স্বীকার দ্বারা আত্মার সংশোধন এবং উন্নতি সম্ভব হয়।

মণ্ডলীর দণ্ড বিধানের দ্বিতীয় ভাগ বহিষ্করণ। এই বহিষ্করণ বিভিন্ন প্রকারের ছিল। কেহ কোন গুরুতর পাপে পতিত হইয়া থাকিলে, তাহাকে তাহার পতনের পর এক বৎসরকাল মণ্ডলীর উপাসনা হইতে একেবারে পৃথক থাকিতে হইত। এমন কি মন্দিরের যে অংশে শিক্ষার্থী ও শ্রোতাদের আসন সেখানেও বসিতে দেওয়া হইত না; তাহাকে মন্দিরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে তাহাকে শ্রোতাদের সঙ্গে বসিতে দেওয়া হইত। তৃতীয় বৎসরে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইত; এবং ইউখারিস্টের পূর্বেই মন্দির ত্যাগ করিতে হইত। চতুর্থ বৎসরে তাহাকে মন্দির মধ্যে বিশ্বাসীদের সঙ্গে দাঁড়াইতে দেওয়া হইত বটে, কিন্তু পবিত্র সহভাগ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইত না। পঞ্চম বৎসরে পুরোহিত ও লোকেরা তাহার পুনঃ গ্রহণ অনুমোদন করিলে সে মণ্ডলীর পূর্ণ সহভাগিতায় পুনর্ব্বার প্রবেশ লাভ করিত।

মণ্ডলীর প্রকাশ্য দণ্ডবিধানের তৃতীয় ভাগ প্রকাশ্য পাপ মোচন। প্রার্থনা ও হস্তার্পণ সহ এই মোচন দেওয়া হইত। দণ্ডাধীন অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্ভাবনা হইলে তাহাকে প্রভুর ভোজ দেওয়া হইত বটে, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে পুনরায় তাহার দণ্ডভোগ করিতে হইত।

কোন খ্রীষ্টিয়ান পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলে তাহার উপর মণ্ডলীর কঠোর দণ্ড নিপতিত হইত। পৌত্তলিক উৎসবে, ভোজে বা পূজায় যোগ দেওয়া একমাত্র সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অতি গর্হিত পাপ বলিয়া গণ্য ছিল। পৌত্তলিকতার সহিত কোনরূপ সংস্রব বা আপোষ মণ্ডলী

সহ্য করিত না। কারণ পৌত্তলিকতাই অভিশপ্ত বিষয়, পৌত্তলিকতাই ন খ্রীষ্টিয়ানদের সর্ব প্রকার দুর্নীতি ও পাপের মূলীভূত; সুতরাং যাহারা কোন রূপে পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান পূজা বা উৎসবে যোগ দিত তাহাদিগকে মণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইত।

সম্রাট ডিসিয়ুস ও ভালেরিয়ানের রাজত্বকালীন উৎপীড়নে সহস্র সহস্র লোক ধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অনেকে দুঃসহ নির্যাতন বশতঃই ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিল, ভীষণ যাতনা এবং ভীষণতর মৃত্যুর ভয়েই তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ধর্মবিশ্বাস অস্বীকার করিয়াছিল। ইহাকে স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ বলা যাইতে পারে না; শরীরের দুর্বলতাই ইহার প্রধান কারণ। প্রেরিতদের মধ্যে একজন ত সামান্য এক পরিচারিকার বিদ্রূপের ভয়ে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিয়াও পরে ক্ষমা লাভ করিয়াছিলেন। তবে যাহারা দুঃসহ শারীরিক যাতনায় অধীর হইয়া খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিল তাহাদিগকেই কি চিরকালের জন্য পবিত্র সহভাগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে?

সৌভাগ্যক্রমে যাহারা ভীষণ নির্যাতন সত্ত্বেও বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারাই পতিতদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময়ে এই সকল বিশ্বাস-বীরদিগকে অত্যধিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা হইত; তাঁহাদের প্রার্থনায় লোকের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। যাঁহাদের দেহে নির্যাতনের ভয়াবহ চিহ্ন সকল বর্তমান তাঁহারাই পতিতদের জন্য মণ্ডলীর অনুকম্পা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

নিউমিডিয়াস নামে একজন ধর্মবীর স্বীয় পত্নীর মৃত্যুদণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার পর অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা পিতার ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিতে পাইল যে যদিও পিতার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে তথাপি তাঁহার প্রাণ বায়ু তখনও বাহির হয় নাই। তাঁহার জীবন রক্ষা হইল এবং তিনি পরে মণ্ডলীতে পুরোহিত পদে নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। যখন এরূপ ব্যক্তিগণ পতিতদের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হইল। লোকের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ড নিরূপিত হইল; এবং ধর্ম্মত্যাগ অপরাধে বহিষ্কৃত বহুজন মণ্ডলীতে পুনরায় গৃহীত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়

মণ্ডলীর পরিচারক শ্রেণী ও তাহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য

অতি প্রাচীনকাল হইতে মণ্ডলীর সেবার জন্য প্রেরিত, প্রাচীন বা পুরোহিত, বিশপ, ডিকন ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট পরিচারক বর্ত্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত নূতন নিয়মে সুসমাচারপ্রচারক, ভাববাদী, শিক্ষক, বিধবা ইত্যাদিরও উল্লেখ দেখা যায়। অধুনা আবিষ্কৃত মণ্ডলীর অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই পরিচারক শ্রেণীর নিয়োগ ও বিশেষ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায় নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১)

বিশপ

পরিচারকদিগের মধ্যে বিশপই প্রধান। তিনি মণ্ডলীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত পালক এবং প্রধান যাজক। ইউথারিস্ত্ সাধারণতঃ তিনিই সম্পাদন করেন। তিনি বিশ্বাসীদের দান ও মণ্ডলীর আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার হস্তে সমর্পিত বিশ্বাসীবর্গের শিক্ষাদাতা। 'মোচন ও আবদ্ধ'

করিবার ক্ষমতা অর্থাৎ অপরাধীর সমুচিত দণ্ড বিধান ও তদনন্তর তাহাকে মণ্ডলীতে পুনঃগ্রহণের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত।

বিশপ পদে নিয়োগ কালীন প্রার্থনা হইতে বিশপের কর্ত্তব্য অবগত হওয়া যায়। প্রতিষ্ঠাকারী বিশপগণ এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, 'যেন ইনি তোমার মেষ পালকে অন্ন দান করিতে সমর্থ হন এবং তোমার যাজকের কর্ত্তব্য বিশুদ্ধরূপে সম্পাদন করিতে পারেন, তোমার পবিত্র মণ্ডলীতে যেন তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে পারেন, যাজকত্ব দানকারী পবিত্র আত্মার শক্তিতে তোমার আদেশ অনুসারে যেন পাপ মোচন ও পুণ্যপদ প্রদান করিতে সমর্থ হন; তোমার প্রেরিতবর্গকে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে যেন সমস্ত পাপ বন্ধন মোচন করিয়া দিতে পারেন'।

পবিত্র আত্মাই বিশপ পদে ব্যক্তি বিশেষকে মনোনীত করেন। এই মনোনয়ন সাধু মত্তথিয়ের মত সুরতি দ্বারা হইতে পারে, কিংবা সাধু তিমথিয়ের মত ভাববাদীদের উক্তি দ্বারা হইতে পারে। প্রস্তাবিত ব্যক্তির যোগ্যতা এবং মণ্ডলীর জন সাধারণের সম্মতি দ্বারাই মনোনয়ন প্রকাশিত হয়। এই জন্য নির্ব্বাচনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত এবং চরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করা হইত। প্রস্তাবিত ব্যক্তি যোগ্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য স্থানীয় মণ্ডলীতে উপযুক্ত লোক না থাকিলে সন্নিহিত কোন মণ্ডলী হইতে এ বিষয়ের জন্য সাহায্য লওয়া হইত।

বিশপ পদে যাহাকে মনোনীত করা হইবে তিনি অবিবাহিত হইলেই ভাল, কিন্তু বিশপপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকিলে তিনি স্বীয় পত্নীসহ বাস করিবেন। মণ্ডলীর লোকের প্রদত্ত অর্থ তাঁহাকেই ব্যয় করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহার নিঃস্বার্থ হওয়া আবশ্যক। চরিত্রবান বলিয়া লোকসমাজে সুখ্যাতিপন্ন, দরিদ্রের প্রতি দয়ালু ও শান্ত স্বভাব, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় পারদর্শী ও সত্য শিক্ষার অনুগত হওয়া তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়;

কিন্তু তিনি যদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হন তাহাতেও ক্ষতি নাই, যদি তিনি নম্র এবং প্রেমিক হন।

আধুনিক প্রথা অনুসারে নির্ব্বাচন হইত না। মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিগণ যাহাকে মনোনীত করিতেন, জনসাধারণ একবাক্যে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেই সে ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইত। বিশপ পদে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী মণ্ডলী সমূহের বিশপগণ উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাচিত ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিতেন—'তোমার প্রিয়তম পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে যে পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়াছিলে, তোমার প্রেরিতবর্গ আমাদিগকে যে পবিত্র আত্মার শক্তি দান করিয়াছেন, এখন সেই পবিত্র আত্মার শক্তি বর্ষণ কর।'

অন্যান্য মণ্ডলী হইতে আগত বিশপদিগের উপস্থিতি দ্বারা সমগ্র মণ্ডলীর নিকট ইহাই প্রকাশ করা হইত যে বিশপ-নিয়োগ যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে এবং নূতন বিশপ ও তাহার পালনাধীন ভক্ত-সমাজ কাথলিক মণ্ডলীর একতার অংশভাগী বটে।

(২)

প্রাচীন বা পুরোহিত

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন-শ্রেণীর মণ্ডলীতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত ক্ষমতাই বিশপের হস্তে ন্যস্ত ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মণ্ডলীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর হস্তে মণ্ডলীর বিভিন্ন অঞ্চলের তত্ত্বাবধান ভার প্রদত্ত হয় এবং তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

প্রথমে প্রত্যেক নগরে সাধারণতঃ একটি মাত্র উপাসনা মন্দির থাকিত এবং সেই মন্দিরে বিশপের আসন প্রতিষ্ঠিত হইত; বিভিন্ন নগরের মণ্ডলীগুলিকে তখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

বিশপই মণ্ডলীর পালক ও উপাসনা মন্দিরের অধ্যক্ষ; প্রাচীন বা পুরোহিতবর্গ তাঁহার সহকারী ও পরামর্শ দাতা মাত্র; তাঁহারা উপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন কিন্তু বিশপ উপস্থিত থাকিলে তিনিই ইউখারিস্ত সম্পাদন করিতেন ও উপদেশ দিতেন। কেহ ডিকন-পদে যোগ্যতা প্রদর্শন করিলে পুরস্কার স্বরূপ সাধারণতঃ প্রৌঢ় বয়সে তাঁহাকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করা হইত। এই পদে নিয়োগকালে বিশপ এবং প্রাচীনগণ তাহার উপর হস্তার্পণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেন।

(৩)

ডিকন্

এই পদ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য ছিল। ডিকন বিশপের নামে মণ্ডলীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, দরিদ্রকে অর্থ দান ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। উপাসনা মন্দিরের সকল বিষয়ের ভারও তাহার উপর ন্যস্ত থাকিত। উপাসনার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করা তাহার কর্ত্তব্য ছিল। ডিকন পদে নিয়োগ করিবার সময়, বিশপ একাকী তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিতেন, কারণ সে বিশপের সেবার জন্যই নিযুক্ত, পুরোহিতের ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া হইত না। পুণ্যপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দেওয়া নহে কিন্তু বিবেচনা সহকারে বিশপকে প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞাত করাই ডিকনের বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল।

বিশপ, পুরোহিত ও ডিকন ছাড়া মণ্ডলীর কার্য্যের জন্য শাস্ত্র পাঠক, সব-ডিকন, সেবক ইত্যাদি নিযুক্ত হইত।

(৪)

বিধবা

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মণ্ডলীতে বিধবা নারীদের একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল, ইহাদের সম্বন্ধে তিমথীয়ের প্রতি সাধু পৌলের প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে:—'বিধবা বলিয়া কেবল তাহাকেই গণ্য

করা হউক, যাহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসরের কম নহে, যাহার একমাত্র স্বামী ছিল ও যাহার সম্বন্ধে নানা সৎকর্ম্মের প্রমাণ পাওয়া যায়; অর্থাৎ যদি জানা যায় যে সে সন্তান লালন পালন করিয়াছে অতিথিসেবা ও পবিত্রগণের পদ ধৌত করিয়াছে, আর্ত্ত জনের সেবা এবং সমস্ত সাধু কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।'

অবিরত প্রার্থনাই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল। অপরকে শিক্ষা দেওয়া কিংবা পুরুষদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তাহাদের দেওয়া হইত না। ইহাদিগকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া মণ্ডলী ইহাদের তত্ত্বাবধান করিত। এই শ্রেণীভুক্ত বিধবাগণ নম্র, শান্তিপ্রিয় হইবে, তাহারা অতিরিক্ত কথা বলিবে না বা কলহ করিবে না, কিন্তু মণ্ডলীর জন্য এবং যাহারা তাহাদিগের উপকার করে তাহাদের জন্য প্রার্থনায় ব্যাপৃত থাকিবে।

(৫)

মহিলা-ডিকন

বিধবা শ্রেণী হইতে মহিলা-ডিকন নিযুক্ত করা হইত। বাপ্তিস্মকালে বাপ্তিস্মপ্রার্থী স্ত্রীলোককে তৈলাভিষিক্ত করা, পীড়িত স্ত্রীলোকদের কাছে পবিত্র সাক্রামেন্ত বহন করিয়া লইয়া যাওয়া, স্ত্রীলোকদের তত্ত্বাবধান করা, উপাসনাকালে স্ত্রীলোকদের যথাস্থানে স্থাপন করা ইহাদের বিশেষ কার্য্য ছিল। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই এই শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়।

(৬)

কুমারী

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগ বশতঃ যে সকল রমণী স্বেচ্ছায় অবিবাহিত জীবন বরণ করিতেন তাহারা কুমারী নামে অভিহিত হইতেন। কুমারী জীবনের আদর্শের মূল ভাব তিনটি; প্রথমতঃ, একান্ত মনে প্রভুর

সেবা; দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্টকে পতি জ্ঞানে তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপন; এবং তৃতীয়তঃ, এ আদর্শ সম্বন্ধে সমভাবাপন্ন নারীগণের সহিত একত্র বাস।

(৭)

মণ্ডলীর পরিচারকগণ কি প্রণালী অনুসারে তাহাদের পদ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন?

এই প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম উত্তর এই যে খ্রীষ্ট তদীয় প্রেরিতগণকে যে ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহাই প্রেরিতেরা অন্য লোককে প্রদান করেন এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ সেই ক্ষমতা অপরকে দিয়া আসিতেছেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে মণ্ডলীই বিশেষ ২ লোককে পরিচারক পদে নিযুক্ত করে, এবং হস্তার্পণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মণ্ডলীতে বিশেষ কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অপরের নিকট হইতে আগত হয় না কিন্তু কেবল পবিত্র আত্মার প্রেরণা হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে। অধুনা আবিষ্কৃত মণ্ডলীর অনুষ্ঠানপদ্ধতিসমূহ পূর্ব্বোক্ত প্রথম উত্তরেরই সমর্থন করে, অর্থাৎ প্রথম যুগ হইতে অদ্যাবধি মণ্ডলীর সর্ব্বাংশে যে প্রণালী গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে তাহাই পরিচারক নিয়োগের একমাত্র বৈধ প্রণালী।

খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রেরিতগণকে শিক্ষাদান, দণ্ডবিধান ও সাক্রামেন্ত সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। (মথি ২৮, ১৬-২০। যোহন ২০; ২১-২২। প্রেরিত ২; ৪২)। প্রেরিতদের ক্রিয়া-বিবরণে দেখা যায় যে মণ্ডলীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রেরিতদের পক্ষে সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যাসাধন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাঁহারা মণ্ডলীর লোকদিগকে সাত জন চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এই সাত জনের উপর

হস্তার্পণ পূর্ব্বক প্রেরিতগণ আপনাদের আত্মিক ক্ষমতার কিয়দংশ ইহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। (প্রেরিত ৬; ১-৬)। ইহা ছাড়া প্রাচীন বা পুরোহিত শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়। এই পুরোহিতগণ যিহূদী প্রদেশের বিভিন্ন মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় (প্রেরিত ১১; ৩০। ১৫; ২, ৪, ৬। ২১; ১৮)। প্রেরিতগণই ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকিবেন, যদিও এ সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কিছুই উল্লিখিত নাই।

অতঃপর যখন স্বয়ং খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত পদে নিযুক্ত সাধু পৌল (গাল ১; ১-২৬ প্রেরিত ৯; ১-১৯। ২২; ৬-১৬। ২৬; ১২-১৮) নানা স্থানে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি প্রত্যেক মণ্ডলীর পরিচর্য্যার জন্য প্রাচীন নিযুক্ত করিয়া দিলেন (প্রেরিত ১৪; ২১-২৩)। এই সকল প্রাচীনদিগকে তৎকালে 'বিশপ' আখ্যাও প্রদান করা হইত। 'বিশপ' নামের অর্থ তত্ত্বাবধায়ক বা পরিদর্শক (প্রেরিত ২০; ১৭-২৮। তীত ১; ৫, ৭। ১ পিতর ৫; ১-৩)। তাঁহার কোন কোন লিপিতেও সাধু পৌল এই প্রাচীনদিগকে বিশপ নামে অভিহিত করিয়াছেন (ফিলি ১; ১। ১ তীম ৩; ১)। যিহূদী-খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে এই শ্রেণীর পরিচারকদিগকে প্রাচীন বলা হইত এবং পরজাতীয় মণ্ডলী সমূহে ইহারা বিশপ নামে পরিচিত ছিলেন। যিহূদী সমাজ গৃহের অধ্যক্ষগণও প্রাচীন নামে আখ্যাত হইতেন।

মণ্ডলীর প্রথম যুগে আর এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহাদিগকে ভাববাদী বলা হইত। পবিত্র আত্মার প্রেরণা দ্বারাই ইহারা কার্য্যে ব্রতী হইতেন। (১ করি ১২; ২৮। ইফিষ ৪; ১১। প্রেরিত ১৩; ১। ১৫; ৩২) ইহারা কোন নির্দিষ্ট মণ্ডলীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন না, কিন্তু বিভিন্ন মণ্ডলীতে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিতেন। পরে যখন বহু কপট ভাববাদীর উদয় হইল তখন কে প্রকৃত ভাববাদী তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিল, এবং কালক্রমে এই পদ বিলুপ্ত হইয়া গেল।

এতদ্ব্যতীত প্রেরিতগণ কয়েক জনকে বিভিন্ন মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের ক্ষমতা অনেকটা পরবর্ত্তী কালের বিশপদের অনুরূপ। যিরূশালেমের মণ্ডলীতে সাধু যাকোবের পদ ও ক্ষমতা এই প্রকারের ছিল (প্রেরিত; ১৫; ১৩। গালা ২; ৯, ১২) সাধু পৌল তীতকে ক্রীতের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন (তীত ১, ৫) এবং তিমথীয়কে ইফিষের মণ্ডলীতে এইরূপ ক্ষমতা দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য প্রেরিতগণের লোকান্তর প্রাপ্তির পরে সাধু যোহন এশিয়া প্রদেশের বিভিন্ন মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এইরূপ বিশেষ পরিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রেরিতদের জীবদ্দশায়ই মণ্ডলীর পরিচর্য্যা-ভার বিভিন্ন শ্রেণীর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। প্রেরিতগণ সমস্ত মণ্ডলীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং সুযোগ মত মণ্ডলীপরিদর্শন করিতেন; ভাববাদীগণ বিভিন্ন মণ্ডলীতে গিয়া শিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রত্যেক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিচারক শ্রেণী নিযুক্ত ছিল; যথা প্রাচীন বা বিশপ এবং ডিকন। তৎপরে ভবিষ্যতে মণ্ডলীতে তাঁহাদের বিশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হইবার নিমিত্ত মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রেরিতেরা বিশেষ বিশেষ লোককে মণ্ডলীপালনের এবং পরিচারক নিয়োগের ক্ষমতা দিয়া গেলেন।

রোমের বিশপ সাধু ক্লেমেন্ত্ অনুমান ৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক পত্রে প্রেরিতগণ কর্ত্তৃক মনোনীত এবং অপরকে পুণ্যপদে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তখন প্রশ্ন হইল যাহারা মণ্ডলীর এই সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী তাহাদিগকে কি নামে অভিহিত করা হইবে? স্বয়ং খ্রীষ্ট যাহাদিগকে মনোনীত করিয়া 'প্রেরিত' উপাধি দিয়াছিলেন তাহাদের স্থলবর্ত্তীদিগকে ঐ নাম প্রদান করা মণ্ডলীর অভিমত হইল না; সুতরাং প্রেরিতদের উত্তরাধিকারীগণ 'বিশপ' নামে পরিচিত হইলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এ বিষয়ে যদিও কোন

সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে ১৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মণ্ডলীর সর্বত্রই প্রথম শ্রেণীর পরিচারকগণকে বিশপ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং ইহারা মণ্ডলী পালন ও পুণ্যপদে নিযুক্ত করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রেরিতদের সময়ে যেরূপ মণ্ডলীতে তিন শ্রেণীর পরিচারক বিদ্যমান ছিল, যথা—প্রেরিত, প্রাচীন বা পুরোহিত এবং ডিকন, তেমনি প্রেরিতদের মৃত্যুর পরেও মণ্ডলীতে বিশপ, পুরোহিত ও ডিকন এই তিন শ্রেণীর পরিচারক রহিয়া গেল।

অতএব সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, মণ্ডলীশাসন শিক্ষাদান ও সাক্রামেন্ত-সম্পাদনের ক্ষমতা স্বয়ং খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রথমে প্রেরিতবর্গকে প্রদত্ত হয় এবং পরে প্রেরিতেরা বিশপদিগকে সেই ক্ষমতা দান করিয়া যান, এবং তখন হইতে প্রত্যেক যুগের বিশপগণ এই প্রৈরিতিক ক্ষমতা অপরকে দিয়া আসিতেছেন। এই রূপে প্রেরিতদের সময় হইতে যুগানুক্রমে মণ্ডলীতে একই পরিচর্য্যাপদ অবিচ্ছিন্ন ধারায় দেশে দেশে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।

মণ্ডলীর জীবনে বহুবার অনেক খ্রীষ্টিয়ান নানা কারণে দলবদ্ধ হইয়া এই প্রৈরিতিক পরিচর্য্যার একতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল বিচ্ছিন্ন খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও বর্ত্তমানে এই ধারণা ক্রমশঃই বদ্ধমূল হইতেছে যে মণ্ডলীকে একদেহ বা সমাজের মত জগতে খ্রীষ্টের সাক্ষী হইতে হইলে পুনরায় বাহ্যিক ও আন্তরিক একতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক, এবং বিশপপ্রমুখ প্রৈরিতিক পরিচারক শ্রেণীই সেই একতার সূত্র প্রদান করিতে সমর্থ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ডায়োক্লিশিয়ান্

(১)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভীষণ তাড়নার পরে মণ্ডলী চল্লিশ বৎসর কাল শান্তি উপভোগ করিল এবং দিকে দিকে বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইল। উত্তরে, জার্ম্মানির নগরে নগরে মণ্ডলী স্থাপিত হইল, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সমস্ত গল্‌দেশ ছাইয়া ফেলিল, এবং সুদূর বৃটন দ্বীপেও রোমান সৈনিকেরা এই ধর্ম্ম বহন করিয়া লইয়া গেল। নানা স্থানে সুরম্য খ্রীষ্টিয় মন্দির নির্ম্মিত হইল; সাম্রাজ্যের রাজধানীতেই এই সময়ে চল্লিশটি উপাসনা মন্দির ছিল। সাম্রাজ্যের প্রাচ্য ভাগেও বহু স্থানে মনোরম খ্রীষ্টিয় মন্দির সকল নির্ম্মিত হইল। মণ্ডলীর এই প্রকার শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে মনে হইতে পারিত যে মণ্ডলীর তাড়নাভোগ ও আত্মগোপনের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে।

মণ্ডলী যখন বাহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এইরূপে দিকে দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছিল, তখন সাম্রাজ্য ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইতেছিল। একশত বৎসরের মধ্যে ত্রিশ জন সম্রাট রোমের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; এবং ইহাদের মধ্যে তিন জন ব্যতীত সকলেই সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ একটি বিপ্লবও নীরবে অগ্রসর হইতে-ছিল।

সাম্রাজ্যের ধর্ম্মগুলি তখন মুমূর্ষু, দেব মন্দির সমস্ত পরিত্যক্ত; কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বে সাম্রাজ্যের পৌত্তলিকতা শেষবার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। প্রচলিত ধর্ম্মে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে দেবপূজার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার বহু প্রয়াস দেখা যাইতে লাগিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবল আকর্ষণ হইতে

জন সাধারণকে ফিরাইয়া রাখিবার জন্য প্রাচীন ধর্ম্মকে নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইল। বহু নূতন দেব মন্দির নির্ম্মিত হইল এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মোহ হইতে জন সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য পৌত্তলিক ধর্ম্ম-শিক্ষকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত মিথ্রাধর্ম্ম এই সময়ে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু মিথ্রা-ধর্ম্মের প্রভাব অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কারণ মিথ্রা কল্পিত দেবতা মাত্র; অপর পক্ষে খ্রীষ্ট জীবন্ত প্রভু এবং মানব হৃদয়ে তাঁহার রাজত্ব বাস্তব সত্য।

কিন্তু যখন দেখা গেল যে পুরাতন ধর্ম্মকে নবপরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াও খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর বিস্তার প্রতিরোধ করা অসম্ভব, তখন আবার অগ্নি ও তরবারির আশ্রয় লইতে হইল।

২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডায়োক্লিশিয়ান সম্রাট হইলেন। তিনি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে পুনর্ব্বার মণ্ডলীর প্রতি ভীষণ নির্যাতন আরম্ভ হইল। এই সংবাদ শ্রবণে খ্রীষ্টিয়ান ও নখ্রীষ্টিয়ান সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। কারণ খ্রীষ্ট-মণ্ডলী তখন সুদৃঢ়রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, মণ্ডলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও পৈশাচিক আচারের অভিযোগ যে নিতান্তই অমূলক তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, খ্রীষ্টিয় সৈনিকদের শৌর্য্যবীর্য্য রাজদ্রোহের অভিযোগকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। সাম্রাজ্যের আইন মণ্ডলীকে সম্পত্তির অধিকারী হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। নূতন রাজধানী নিকমিডিয়া নগরে সম্রাট-প্রাসাদের সন্নিকটে-ই এক বিরাট খ্রীষ্টিয় মন্দির সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্রাটের প্রাসাদে তখন বহু খ্রীষ্টিয়ান প্রকাশ্যে আপনাদের ধর্ম্ম আচরণ করিবার অধিকার ভোগ করিতেছে, এমন কি সম্রাজ্ঞী এবং সম্রাট্ দুহিতা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এরূপ জনরব প্রচারিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়াই প্রথমে সম্রাটের মনে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি বিদ্বেষ ও সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল। সম্রাটের জন্মদিনে একজন খ্রীষ্টিয়ান ভোজনোৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করে ; এবং যে আদালতে সেই সৈনিকের বিচার হয় তথাকার একজন কর্ম্মচারী দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে অসম্মত হয় এবং পুস্তক ও কলম ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ফলে সেই কর্ম্মচারী ও সৈনিক উভয়েই এক সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিল।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেবতার কাছে বলি উৎসর্গ করা সাম্রাজ্যের একটা প্রাচীন রীতি। খ্রীষ্টিয়ান সৈনিকেরা এইরূপ বলিদানে যোগদিতে অসম্মতি প্রকাশ করিত ; বলিদানের সময় কুচ কাওয়াজ করিতে হইলে তাহাদিগকে ক্রুশের চিহ্ন করিতে দেখা যাইত। এই সকল ব্যাপার ও সম্রাটের কর্ণ গোচর হইয়াছিল। একবার বলিদান উপলক্ষে সম্রাট কোন বিষয়ে দেবতার আদেশ জানিতে চাহিলেন। কিন্তু যখন কোন প্রত্যাদেশই পাওয়া গেল না তখন রাজ পুরোহিতেরা বলিল যে বলিদানের সময়ে খ্রীষ্টিয়ান অনুচরবর্গ ক্রুশের চিহ্ন করাতেই দেবতার কণ্ঠরোধ হইয়াছে ! ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় প্রাসাদ নিবাসী সকলকে দেবতার কাছে বলি উৎসর্গ করিতে আদেশ করিলেন ; এবং যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিলেন। এই সময়ে নানা স্থানে বহু খ্রীষ্টিয় সৈনিক সম্রাটের সৈন্যশ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইল।

৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্যাতনের সূচনা হইল। নিকোমিডিয়ায় সম্রাট-প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী বিরাট খ্রীষ্টিয় মন্দির ধ্বংসীভূত হইল : এবং এই প্রকার আদেশ প্রচারিত হইল যে খ্রীষ্টিয় মন্দির সমস্ত ভূমিসাৎ এবং খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মগ্রন্থ সমস্ত অগ্নিসাৎ করিতে হইবে, খ্রীষ্টিয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করা হইবে এবং খ্রীষ্টিয় ক্রীতদাসগণকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না। এই অনুজ্ঞাপত্র রাজধানীতে টানাইয়া দেওয়া হইলে একজন

উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টিয়ান উহা সর্ব্ব সমক্ষে ছিঁড়িয়া ফেলেন; অবিলম্বে তিনি ধৃত হন এবং ধীরে ধীরে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করা হয়।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে হঠাৎ সম্রাট-প্রাসাদে আগুণ লাগে, আর অমনি খ্রীষ্টিয়ানদিগকে এই অগ্নি সংযোগের জন্য দোষী করা হইল। দুই সপ্তাহ পরে পুনর্ব্বার প্রাসাদে আগুণ লাগিলে সম্রাট ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইলেন। প্রাসাদের খ্রীষ্টিয়ান ভৃত্যগণকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক বধ করা হইল। নিকমিডিয়ার বিশপের শিরশ্ছেদ করা হইল। নিম্নশ্রেণীর বহু খ্রীষ্টিয়ানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ বা জলে নিমজ্জিত করিয়া বধ করা হইল। সকলকে দেবতার নিকট বলি উৎসর্গ করিতে আদেশ করা হইল। সম্রাটের পত্নী ও কন্যা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে অনুরাগী বলিয়া সন্দেহ ভাজন হইয়াছিলেন; তাহাদিগকেও এই আদেশ পালন করিয়া আপনাদের খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিদ্বেষ প্রতিপন্ন করিতে হইল।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিপ্লব দেখা দিল, সম্রাট মনে করিলেন এ সকল বিপ্লব খ্রীষ্টিয়ানদের ষড়যন্ত্র বশতঃই ঘটিতেছে। মণ্ডলীকে নিঃশেষে বিনষ্ট করাই অতঃপর সম্রাটের সংকল্প হইল। খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এই নূতন অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল যে মণ্ডলীর পরিচারকদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ না করে কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে হইবে। বন্দীশালাগুলি খ্রীষ্টিয়ান বন্দীতে পূর্ণ হইল। গলের শাসনভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্রাট কনষ্টানসিয়াস্ ডায়োক্লিসিয়ানের আদেশ পালন করিতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু গল্ ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশেই উৎপীড়ন নিষ্ঠুরতার চরম সীমায় পৌঁছিল। জল্লাদেরা আপনাদের বীভৎস কার্য্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। খ্রীষ্টিয়ান শিশুদিগকেও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। সম্রাট আদেশ করিলেন যে খ্রীষ্টিয়ানদের শাস্ত্র গ্রন্থ সকল খুঁজিয়া লইয়া অগ্নিসাৎ করা হউক। কিন্তু রাজ কর্ম্মচারিগণ অনেক স্থলে শাস্ত্রগ্রন্থের পরিবর্ত্তে যে

কোন পুস্তক অগ্নিসাৎ করিয়াই কর্ত্তব্য সমাধা করিল; অবশ্য বহু সংখ্যক শাস্ত্রগ্রন্থও ভস্মীভূত হইল। এক স্থানে ৪৯ জন খ্রীষ্টিয়ান এই অপরাধে অভিযুক্ত হইল যে তাহারা নিভৃত স্থানে উপাসনার জন্য সমবেত হইয়া থাকে এবং তাহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমর্পণ করিতে অস্বীকার করে। ইহারা সকলেই ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বীকার করিল এবং ভীষণ নির্যাতন সত্ত্বেও ধর্ম্মগ্রন্থ সমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নির্যাতনের হস্ত হইতে কোন প্রদেশের মণ্ডলীই নিষ্কৃতি পাইল না। সম্রাট ভাবিলেন এবার খ্রীষ্ট-মণ্ডলী বাস্তবিকই নির্ম্মূল হইয়াছে, এবং দেব পূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পেনে এবং অন্যান্য স্থানে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়া স্তম্ভ স্থাপিত হইল। যাহাতে এ ধর্ম্মের প্রভাব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয় এই অভিপ্রায়ে বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদিগকে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে নানাবিধ জঘন্য কুৎসা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল।

যখন প্রবল বেগে উৎপীড়ন চলিতেছে সেই সময়ে ডায়োক্লিসিয়ান ও তদীয় সহকারী সম্রাট গলেরিয়ুস উভয়েই সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ডায়োক্লিসিয়ান আরোগ্য লাভ করিয়া পদত্যাগ করিলেন। কিন্তু গলেরিয়ুস দেবতা ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াও আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে রোগ যাতনায় অধীর হইয়া খ্রীষ্টিয়ান দিগকে তাহাদের ঈশ্বরের নিকট তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং মৃত্যু শয্যা হইতে ঘোষণা করিলেন যে এ যাবৎ কাল খ্রীষ্টিয়ানদের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু উৎপীড়নে কোন সুফল হয় নাই, অতএব ভবিষ্যতে তিনি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। এই ঘোষণা পত্র প্রচারের দুই দিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

তখন কারাগৃহ হইতে দলে দলে মণ্ডলীর পরিচারক ও বহু খ্রীষ্টিয়ান মুক্তিলাভ করিল। রাজপথসমূহ তাহাদের আনন্দ কোলাহলে ও গীত গানে

মুখরিত হইয়া উঠিল। আবার খ্রীষ্টীয় উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। মণ্ডলীর শত্রুগণ বিস্ময়ে দেখিল যে গত আট বৎসরের নিষ্ঠুরতা ব্যর্থ হইয়াছে, যে মণ্ডলীকে তাহারা মৃত জ্ঞান করিয়াছিল তাহা খ্রীষ্টের ক্ষত-চিহ্ন ধারণ করিয়া আবার সতেজে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে, নির্য্যাতন কেবল মণ্ডলীকে সংশোধিত করিয়া খ্রীষ্টের নামে জগৎ জয় করিবার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কন্‌ষ্টানতাইন্‌

ডায়োক্লিসিয়ানের পদত্যাগ এবং গেলেরিয়াসের মৃত্যুর পরে দুই বৎসর কাল সাম্রাজ্যে ভীষণ বিপ্লব চলিতে থাকে। অবশেষে সৈনিকেরা কন্‌ষ্টান্‌তাইন নামক একজন প্রিয়দর্শন, রণকুশল ও সাহসী সেনানায়ককে সম্রাট মনোনীত করিল; ইনি পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত গলের সম্রাট কন্‌ষ্টান্‌সিয়াসের পুত্র। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি প্রজাগণকে স্বেচ্ছানুসারে ধর্ম্ম আচরণের স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটগণকে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইলেন।

কথিত আছে যে ৩১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে যুদ্ধে তাহার সর্ব্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী মাকসেন্‌সিয়াস্‌কে পরাভূত করেন তাহার প্রাক্কালে তিনি একটি দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই দর্শন লাভের ফলেই তিনি খ্রীষ্টিয়ান প্রজাগণের পক্ষ অবলম্বন করিতে মনস্থ করেন। এই দর্শন লাভের পূর্ব্বেও

তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না। তাহার পিতার সভায় বহু খ্রীষ্টিয়ান ছিল, এবং তিনি তাহাদিগকে আপনাদের ধর্ম্ম আচরণ করিতে উৎসাহই দিতেন। তিনি নিজেও দেবপূজা করিতেন না। খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি উৎপীড়ন যে ক্রমাগতই ব্যর্থ হইয়া আসিতেছে ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টিয়ানদের অলৌকিক সাহস দর্শনেও তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেবোপাসক; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কনস্তান্তাইন ভাবিতে লাগিলেন—এই বিষম সঙ্কটের দিনে তিনি কাহার শরণাপন্ন হইবেন—দেবতাদের না খ্রীষ্টের? কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তিনি প্রার্থনা করিতেছেন এমন সময় অন্তরীক্ষে এক অভিনব চিহ্ন তাহার দৃষ্টি-গোচর হইল। তিনি দেখিলেন, দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্য কিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বল একটি ক্রুশ নভোমণ্ডল আলোকিত করিয়া রহিয়াছে এবং সেই ক্রুশের নিম্নে এই কথা লিখিত আছে 'এতদ্দ্বারা বিজয়ী হও'; সম্রাট ও তাহার সৈনিক বাহিনী বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে এই অভিজ্ঞান দর্শন করিল। সেই রাত্রিতেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, খ্রীষ্ট স্বয়ং সেই চিহ্ন সহকারে তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাকে সেই ক্রুশচিহ্নশোভিত পতাকা লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইতে আদেশ করিতেছেন।

এই অভিনবচিহ্নশোভিত পতাকা লইয়া সম্রাট-সেনা যুদ্ধে অগ্রসর হইল এবং শত্রু বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিল। কনস্তান্তাইনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে খ্রীষ্টিয়ানের আরাধ্য ঈশ্বর তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন এবং তিনিই তাহার সকল সুখ সমৃদ্ধির বিধান কর্ত্তা। এই সময় হইতে তিনি খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর শিক্ষার্থী শ্রেণী ভুক্ত হইলেন। সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে পশ্চিমে সর্ব্বত্র এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে সম্রাট খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুরাগী এবং যথাকালে বাপ্তিস্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি মণ্ডলীভুক্ত হইবেন। অমনি বহুজন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল—সম্রাট স্বয়ং যখন মণ্ডলীর পৃষ্ঠ পোষক তখন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ বেশ সহজ হইয়া আসিল। স্থানে স্থানে বৃহৎ

উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল, মণ্ডলীর বিশপগণ সভাস্থ হইয়া নানা বিষয় আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলেন এবং সহস্র সহস্র লোক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। পৌত্তলিকতা অচিরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এই আশায় খ্রীষ্টিয়ানেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিন্তু কনস্তানতাইন তখনও সম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইতে পারেন নাই—যদিও এই আকাঙ্ক্ষাই তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট লিসিনাস্ পৌত্তলিকতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কনস্তানতাইন কৌশল ক্রমে তাহার সহিত কলহ বাধাইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই শেষ যুদ্ধেও কনস্তানতাইন বিজয়ী হইলেন। সম্রাট খ্রীষ্টিয়ানদের উপাস্য ঈশ্বরের নিকট যুদ্ধে জয় লাভের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এবং প্রজাবর্গকে এই ধর্ম্মের শান্তি ও আনন্দের সহভাগী হইতে আহবান করিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি সকলকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন এবং এই আদেশ প্রচার করিলেন যে অতঃপর ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করা হইবে না এবং যদি পৌত্তলিকগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

কিন্তু তিনি নিজে তখনও বাপ্তিস্মদীক্ষা গ্রহণ করিলেন না। বাপ্তিস্মে পাপক্ষালন হয় এ বিশ্বাস তাহার ছিল বটে কিন্তু বাপ্তিস্মে নবজীবন ও পাপজয়ের শক্তিপ্রদত্ত হয় ইহা তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলে হয়ত অতঃপর যে সকল ভীষণ পাপে তাহার জীবন কলুষিত হইয়াছিল তাহা হইতে তিনি রক্ষা পাইতে পারিতেন।

চৌদ্দ বৎসর পরে মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি পাপস্বীকারপূর্ব্বক বাপ্তিস্ম-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে যে বাপ্তিস্মের শুভ্র পরিচ্ছদ লাভের

পর তিনি আর রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি জানি যে এখন আমি বাস্তবিকই ধন্য হইয়াছি, আমি অনন্ত-জীবনের অধিকারী হইয়াছি, আমি স্বর্গীয় জীবন লাভ করিয়াছি'। পুনরুত্থান পর্বের পরবর্ত্তী চল্লিশ দিনের মধ্যে তাঁহার বাপ্তিস্ম হয়, এবং পেন্তিকষ্ট পর্বদিনে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

বিংশ অধ্যায়

উপসংহার

খ্রীষ্ট স্বীয় শিষ্যবর্গকে কহিয়াছিলেন: 'জগৎ যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে জানিও যে তৎপূর্বে জগৎ আমাকেও ঘৃণা করিয়াছে; তোমরা যদি জগতের হইতে তাহা হইলে জগৎ তোমাদিগকে আপনার বলিয়া ভালবাসিত; কিন্তু তোমরা জগতের নহ, জগতের মধ্য হইতে আমি তোমা-দিগকে মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এ জন্যই জগৎ তোমাদিগকে ঘৃণা করে। আমার কথা মনে রাখিও, ভৃত্য প্রভু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে; তাহারা যদি আমাকে নির্যাতন করিয়া থাকে, তবে তাহারা তোমাদিগকেও নির্যাতন করিবে।' (যোহন ১৫; ১৮ ২০)

রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টমণ্ডলী তিন শত বৎসর কাল যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল তদ্দ্বারা খ্রীষ্টের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছে। সাম্রাজ্যের প্রতিকূলতা মণ্ডলীর কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই, বরং মঙ্গলই সাধন করিয়াছে, কারণ ইহার ফলে মণ্ডলী স্বীয় আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছে। হীন অভিপ্রায়ে লোকে মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে

সাহস করে নাই, অথচ মণ্ডলীর উন্নত আদর্শ সমগ্র সাম্রাজ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত জনমণ্ডলীর প্রভূত হিতসাধন করিয়াছে। কিন্তু যেদিন সম্রাট কন্‌স্তান্‌তাইন খ্রীষ্টধর্ম্মকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেদিন জগতের শত্রুতা হইতে খ্রীষ্টমণ্ডলী মুক্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু সেদিন হইতেই মণ্ডলীর অধোগতির সূত্রপাত হইল। সম্রাট স্বয়ং যে ধর্ম্মমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক তাহাতে প্রবেশ করা লোকে স্বভাবতঃই পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি ও সুখস্বচ্ছন্দতার উপায় বলিয়া মনে করিল। কার্য্যতঃ তাহাই হইল, দলে দলে লোক রাজপ্রসাদ লাভের আশায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। জগৎ আর খ্রীষ্টের শত্রু নহে, খ্রীষ্টের বন্ধু হইয়া উঠিল; এবং জগতের সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ মণ্ডলীর নৈতিক অবনতিও দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইল। মণ্ডলী সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্রের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত হইল।

কন্‌স্তানতাইন ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রজাবর্গকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণের সময়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী পৌত্তলিক ধর্ম্মসমূহের উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল, এবং উহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য তরবারির আশ্রয় লইতেও কুণ্ঠাবোধ করিল না। যে এতদিন নির্য্যাতিত ছিল, সেই এখন নির্যাতনকারী হইয়া উঠিল। ইহার পরও একজন সম্রাট—পৌত্তলিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও খ্রীষ্ট মণ্ডলীর উচ্ছেদসাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল—ইনি 'ধর্ম্মত্যাগী' জুলিয়ান নামে প্রসিদ্ধ।

পৌত্তলিকতা বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু সংসারের ধনৈশ্বর্য্য ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তিকে আশ্রয় করিয়া মণ্ডলী তাহার সেই আদিম আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইল এবং প্রকৃতপক্ষে শত্রুর হস্তেই আত্মসমর্পণ করিল। পরবর্ত্তী যুগসমূহে মণ্ডলীতে বহু ভক্তসাধকের অভ্যুদয় হইয়াছে বটে, মণ্ডলী যুগে যুগে দেশে দেশে বহু অনাচার বিনষ্ট করিতে এবং উচ্চতর নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা

করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু যে কঠোর একনিষ্ঠ সমুজ্জ্বল খ্রীষ্ট-প্রীতি ও ভ্রাতৃপ্রেম সেই প্রথম যুগে সমগ্র মণ্ডলীকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী কোন যুগে কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়াছে কি না সন্দেহ।

মণ্ডলীর এই প্রথম তিন শতাব্দীর সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্বাসীমাত্রেরই পরমসম্পদ জ্ঞানে স্মৃতিপটে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; কারণ আমাদের এই দেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বহুল ও স্বচ্ছন্দ বিস্তার তখনই সম্ভব হইবে যখন এ দেশের খ্রীষ্ট-ভক্তগণ সেই প্রথম যুগের মণ্ডলীর অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-দৃঢ়তা, সহিষ্ণু দুঃখভোগ, নৈতিক বিশুদ্ধতা, ভ্রাতৃপ্রেম ও পরসেবার অনুকরণ করিয়া জগৎসমক্ষে খ্রীষ্ট-প্রীতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে।